

সরল

জ্বর-চিকিৎসা।

দ্বিতীয় ভাগ।

—ঃ০ঃ—

ইহাতে পুরাণ ব্রংকাইটিস্, নিমুমোনিয়া, প্লুরিসি, আর ডায়ারিয়া
(পেট নাবা)—রিমিটেণ্ট ফীবর্ অর্থাৎ স্বল্পবিরাম-জ্বর
এই চারি রকম উপসর্গের কথা খুব সরল ভাষায়
বিশেষ করিয়া লেখা হইয়াছে। কথায় কথায়
দৃষ্টান্ত আর প্রেস্ক্রিপ্শন দেওয়া হইয়াছে।
নামে জ্বর-চিকিৎসা, কাযে প্রাক্টিস্
অব মেডিসিনের চেয়ে
কম হইবে না

গৃহস্থ আর পাড়াগাঁয়ের ডাক্তরদের জন্যে।

ডাক্তর শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা, যোড়াসাঁকো ১৪৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট,
সংস্কৃত-যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত।
১২৯৮। সাল।

মূল্য ১৲ টাকা ডা[redacted]/১০।

সরল

জ্বর-চিকিৎসা।

দ্বিতীয় ভাগ।

ইহাতে পুরাণ ব্রংকাইটিস্, নিয়ুমোনিয়া, প্লুরিসি, আর ডায়ারিয়া

(পেট-নাবা)—রিমিটেণ্ট ফীবর্ অর্থাৎ স্বল্পবিরাম-জ্বর

এই চারি রকম উপসর্গের কথা খুব সরল ভাষায়

বিশেষ করিয়া লেখা হইয়াছে। কথায় কথায়

দৃষ্টান্ত আর প্রেস্ক্রপ্শন দেওয়া হইয়াছে।

নামে জ্বর-চিকিৎসা, কাযে প্রাক্টিস্

অব মেডিসিনের চেয়ে

কম হইবে না।

গৃহস্থ আর পাড়াগাঁয়ের ডাক্তরদের জন্যে।

ডাক্তর শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্ণীত

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা, যোড়াসাঁকো ১৪৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্,

সংস্কৃত-যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত।

১২৯৮। মাঘ।

মূল্য ১৲ টাকা ডাকমাশুল ৵১০।

পৃষ্ঠা

পুরাণ ব্রংকাইটীস্ রোগে কুইনাইন্ দিবার দরকার ৩০৮
কুইনাইন্ শ্লেষ্মার সৃষ্টি নিবারণ করে, পূযেরও সৃষ্টি নিবারণ করে ৩০৯
হাইপোফস্ফাইট্ অব্ লাইম্ পুরাণ ব্রংকাইটিসের বড় অসুদ ৩১০
হাইপোফস্ফাইট্ অব্ লাইমের সিরপ্ ... ৩১১
প্রাচীন আর দুর্ব্বল রোগীর পথ্যের বেশী ধরাধর করা চাই ৩১৩
রোগীর শোথ বা উদরী থাকিলে মূত্রকারক অসুদও দিবে ৩১৪
নাইট্রিক ঈথর, ডিজিটেলিস্, আর স্কিলি, এ তিনটীই মূত্রকারক (ডায়ুরেটিক্) অসুদ ৩১৪
দুটী ছেলের ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের চিকিৎসার পরিচয় ৩১৫—৩৩১
তাদের ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ হইবার আগে যা যা হইছিল ৩১৬
অসুদের মাত্রা কেমন করিয়া ঠিক করিতে হয় ... ৩১৯
অসুদের মাত্রা ঠিক করিবার হিসাব ... ৩২০
ছেলেদের জ্বর-কাশিতে হাইপোফস্ফাইট্ অব্ লাইমের সিরপের সঙ্গে কুইনাইন খাওয়াইবে ৩২২
ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্ দিতে ডাক্তরদের ভয় ৩২৩
ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্ দেওয়া দরকার কি না, তার পরীক্ষা ... . ৩২৫—৩২৭
ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্ দেওয়া ভারি দরকার ৩২৮
কুইনাইনের আর একটী বিশেষ গুণের পরিচয় ৩২৯
কুইনাইন্ জ্বর খাটো করে, শ্লেষ্মার সৃষ্টিও নিবারণ করে ৩৩০
কড্‌লিবর অইল্ সব রকম পুরাণ কাশ-রোগের বড় অসুদ ৩৩১
যে সব রোগে শরীর ক্ষয় পাইয়া যায়; সেই সব রোগেই কড্-লিবর অইল্ ব্যবস্থা ৩৩২
কড্‌লিবর অইল্ কি? ৩৩২
যাদের পেটের ব্যামো আছে, কড্‌লিবর অইল্ তাদের প্রায় সয় না ৩৩২
কড্‌লিবর অইল খাইবার নিয়ম ... ৩৩৩

পৃষ্ঠা।

আহারের ঠিক্ পরেই কডলিবর্ অইল থাওয়া ভাল ... ৩৩৩

২। নিয়ুমোনিয়া ... ৩৩৪—৪০৯

নিয়ুমোনিয়া কি? ৩৩৫

নিয়ুমোনিয়া তিন রকম—(১) নূতন নিয়ুমোনিয়া, (২) পুরাণ নিয়ু-মোনিয়া, আর (৩) ব্রংকোনিয়ুমোনিয়া ... ৩৩৪—৩৩৫

নূতন নিয়ুমোনিয়ার কারণ ... ... ৩৩৫—৩৩৬

নূতন নিয়ুমোনিয়ার লক্ষণ ... ... ৩৩৭—৩৩৮

কম্পের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিয়ুমোনিয়ার লক্ষণ প্রকাশ হয় ৩৩৯

নাড়ীর বেগ আর নিশ্বাসের সঙ্গে যে সম্বন্ধ, নিয়ুমোনিয়াতে তার তফাত হয় ৩৪০

নিয়ুমোনিয়া রোগীর গায়ের চটচটে আটা ও পাট্কিলে রঙের ৩৪১

জ্বর-ঠুঁটো নূতন নিয়ুমোনিয়ার আর একটি চিহ্ন ... ৩৪২

মাথা-ধরা, ভুল-বকা ও আর আর লক্ষণ ... ৩৪৩

নিয়ুমোনিয়া ডাইন্‌দিকেই বেশী হয় ... ৩৪৪

নিয়ুমোনিয়াতে ফুস্ফুসের বায়ুকোষ গুলির আর নিজের প্রদাহ হয় ৩৪৫

নিয়ুমোনিয়ার তিনটী অবস্থা ৩৪৬

নিয়ুমোনিয়ার প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থার পরিচয় ৩৪৭

নিয়ুমোনিয়ার তৃতীয় অবস্থা ৩৫০

যে তিনটী লক্ষণে নিয়ুমোনিয়া ঠিক্ করিতে পারা যায়,—(১) কম্প, (২) নাড়ীর বেগ আর নিশ্বাস, (৩) পাট্কিলে রঙের ভারি আটাল গয়ের ৩৫১

নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় বুক পরীক্ষা করিয়া কি জানা যায় ৩৫২

নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় চুল ঘষার চিড়্চিড়্ শব্দ শুনা যায় ৩৫৩

চুল ঘষার চিড়্চিড়্ শব্দ শুনা যায় কেন? ৩৫৪—৩৫৫

ষ্টিথস্কোপ্ দিয়া কোন্ কোন্ জায়গা পরীক্ষা করিবে ৩৫৬

পৃষ্ঠা

সহজ মানুষের বুকে, পিঠে, পাঁজরে ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ বাহির হয় ৩৫৭
ফাঁপা শব্দ বাহির হয় কেন? ... ৩৫৮
নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় বুক পরীক্ষা করিয়া কি জানা যায় ৩৫৯
নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় রোগীর কথায় আওয়াজ পরীক্ষা ৩৬০
নিয়ুমোনিয়ার তৃতীয় অবস্থায় বুক পরীক্ষা করিয়া কি জানিতে পারা যায় ৩৬১
নিয়ুমোনিয়া-রোগীর গতিক ভাল কি মন্দ, কি দেখিয়া বুঝিবে? ৩৬২
নিয়ুমোনিয়া-রোগীর মৃত্যু-লক্ষণ ৩৬৩
নিয়ুমোনিয়া রোগ ভালও হঠাৎ হয়, মন্দও হঠাৎ হয় ৩৬৪
চিকিৎসকের অপযশ কথায় কথায়—তার পরিচয় ৩৬৫
তাড়াতাড়ি করিয়া রোগীকে জবাব দিওনা ... ৩৬৬
কথায় কথায় তোমার ভুল স্বীকার করিবে ... ৩৬৭
নিয়ুমোনিয়া রোগীর রোগ সারিবার লক্ষণ ... ৩৬৮
নিয়ুমোনিয়া-রোগীর রোগ না সারার লক্ষণ ... ৩৬৯
নিয়ুমোনিয়া সচরাচর কোন্ কোন্ রোগের উপসর্গ দেখা যায় ৩৭০
যে সব রোগে নিয়ুমোনিয়া হয় ... ৩৭১
ঘড়ি ধরিয়া নিয়ুমোনিয়া-রোগীর নাড়ী ও নিশ্বাস গুণিবে ৩৭২
ঘড়ি ধরিয়া কেমন করিয়া নাড়ী দেখিতে হয় ... ৩৭৩
ঘড়ি ধরিয়া কেমন করিয়া নিশ্বাস গুণিতে হয় ৩৭৫
গায়ের তাত, নাড়ীর গতি, নিশ্বাসের সংখ্যা লিখিবার নিয়ম ৩৭৬

নিয়ুমোনিয়ার চিকিৎসা ... ৩৭৭—৪০৯

নিয়ুমোনিয়া রোগে রোগীর বল পরীক্ষা করা আগে চাই ৩৭৮
একটী নিয়ুমোনিয়া-রোগীর পরিচয় ৩৭৯

পৃষ্ঠা

কুইনাইন্ পিলের যেমন অসুদ, নিয়ুমোনিয়ায়ও তেমনি অসুদ ৩৮০
য়্যাকোনাইট্ নিয়ুমোনিয়ার বড় অসুদ ... ৩৮১
একটী নিয়ুমোনিয়া রোগীর পরিচয় ... ৩৮২
তাহার রোগ পরীক্ষা ৩৮৩
পরীক্ষার পর অসুদ ব্যবস্থা ৩৮৪
য়্যাকোনাইট্ যে নিয়ুমোনিয়ার বড় অসুদ তার পরিচয় ৩৮৫
অর্গট যে তার চেয়েও ভাল অসুদ, তার পরিচয় ৩৮৮
সবল রোগীর পক্ষে য়্যাকোনাইট্ যেমন, দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে তেমন নয় ৩৮৮
অর্গটের আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় ... ৩৯২
অর্গট নিয়ুমোনিয়ার আর ফুস্‌ফো থেকে রক্ত-উঠার আশ্চর্য্য অসুদ ৩৯৪
রোগী বড় কাহিল হইয়া পড়িলে তাকে য়্যাকোনাইট্ দেওয়া যায় না ৩৯৪
ডিজিটেলিস্ আর শুগার অব্ লেড্‌ও নিয়ুমোনিয়ার ভাল অসুদ ৩৯৫
কার্ব্বনেট্ অব্ য়্যামোনিয়ার সঙ্গে শুগার অব্ লেড্ দেওয়া নিষেধ ৩৯৬
১টী অসুদের চেয়ে ২।৩টি ভাল অসুদ একত্র দিলে বেশী ফল হয় ৩৯৬
কিন্তু মনে করিলেই যে সে অসুদ দু পাঁচটা এক সঙ্গে দিতে পার না ৩৯৭
নিয়ুমোনিয়ার ৩টী অবস্থা যেমন পৃথক, চিকিৎসা তেমন পৃথক নয় ৩৯৮
নিয়ুমোনিয়ার তৃতীয় অবস্থায় এমোনিয়া, ব্রাণ্ডি, প্রভৃতি ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক) অসুদের যত দরকার, এত আর কোনও অবস্থায় নয় ৪০২

পৃষ্ঠা

নিয়ুমোনিয়া-রোগের সকল অবস্থাতেই কুইনাইন্ দেওয়া যায় ৪০১
নিয়ুমোনিয়া-রোগীকে যতদূর পার স্থির রাখিবে ৪০২
রোগীর বিছানা পরিষ্কার রাখিবার জন্য অইল্ ক্লথের দরকার ৪০৩
অইল ক্লথ রোগীর বিছানা পরিষ্কার রাখিবার বড় উপায় ৪০৪
নিয়ুমোনিয়া-রোগীর ঘর, দিন রাত সমান গরম রাখার উপায় ৪০৫
রোগীর গায়ে বাইরের বাতাস লাগিবে না অথচ ঘরে বাতাস খেলিবে ৪০৭
রাত্রে ঘরের মধ্যে বাতাস খেলার বেশী দরকার কেন ? ৪০৮
ফুস্ফুসের মধ্যে বাতাস যাওয়া বন্ধ হইলে মৃত্যু হয় ৪০৯
রক্ত মুহুর্মুহু পরিষ্কার হইতেছে, আর অপরিষ্কার হইতেছে ৪১০
কাল রক্তের শির আর রাঙা রক্তের শির ... ৪১১
রাঙা রক্তের শির ভুর্ ভুর্ করে কেন ? ... ৪১২
কাল রক্তের শির ভুর্ ভুর্ করে না কেন ? ... ৪১৩
বাতাসে কি কি জিনিষ আছে ... ৪১৪
যতবার নিশ্বাস ফেলি, ততবারই কার্ব্বলিক্ য়্যাসিড সৃষ্টি করি ৪১৫
বাইরের ভাল বাতাস ঘরের মধ্যে ভাল করিয়া খেলিতে দেওয়া এত দরকার কেন ? ৪১৫
কি নিশ্বাসে আমরা বাতাসের অক্সিজেন্ কমাইয়া ফেলি ৪১৬
বাতাসের অক্সিজেন্ নৈলে আলো জ্বলে না ... ৪১৬
ঢাকা দিলে আলো নিবিয়া যায় কেন ? ... ৪১৭
তেল শলিতা ঠিক থাকিতে ঘরে প্রদীপের আলো কম কম কেন ? ৪১৮
কার্ব্বলিক্ য়্যাসিডে জীবনও নষ্ট করে, আলোও নিবিয়ে দেয় ৪১৯
বাতাসের ভাল মন্দর আলো একটী বেশ পরীক্ষা ৪২০
চূণে কার্ব্বলিক্ য়্যাসিড খাইয়া ফেলে ... ৪২১
আমাদের মত, গাছ পালাও নিশ্বাস লয় আর ফেলে ৪০২
গাছ পালার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ৪২৩

পৃষ্ঠা

রাত্রে গাছতলায় শুইয়া থাকা বড় দোষ কেন? ... ৪২৩
আগুন জ্বালিবার সময় কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড সৃষ্টি হয় ... ৪২৪
প্রদীপের শীর্ষ থেকে যে ঝুল-কালি উঠে তা কোথায় যায় ... ৪২৫
প্রদীপের শীষের ঝুল-কালি নাকে যাওয়ার পরিচয় ... ৪২৬
কিরোসীনের প্রদীপের দোষই বা কি আর গুণই বা কি ... ৪২৮
কিরোসীন্ ল্যাম্প ব্যবহার করার বিপদ ... ৪২৯
খারাপ বাতাস নিশ্বাসের সঙ্গে ফুস্ফুসের মধ্যে নিয়ত লইয়া কেহই অনেক দিন ভাল থাকিতে পারে না ... ৪২৯
কি নিশ্বাসে অপরিষ্কার রক্ত কেমন করিয়া পরিষ্কার হয় ... ৪৩০
হৃৎপিণ্ডের গুঁড়ি ধমনী (এয়র্টা) ৪৩২
শরীরের সব জায়গাতেই অক্সিজেনের দরকার ... ৪৩৩
রক্ত সঞ্চালনের (সর্কুলেশন্ অব ব্লড) ... ৪৩৪—৪৩৬
হৃৎপিণ্ড (হার্ট) জিনিশটা কি ... ৪৩৭
হৃৎপিণ্ড কেমন করিয়া শরীরের মধ্যে রক্ত চালাইয়া দেও ... ৪৩৮
হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন (কণ্ট্র্যাক্শন্) অর্থাৎ জড়-শড় হওয়া ... ৪৩৯
হৃৎপিণ্ডের ভিতরকার কুটুরির কথা ... ৪৪০
হৃৎপিণ্ডের বাঁ ও ডাইন কুটুরি থেকে কেমন করিয়া রক্ত চলা ফেরা করে ৪৪২
অপরিষ্কার রক্ত কোন্খান দিয়া চলা ফেরা করে ... ৪৪২
পরিষ্কার ও অপরিষ্কার রক্ত শরীরে কেমন করিয়া চলা ফেরা করে ... ... ৪৪৪—৪৪৫
মৃত্যু কেমন করিয়া হয় ... ... ৪৪৬—৪৪৭
রোগীর ঘরে পরিষ্কার বাতাসের বেশী দরকার কেন ... ৪৪৮
শরীরের কোন্ কোন্ জায়গা থেকে কার্ব্বণিক য়্যাসিড বাহির হয় ৪৪৯
রোগী ঘরের কড়িতে বা আড়ায় ঝুড়ি করিয়া কয়লা টাঙাইবে ৪৫১
কয়লা কেমন করিয়া তয়ের করিতে হয় ... ৪৫১

পৃষ্ঠা

রোগাকে ভিজে সেঁাতা মাটিতে শুইতে দিবে না ... ৪৫২
গরম জলের ভাব কেমন করিয়া নিশ্বাসের সঙ্গে লইতে হয় ... ৪৫৪
গরম জলের ভাব নিশ্বাসের সঙ্গে লইলে কাশির বড় উপকার হয় ৪৫৫

পুরাণ নিয়ুমোনিয়া ... ৪৫৫—৫৭১

পুরাণ নিয়ুমোনিয়ার লক্ষণ ... ... ৪৫৬—৪৫৭
পুরাণ নিয়ুমোনিয়ায় ফুস্কো কুঁকড়ে শুকড়ে যায় ... ৪৫৮
প্লুরিসি থেকে কেমন করিয়া পুরাণ নিয়ুমোনিয়া হয় ... ৪৫৯
বায়ু কোষের খোল কেমন করিয়া বড় হয় ... ৪৬০
পুরাণ নিয়ুমোনিয়ার লক্ষণ ... ৫৬১—৪৬২
ফুস্কোর ভিতর রক্ত চলায় ব্যাঘাত ঘটিলে হৃৎপিণ্ডের কি দোষ হয় ৪৬৩
শরীরের মধ্যে ছোট বড় সব শিরে কেমন করিয়া রক্ত জমে ... ৪৬৪
বায়ুনলির খোল বড় হওয়ার চিহ্ন ... ৪৬৫
পুরাণ নিয়ুমোনিয়ার চিকিৎসা ... ৪৬৬—৪৭১

ব্রংকো নিয়ুমনিয়া ... ৪৭১—৪৭৯

ব্রংকো নিয়ুমোনিয়া আর নূতন নিয়ুমোনিয়ার তফাত কি ... ৪৭২
ব্রংকো নিয়ুমোনিয়ার লক্ষণ ... ৪৭৩—৪৭৭
ব্রংকো নিয়ুমোনিয়ার চিকিৎসা ...

৩। প্লুরিসি ... ৪৭৯—৫৩১

নূতন প্লুরিসির কারণ ... ৪৮০—৪৮৬
সহজ মানুষের প্লুরা কি রকম—নিশ্বাস লইবার ও ফেলিবার সময় বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুস্কো, দুয়ের ঘষা ঘষি হয় ... ...
প্রদাহ (ইনফ্ল্যামেশন্) হইলে প্লুরার অবস্থা কি রকম হয় ... ৪৮৮
শরীরের চারিটী খোলের ভিতরকার কথা ... ৪৮৯

পৃষ্ঠা।

য়্যারাকনয়িড্ প্লুরা, পেরিকার্ডিয়ম্, আর পেরিটোনিয়ম্	৪৯০
লিম্ফ্ (রস) আর সিরম্ (রক্তের জল) ...	৪৯১
রাঙা রক্তের শির, কাল রক্তের শির, আর রসের শির	৪৯২
বাঁদন ছাঁদন তয়ের করিবার শক্তি লিম্ফের খুবই আছে .	৪৯৩
প্লুরিসির লক্ষণ	৪৯৪—৫০০
নিয়ুমোনিয়া ও প্লুরিসিতে নিশ্বাস লওয়ার ভাব এক রকম নয়	৪৯৬—৪৯৭
প্লুরিসি আর নিয়ুমোনিয়ার তফাত ...	৪৯৮—৫০৮
ভারি রকম প্লুরিসিরও লক্ষণ কখন কখন স্পষ্ট জানা যায় না	৪৯৯
শুদ্ধ লক্ষণ ধরিয়া প্লুরিসি ঠিক্ করিতে পারা যায় কি না	৫০০
প্লুরিসি-রোগীর নাড়ী যেন সেতারের তারের মত	৫০১
প্লুরিসি-রোগীর বুক পরীক্ষা করিয়া কি জানিতে পারা যায়	৫০২
প্লুরিসি-রোগীর বুক পরীক্ষা করিলে ঘষার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়	৫০৩
প্লুরিসি-রোগীর বুকে হাত দিয়াও ঘষার শব্দ টের পাওয়া যায়	৫০৪
ঘষার শব্দ শুনিতে পাইয়া যদি আর না পাও, তবে কি ঠিক্ করিবে	৫০৫
প্লুরিসির সঙ্গে দুটী রোগের গোলমাল হইতে পারে	৫০৬
নিয়ুমোনিয়া আর প্লুরিসি এই দুটী রোগের তফাত কি	৫০৭
নিয়ুমোনিয়া ও প্লুরিসির প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থার তফাত কি	৫০৮
প্লুরিসি-রোগীর গতিক ভাল কি মন্দ, তার পরীক্ষা	৫০৯
প্লুরিসি রোগীর চিকিৎসা	৫০৯—৫১৬
প্লুরিসি রোগীর ব্যথার জায়গায় তার্পিণের সেক কিরূপে দেবে	৫১১
বুকের ভিতর জল জমিলে কেমন করিয়া বাহির করে	৫১৩
বুকের ভিতরকার জল শুষাইবার অসুধ	৫১৪
প্লুরিসি-রোগীর জ্বর সদা আরাম করা চাই	৫১৪
প্লুরিসি-রোগীকে সবল রাখিবার চেষ্টা আগে করা চাই	৫১৫

পৃষ্ঠা।

প্লুরিসি-রোগীর স্নানের ব্যবস্থা ৫১৬
পুরাণ প্লুরিসির লক্ষণ .... ৫১৭—৫১৮
বুকের খোলের মধ্যে জল জমার লক্ষণ ৫১৯
বুকে জল জমিলে বুক পরীক্ষা করিয়া ৫টী চিহ্ন পাওয়া যায় ৫২০
বুকে জল জমিলে হৃৎপিণ্ড ও ডায়াফ্রাম সরিয়া যায় ৫২১
বুকের ভিতর জল যত জমে, বুকের উপর ঘা দিলে নিরেট শব্দও তত হয় ৫২২
নিয়মোনিয়া ও প্লুরিসিতে বুকে ঘা দিয়া নিরেট শব্দের তফাত ৫২৪
নিয়মোনিয়ার আর প্লুরিসির নিরেট শব্দ বলিলে কি বুঝায় ৫২৪
বুকের ভিতর জল জমিলে বুক-পরীক্ষার যন্ত্রে কর্কশ শব্দ শুনা যায় কেন? ৫২৪
বুকের ভিতর জল জমিলে রোগীর আওয়াজ ছাগল ডাকার মত মালুম হয় ৫২৬
জলের ভরে হৃৎপিণ্ড সরিয়া গেলে তা সহজেই ঠিক করা যায় .... ৫২৬—৫২৭
বুকের ভিতর বেশী জল জমিলে ভাল দিকে রোগী শুইতে পারে না কেন? ৫২৮
বুকের ভিতর জল জমিলে আর কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায় ৫২৯
আর এক রকম প্লুরিসি, তাকে ডাক্তরেরা লেটেন্ট প্লুরিসি বলেন ৫৩০
হাইড্রো থোরাক্স (বুকের খোলের ভিতর জল) ৫৩১
হাইড্রো থোরাক্স (বুকের খোলের ভিতর জল)—চিকিৎসা ৫৩২
এম্পাইমা (বুকের খোলের ভিতর পূয) ৫৩২
য়্যানিয়ুরিজম্ জিনিশটে কি ৫৩৩
বুকের ভিতর থেকে পূয বাহির করিবার উপায় ৫৩৪
বুকের খোল কেমন করিয়া ধুইতে হয় ৫৩৫
কার্ব্বলিক্ য়্যাসিড লোশন্ ৫৩৫

পৃষ্ঠা

কম্প্রেসড্ ফ্লুয়িড্ জিনিশটা কি ... ৫৩৫

বাগুনলির নালি ঘা (ব্রংকিয়েল ফিশ্চুলা)

(৪) পেট-নাবা (ডায়ারীয়া) ৫৩৮—৬০০

জ্বরের সঙ্গে পেট নাবা থাকিলে, তাকে জ্বরাতিসার বলে ৫৩৯

পেট নাবা পাঁচ রকম ৫৪০

(১) অপাকের পেট-নাবা ৫৪০

(২) পিত্ত ভেদ ও তার চিকিৎসা ৫৪১

(৩) আমাশা ও তার লক্ষণ ৫৪২

আমাশা কেমন করিয়া হয় ৫৫৩

নাড়ি-ভুঁড়ির কথা ৫৪৩

অন্ত্রের পীড়া কেমন করিয়া হয় ৫৪৪

অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির উদ্দীপনা থেকে পেটের-ব্যামো হয় ৫৪৫

উদ্দীপনা কি—উদ্দীপনা কাকে বলে ... ৫৪৬

অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির উদ্দীপনার পরিচয় ... ৫৪৭

আমাদের শরীরে দু রকম সরু পর্দা (ঝিল্লি) আছে ৫৪৮

আমাদের শ্লেষ্মা আর ডাক্তারদের মিযুকস্, দুই-ই এক ৫৪৯

জায়গা বিশেষ সেই এক শ্লেষ্মার আলাদা আলাদা নাম ৫৫০

আমাশার চিকিৎসা ... ... ৫৫০—৫৫৮

বিস্মথ্ সব রকম পেটের-ব্যামোরই ভাল অসুদ ৫৫২

পেটের ব্যামোতে অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির অবস্থা আগে খারাপ হয় ৫৫৪

স্যালিসিন অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল বৃদ্ধি করে ... ৫৫৪

আমাশার-রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা ৫৫৫

পেটের-ব্যামো হইলে স্নান ও আহার দুয়েরই ধরাধর করা চাই ৫৫৬

স্নানের অব্যবস্থায় যেমন সর্দ্দি বাড়ে, তেমনি পেটের-ব্যামো বাড়ে ৫৫৭

পৃষ্ঠা।

(৪) জলবৎ ভেদ—উদরী-রোগে কখন কখন জলবৎ ভেদ হয় ৫৫৮
উদরী-রোগীর জলবৎ ভেদ হওয়া ভাল ৫৫৯
জলবৎ ভেদের চিকিৎসা ৫৫৯
(৫) শক্কার ভেদ ৫৬০
শক্কার ভেদ ও তার চিকিৎসা ৫৬১
পেট-নাবার কারণ .... ৫৬১—৫৬৩
পেট-নাবার লক্ষণ ৫৬৪
ডায়ারীয়া আর ডিসেণ্টরির প্রভেদ ৫৬৫
শক্ত গুট্‌লে মল আট্‌কে থাকিলে তা কেমন করিয়া বাহির করে ৫৬৬
ডায়ারীয়ার (পেট নাবার) চিকিৎসা ৫৬৭
আহারের দোষে পেটের-ব্যামো হইলে, তার চিকিৎসা ৫৬৮
ক্যাষ্টর্‌ অইল জোলাপই সব চেয়ে ভাল ৫৬৮
পথ্যের ধরাধর না করিলে পেটের-ব্যামো সারে না ৫৬৯
মল পচিয়া পেট নাবিলে টাটকা কয়লায় তা সারে ৫৭০
ছেলেদের পেট-নাবার যেমন অসুদ বিস্মথ্‌ তেমন অসুদ আর নাই ৫৭০
ছোট একটী মেয়ের পেট-নাবার চিকিৎসার পরিচয় ৫৭১—৫৭৪
লোওয়া-পোড়া মাংসের ক্বাথ পেটের ব্যামোর বড় অসুদ ৫৭৫
১র নম্বর ব্রাণ্ডি ছেলেদের পেট-নাবার বড় অসুদ ৫৭৬
জ্বর-অতিসার ৫৭৬
জ্বর-অতিসারের লক্ষণ ৫৭৭
জ্বর-অতিসারে চিকিৎসা ৫৭৮
গ্রহণী (গিরিণি)—তুতে এর ভারি অসুদ ৫৭৯
গ্রহণী (গিরিণি) রোগের চিকিৎসা ৫৮০
তুতে (সল্‌ফেট্‌ অব্‌ কপার) ঘটীত অসুদ ৫৮০
ঠাণ্ডা জলের পিচ্‌কিরি, গ্রহণী (গিরিণি) রোগের বড় অসুদ ৫৮১—৫৮২

পৃষ্ঠা

ছেলেদের পুরাণ পেটের-ব্যামোর ভুতে ভারি অসুদ ৫৮৩

হারিশ ৫৮৩

ঠাণ্ডা জলের পিচ্‌কিরি লইলে হারিশ বেরোন সারে ৫৮৪

কষ-জলের পিচ্‌কিরি লইলে অন্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লির আঁইট হয় ৫৮৫

সূতিকাতিসার (প্রসবের পর পেটের-ব্যামো) ... ৫৮৬

প্রসবের পর পেটের-ব্যামোর চিকিৎসার পরিচয় ৫৮৭

দম্‌কা ভেদ ৫৮৮

দম্‌কা ভেদের অসুদ ৫৮৯

পল্‌ব ক্লটি কো কম্ ওপিও আর বিস্মথ্ দম্‌কা ভেদের বড়
অসুদ ৫৮৯

দম্‌কা ভেদের চিকিৎসা ৫৯০

অম্বল (অম্ল) থেকেই দম্‌কা ভেদ হয় ... ৫৯১

অজীর্ণ ও দম্‌কা ভেদের অসুদ ৫৯১

দু রকম সোডা আর পেপ্‌সিনের কথা ৫৯২

পাচকরস (গ্যাষ্ট্রিক জুস্) আর পেপ্‌সিনের কথা ৫৯৩

অম্বল (অম্ল)-শূল—শূল-ব্যথা ৫৯৪

মর্‌ফিয়া-মিক্‌শ্চর্ শূল-ব্যথার ব্রহ্মাস্ত্র ৫৯৫

শূল-ব্যথায় অসুদে টিংচর হিঙ্গার দিতে কখনও ভুলিও না ৫৯৬

মর্‌ফিয়া-মিক্‌শ্চরে সব রকম যাতনাই সারে ৫৯৭—৫৯৮

পেটের-বামোর রোগীর পথ্য ....৫৯৮—৬০২



সরল

জ্বর-চিকিৎসা।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম ভাগে পুরাণ ব্রংকাইটিসের কথা বলা সব সারা হয় নাই। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ (ফুল্‌-কোর খুব সরু নলি গুলির প্রদাহ) যেমন ছেলেদের রোগ, পুরাণ ব্রংকাইটিস্ তেমনি বুড়োদের রোগ। পঞ্চাশ বছরের বেশী বয়স হইয়াছে, কিন্তু পুরাণ ব্রংকাইটিস্ নাই, এমন লোক আমাদের দেশে খুব কম। যেখানে অনেক লোকের বসতি, তার মাঝখানে যদি এক রাত্রি বাস কর, আর খুব ভোরে—রাত্রি থাকিতে উঠ, তবে বুড়োদের খকর খকর কাশি আর গয়ের ফেলার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাইবে না। এই যে বুড়োদের কাশি, একেই পুরাণ ব্রংকাইটিস্ বলে। পুরাণ ব্রংকাইটিস্ বুড়ো বয়সের রোগ। তবে ছেলেদের

এ রোগ হয় না, এমন নয়। শীতকালেই এ রোগের বাড়াবাড়ি দেখা যায়। শীত কালে এ রোগে কষ্ট পায় না, এমন বুড়ো বুড়ী কম দেখা যায়। এ রোগ কখন কখন জোআন বয়সেও আরম্ভ হয়।

পুরাণ ব্রংকাইটিস্ কি রকম করিয়া হয়? বারে বারে নূতন ব্রংকাইটিস্ হইতে হইতে, শেষে ব্রংকাইটিসের লক্ষণ গুলি থাকিয়া যায়। কাশি কখনও বাড়ে, কখনও কমে। কিন্তু এক বারে নির্দ্দোষ হইয়া সারিয়া যায় না। প্রথম রাত্রে শুই-বার সময় কাশি বাড়ে. আর ভোরে কাশি বাড়ে। প্রথমে বৃষ্টিতে ভিজিয়াই হোক্, ভিজে কাপড় পরি-য়াই হোক্, শিশির ভোগ করিয়াই হোক্, সোঁতা মাটিতে শুইয়াই হোক্, কি ঘাম-গায়ে হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা বাতাস লাগাইয়াই হোক্, শর্দ্দি হইল। গলায় ব্যথা হইল, শর্দ্দি বুকে বসিয়া গেল, কাশি হইল, গা গরম হইল, কাশি ক্রমে বাড়িতে লাগিল, জ্বরের প্রকোপ হইল। অনেক ধরাধর করিয়া চিকিৎসা করায় রোগীর ব্যামো সারিয়া গেল। রোগী কিছু দিন ভাল থাকিল। তার পর এক দিন একটু অত্যাচার হওয়ায় আবার সেই রকম শর্দ্দি আরকাশি হইল। প্রথম বারে যে অত্যাচার

করিয়া শর্দ্দি কাশি হইছিল, এ বারে তার চেয়ে ঢের কম অত্যাচারে শর্দ্দি কাশি হইল। এ বারেও অসুদ বিসুদ খাইয়া, স্নান আহারের ধরাধর করিয়া কাশি (ব্রংকাইটিস্) সারিল। কিছু দিন পরে আবার ব্রংকাইটিস্ হইল। এ বারে কি অত্যাচারে ব্যামো হইল, রোগী তা ভাল জানিতেই পারিল না। অনেক অসুদ বিসুদ খাইল, স্নান আহারের খুব ধরাধর করিল, কিন্তু এ বারে রোগটী নিঃশেষ হইয়া সারিল না। এ বারেই তার পুরাণ ব্রংকাইটিস্ হইল।

পুরাণ ব্রংকাইটিস্ যাদের আছে, তাদের গয়ের কি সহজেই উঠে? সব রোগীর সমান নয়। কারো কারো গয়ের খুব সহজেই উঠে। গয়েরও অনেক খানি উঠে। আর গয়ের উঠিয়া গেলেই বেশ আরাম বোধ হয়। আবার কারো কারো কাশিতে কাশিতে দম লাগিয়া যায়, তবু একটু গয়ের উঠে না। যাও বা একটু উঠে, তা এমনি শক্ত আর আটা আটা যে, হাত দিয়া তা ছেঁড়া ভার।

পুরাণ ব্রংকাইটিস্ রোগে কি হাঁপ হয়? এ রোগে হাঁপ একটু থাকেই। কারো কারো সময়ে সময়ে হাঁপ বেশী হয়। যাদের বেশী হাঁপ হয়, তাদের হাঁপ-কাশ (শ্বাসকাস) হইয়াছে বলিয়া চিকিৎসকের ভুল হইতে পারে। কিন্তু আদত হাঁপ-কাশ ও

রকম নয়। আদত হাঁপ-কাশকে ডাক্তরেরা য়্যাজ্‌মা বলেন। আদত হাঁপ-কাশে যখন হাঁপ চাগায়, কেবল তখনই রোগীর যা অসুখ হয়। তার পর আর কোনও অসুখ থাকে না। রোগী বেশ সচ্ছন্দ থাকে। এ ছাড়া, আদত হাঁপ-কাশের হাঁপ প্রায়ই আহারের পর হইয়া থাকে। আদত হাঁপ-কাশে ব্রংকাইটিস্ যোগ দিলে রোগীর নিস্তার নাই। কথায় কথায় তার হাঁপ চাগায়, আর হাঁপও খুব বেশী হয়।

বুক পরীক্ষা করার যন্ত্র (ষ্টিথস্কোপ্) রোগীর পিঠে, পাঁজরে, আর বুকে দিয়ে শুনিলে নানা রকম শব্দ শুনিতে পাইবে। রোগীকে কাশিতে বলিয়া তার পর শুনিলে আবার নূতন নূতন রকম শব্দ শুনা যায়। ফুস্ফোর নলির মধ্যে বেশী শ্লেষ্মা জমিয়া আছে, কি কম আছে, শক্ত আটাল শ্লেষ্মা আছে, কি তরল (পাতলা) শ্লেষ্মা আছে, শব্দ শুনিয়া তা অনেক ঠিক্ করিতে পারা যায়। ২৪৯র পাত থেকে ২৫৬র পাত পর্য্যন্ত আর এক বার ভাল করিয়া পড়িলে এ সব বেশ বুঝিতে পারিবে। পিঠের নীচে দিকে কান দিয়া শুনিলে মোটা বুড়্-বুড়ির শব্দ শুনিতে পাইবে। পুরাণ ব্রংকাইটিসের এ একটী বেশ চিহ্ন। বুড়োদের পুরাণ ব্রংকাইটিস্ অনেক দিনের হইলে, ফুস্ফোর নলি গুলির খোল

বড় হয়। এই সব রোগীর এত গয়ের উঠে যে, শুনিলে আশ্চর্য্য হবে। কারো কারো দিন রাতের মধ্যে দু সের আড়াই সের গয়ের উঠে। সকাল বেলাই বেশী গয়ের উঠে। রাত্রে গয়ের জমিয়া থাকে। ভোরে বিছানা থেকে উঠিয়াই, কিম্বা রোগী চলা ফেরা করিতে আরম্ভ করিলেই কাশি আরম্ভ হয়। যে গয়ের খানি জমিয়া আছে, তা উঠিয়া না গেলে আর কাশি থামে না। গয়ের সব উঠিয়া গেলে রোগী খুব আরাম বোধ করে। হাঁপ কি অন্য অসুখ কিছুই থাকে না। কাশিতে কাশিতে এই রকম করিয়া গয়ের উঠিয়া গেলে বেশ আরাম পায় বলিয়া বুড়োরা ভোরে উঠিয়া ইচ্ছা করিয়া খুব তামাক খায়। যাদের কাশি আছে, তামাক টানিলেই তাদের কাশি আরম্ভ হয়। ফুস্ফোর নলি গুলির খোল বড় হইলে তাতে যে গয়ের জমে, সে গয়ের প্রায়ই পচিয়া ভারি দুর্গন্ধ হয়। কাজেই, সে গয়ের কাশিয়া ফেলিলে, তার কাছে যারা বসিয়া থাকে, তাদের পর্য্যন্ত ঘৃণা হয়।

পুরাণ ব্রংকাইটিস্ শক্ত রকম হইলে, রোগী ভারি কাহিল আর দুর্ব্বল হইয়া যায়। শরীর ক্রমে ক্ষয় পাইতে থাকে। সন্ধ্যাকালে একটু জ্বর হয়, আর রাত্রে ঘাম হয়। এই সব লক্ষণ কেবল পুরাণ

ব্রংকাইটিসেরই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা হইবে না। এ সব লক্ষণ জানিতে পারিলেই ক্ষয়কাশ রোগের সন্দেহ করিবে। ক্ষয়কাশকে ডাক্তরেরা থাইসিস্ বলেন। থাইসিস্ অর্থাৎ ক্ষয়কাশের কথা এর পর বলিব।

বেশী গয়ের উঠাকে সহজ জ্ঞান করা হইবে না। বেশী প্রস্রাব হইলে, বেশী ঘাম হইলে, বেশী বাহ্যে হইলে শরীর যেমন ক্রমে ক্ষয় পাইয়া যায়, বেশী গয়ের উঠিলেও শরীর তেমনি ক্ষয় পাইয়া যায়।

পুরাণ ব্রংকাইটিস্ বদ্ধমূল হইলে আর নিঃশেষ হইয়া সারে না। বদ্ধমূল হইবার আগে, অর্থাৎ রোগটী পেকে দাঁড়াইবার আগে, বিশেষ তদ্বির করিলে ব্যামো নির্দ্দোষ সারিয়া যাইতে পারে। পুরাণ ব্রংকাইটিস্ যাদের আছে, তারা প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে; কিন্তু তাদের জীবন অতি কষ্টের। কাশিতে কাশিতে, গয়ের ফেলিতে ফেলিতে তারা তিত-বিরক্ত হইয়া যায়। তাদের কাছে যারা থাকে, তারাও জ্বালাতন হয়। এ ছাড়া, কথায় কথায় তাদের হাঁপ লাগে। কাজেই, কোন রকম শ্রম করিতে হইলে তাদের প্রাণান্ত হয়।

পুরাণ ব্রংকাইটিস্ রোগে বিপদ্—পুরাণ ব্রংকাইটিস্ থেকে রোগীর কি কি বিপদ্ ঘটিতে পারে? ফুল্‌কোর সব নলির সমান দোষ হইতে পারে, অর্থাৎ রোগ খুব বৃদ্ধি হইতে পারে। ফুল্‌কোর নলি গুলির খোল বড় হইতে পারে। ক্ষয়কাশ (থাইসিস্) হইতে পারে। পুরাণ ব্রংকাইটিস্ হঠাৎ তরুণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে, অর্থাৎ তরুণ বা নূতন ব্রংকাইটিসের সব লক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। এ রকম দুর্ঘটনা হইলে রোগীকে বাঁচান সোজা নয়। নিয়ত কাশিতে কাশিতে, ফুল্‌কোর মধ্যে যে সব অতি ছোট ছোট বায়ুকোস আছে, তা ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। তা ছিঁড়িয়া গেলে ফুল্‌কোর বাহিরে বাতাস যাইতে পারে।* এই বাতাস কণ্ঠার নীচে, কি বুকের অন্য অন্য জায়গায় চামড়ার নীচে আসিয়া জমিতে পারে। এই রকম দুর্ঘটনাকে ডাক্তরেরা এন্ফীসিমা বলেন। এ রোগের কথা এর পর বলিব। হৃৎপিণ্ডের আকার বাড়িতে পারে। আর উদরী হইতে পারে। উদরীকে ইংরিজিতে ড্রপ্‌সি বলে।

নূতন আর পুরাণ ব্রংকাইটিসের তফাত—নূতন আর পুরাণ এই দু রকম ব্রংকাইটিসের তফাত কি? নূতন আর পুরাণ ব্যামোতে যে

তফাত, এ দুয়েতেও সেই তফাত। নূতন আর পুরাণ ব্রংকাইটিসের কথা এত ক্ষণ যা বলিলাম, তাতেই এ দুই রোগের তফাত এক রকম মোটা-মুটি জানিতে পারিবে। নূতন ব্রংকাইটিস্ রোগে বেশী বা কম জ্বর নিয়তই থাকে। পুরাণ ব্রংকাই-টিস্ রোগে জ্বর থাকে না। তবে রোগ খুব শক্ত হইয়া দাঁড়াইলে সন্ধ্যাকালে একটু জ্বর প্রকাশ পায়।

২৪৬ আর ২৪৭র পাতে যে সব রোগের নাম করিছি, সে সব রোগকে যে কেবল স্বল্প-বিরাম জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) উপসর্গ বলিয়াই জানিতে হইবে, তা নয়। সে সব রোগ উপসর্গও হইতে পারে, আসল রোগও হইতে পারে। এই জন্যে, সে সব রোগের কথা বিশেষ করিয়াই বলা উচিত। কেন না, রোগের সঙ্গে পরিচয় না থাকিলে, ভাল চিকিৎসা করা যায় না। যে রোগের সঙ্গে পরিচয় নাই, তাকে বশের মধ্যে আনা সোজা নয়। আর যে রোগকে বশের মধ্যে আনিতে না পারিবে, সে রোগের তুমি চিকিৎসাও করিতে পারিবে না। বলিতে গেলে, সে সব রোগ আসল হইলেও তাদের যে চিকিৎসা, জ্বরের উপসর্গ হইলেও তাদের সেই চিকিৎসা। তবে তফাত এই যে, সে সব রোগ

আসল হইলে, শুদ্ধ তাদেরই চিকিৎসা করিলে রোগী ভাল হয়। কিন্তু জ্বরের উপসর্গ হইলে আসল রোগ অর্থাৎ জ্বরকে খাটো করিতে পারিলে, তবে সে সব রোগকে খাটো করা যায়। এ সব কথা এর আগেই বলিছি (২৬২—২৬৩র পাত দেখ)।

কারণ—সব রোগেরই কারণ আছে। কারণ ছাড়া রোগ নাই। যে রোগের কারণ যত পরিষ্কার, সে রোগের চিকিৎসা তত সহজ। কারণ না জানিতে পারিলে, রোগের ঠিক্ চিকিৎসা হয় না। এ অষুদে উপকার হইল না, আর এক রকম অষুদ দিয়া দেখি, এই রকম করিয়া কেবল হাতড়াইয়া বেড়াইতে হয়। এই রকম করিয়া যে হাতড়াইয়া বেড়ায়, তাকেই হাতুড়ে বলে। পড়ো পণ্ডিতও যদি এই রকম করিয়া হাতড়াইয়া বেড়ান, তবে তাঁকেও হাতুড়ে বলিতে ডরাইব না—বলিবার আপত্তিও নাই।

এক এক রোগের দুই দুই কারণ। সব জায়গায় দুটী কারণ খুজিয়া পাওয়া যায় না। কোন কোন জায়গায় একটী কারণও পাওয়া ভার। যেখানে রোগের কারণ খুজিয়া না পাবে, সেখানে চিকিৎসা করিয়া যশ পাইবে না। এ কথা এই মাত্র বলিছি।

রোগের যে দুটী কারণের কথা এই মাত্র বলিলাম, সে দুটী কারণ কি কি? নিকট কারণ আর দূর কারণ। রোগটী হইবার ঠিক্ আগেই যে কারণটী ঘটে, সেই কারণকে নিকট কারণ বলে। নিকট কারণকে উপলক্ষও বলে, ছুতোও বলে। মনে কর, বৃষ্টিতে ভিজিয়া এক জনের শর্দ্দি হইল। সেই শর্দ্দি থেকে তার কাশ-রোগ জন্মিয়া গেল। আর সেই কাশ-রোগে তার মৃত্যু হইল। তার বাপের ক্ষয়কাশ রোগ ছিল। এখানে বৃষ্টিতে ভেজা তার কাশ-রোগের নিকট কারণ। আর তার কাশ-রোগের ধাত (ধাতু) তার রোগের দূর কারণ। এই ধাত তার বাপেরও ছিল। এই জন্যে, সে এই ধাত লইয়াই জন্মিছিল। আর এক বার ভাল করিয়া বলি। তার কাশ-রোগের ধাত। কোন একটা উপলক্ষ, অছিলে, কি ছুতো পাইলেই তার কাশ-রোগ হইবার কথা। এই যে উপলক্ষ, অছিলে বা ছুতো, একেই নিকট কারণ বলে। আর তার কাশ-রোগের ধাত অর্থাৎ তার পৈতৃক দোষ তার রোগের দূর কারণ। এর আর একটী দৃষ্টান্ত দিই। ৬৯র পাতে ম্যালেরিয়ার কথা বলিছি। এই ম্যালেরিয়া নিশ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করিলে, কিম্বা খাবার জলের সঙ্গে পেটে গেলে জ্বর হয়।

জ্বর যে তখনই হয়, তা নয়। সচরাচর কয়েক দিন না গেলে, আর বিশেষ কোন অত্যাচার না করিলে, জ্বর প্রকাশ হয় না। মনে কর, বুধবারের দিন সন্ধ্যার পর তোমাকে স্থানান্তরে যাইতে হইল। আর সেই রাত্রেই বাড়ী ফিরিয়া আসিলে। রাত্রে যাতায়াতে নিশ্বাসের সঙ্গে ম্যালেরিয়া তোমার শরীরে প্রবেশ করিল। বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রবি, এ কয়েক দিন তুমি বিশেষ কোনও অত্যাচার করিলে না। অসুখও তোমার কিছু হইল না। সোমবারে খুব রৌদ্রের সময়-তোমাকে অনেক পথ চলিতে হইল। সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিলে। রাত্রে তোমার কম্প দিয়া জ্বর আসিল। এখানে ম্যালেরিয়া তোমার জ্বরের দূর কারণ। আর রৌদ্রে পথ চলা জ্বরের নিকট কারণ। রোগের দূর কারণ উপস্থিত থাকিয়াও, নিকট কারণের অভাবে রোগ প্রকাশ হইতে পারে না।

এখন ব্রংকাইটিস্ রোগের কারণ বলি। এ রোগের দূর কারণ অনেক। তার মধ্যে এই কয়টী প্রধানঃ—(১) যারা বাইরে চলা ফেরা কম করে, বাড়ীতে বসিয়া থাকে, বা বাড়ীতে বসিয়া কাজ কর্ম্ম করে, তাদেরই এ রোগ বেশী হয়। তবেই শ্রম না করা অর্থাৎ শরীরকে না খাটান এ রোগের

একটী দূর কারণ। (২) যাদের বাত বা বাতরক্তের ধাত (ধাতু), তাদেরও এ রোগ বেশী হয়। এই জন্যে, বাত আর বাতরক্ত এই দুইটী রোগও ব্রংকাই-টিসের দূর কারণ। বাতকে ডাক্তরেরা ইংরিজিতে রিয়ু-মেটিজ্‌ম্ বলেন; বাতরক্তকে গাউট বলেন। এ দুই রোগের কথা এর পর বলিব। (৩) যাদের হৃৎপিণ্ড বা মূত্রগ্রন্থির পীড়া আছে, তাদেরও ব্রংকাইটিস্ বেশী হয়। এই জন্যে, এই দুই যন্ত্রেরও পীড়া ব্রংকাই-টিসের দূর কারণ। হৃৎপিণ্ড কাকে বলে ১০৯র পাতে তা বেশ করিয়া বলিছি। হৃৎপিণ্ড যেমন একটী যন্ত্র, মূত্রগ্রন্থিও তেমনি একটী যন্ত্র। হৃৎ-পিণ্ডকে ইংরিজিতে হার্ট্ বলে। মূত্রগ্রন্থিকে ডাক্তরেরা কিড্‌নি বলেন। মূত্রগ্রন্থিকে ভাল কথায় বৃক্ক বলে। কিড্‌নি, মূত্রগ্রন্থি, আর বৃক্ক, এর মধ্যে যে নামটী তোমার সোজা বলিয়া বোধ হবে, সেইটীই মনে করিয়া রাখ। শরীরের মধ্যে যে সব যন্ত্র আছে, তাদের সকলেরই এক একটী কাজ নির্দ্দিষ্ট আছে। হৃৎপিণ্ডের কাজ কি, ১০৯র পাতে তা বলিছি। মূত, ঘাম, লাল (লালা), এ সবই রক্ত থেকে তয়ের হয়। রক্ত থেকে এ সব তয়ের করিবার আলাদা আলাদা যন্ত্র আছে। মূত্রগ্রন্থি রক্ত থেকে মূত তয়ের করে। এই যন্ত্র

দুটী। দুই কোঁকের মধ্যে পেচন দিকে থাকে। বর্বটির যেমন আকার, মূত্রগ্রন্থি দুটীরও ঠিক্ তেমনি আকার। তবে বর্বটির চেয়ে মূত্রগ্রন্থি অনেক বড়। তার পর বলি। (৪) ছোট ছেলে আর বুড়োদের ব্রংকাটিস্ রোগ বেশী হয়। এই জন্যে, শিশু কাল আর প্রাচীন বয়স এ রোগের দূর কারণ। এ রোগ যাদের এক বার হইয়াছে, তাদের এ রোগ বেশী হয়। এই জন্যে, এ রোগ এক বার হওয়া এর আর একটী দূর কারণ। ব্রংকাইটিস্ রোগের এই গুলি দূর কারণ।

এখন ব্রংকাইটিস্ রোগের নিকট কারণ বলি। (১) বৃষ্টিতে ভেজা আর শীত বাত ভোগ করা এ রোগের একটী নিকট কারণ। (২) ছেলেদের হাম হইলে তাঁদের প্রায়ই ব্রংকাইটিস্ হইয়া থাকে। এই জন্যে হাম, ছেলেদের ব্রংকাইটিস্ রোগের একটী নিকট কারণ। (৩) হুপিংকফ্ও ছেলেদের ব্রংকাইটিসের আর একটী নিকট কারণ। হুপিংকফ্ এক রকম কাশ-রোগ। এ কেবল ছেলেদেরই হয়। এ কাশি দমকে দমকে হয়। কাশি এলে, কাশিতে কাশিতে ছেলের চক মুখ এক বারে রাঙা হইয়া যায়। শেষে বড় রকম একটা "হুপ্" শব্দ হইয়া কাশি থামিয়া যায়। হুপিংকফ খুব শক্ত রোগ।

এক বার হইলে শীঘ্র সারিতে চায় না। এ আবার ছোঁআছে রোগ। একটী ছেলের হইলে পাড়ার সব ছেলের হয়। (৪) খুব গরম বা ঠাণ্ডা বাতাস কিম্বা রাস্তার ধুলো ফুল্‌কোর নলিগুলির মধ্যে গেলে ব্রংকাইটিস্ হয়। এই জন্যে, এ সবও ব্রংকাইটিসের নিকট কারণ। (৫) যে কারণে হোক্, রক্ত খারাপ হইলে ব্রংকাইটিস্ হয়। (ক) অনেক রকম জ্বরে রক্ত খারাপ হয়। রক্ত খারাপ হইলে ব্রংকাইটিস্ হয়। এই জন্যে, স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর) ও আর আর অনেক রকম জ্বর ব্রংকাইটিসের নিকট কারণ। এই জন্যেই, স্বল্পবিরাম-জ্বরে ব্রংকাইটিস্ হয়। আর এই জন্যেই ব্রংকাইটিস্‌কে স্বল্পবিরাম-জ্বরের উপসর্গ বলিছি। (খ) চামড়ার নূতন বা পুরাণ রোগ হঠাৎ মিলাইয়া গেলেও রক্ত খারাপ হয়। রক্ত খারাপ হইলে ব্রংকাইটিস্ হইতে পারে। এই জন্যে, এ রকম ঘটনাও ব্রংকাইটিসের একটী নিকট কারণ। (গ) কোন খান দিয়া রক্ত পড়া, রস-পড়া, বা পূয-পড়া, যা অনেক দিন থেকে অভ্যাস পাইয়া আসিয়াছে, হঠাৎ তা বন্ধ হইলে রক্ত খারাপ হইয়া ব্রংকাইটিস্ হইতে পারে। (ঘ) বাত-রক্ত (গাউট), বাত (রিউম্যাটিজ্‌ম্) বা গর্ম্মির দরুণ রক্ত খারাপ হইলেও ব্রংকাইটিস্ হয়। এ কথা এর

আগেই এক বার বলিছি। (ঙ) কোন কোন অসুদ, বিশেষ আয়োডীন্, খাইলেও রক্ত-দোষ হইয়া ব্রংকাইটিস্ হইতে পারে।

ব্রংকাইটিস্ রোগের কারণ বলিতে গিয়া অনেক রোগের অনেক কথা বলিছি। বেশ মন দিয়া আর হিসাব করিয়া পড়িলে, সে সব কথা বুঝিতে পারিবে। ব্রংকাইটিস্ রোগের দূর আর নিকট কারণ যা যা বলিছি, তাও বুঝিতে পারিবে।

নূতন আর পুরাণ এই দু রকম ব্রংকাইটিসের কথা বলিলাম। আর এক রকম ব্রংকাইটিস্ আছে, তার কথা এখনও বলি নাই। সে ব্রংকাইটিসকে ইংরিজিতে প্লাষ্টিক ব্রংকাইটিস্ বলে। যে দু রকম ব্রংকাইটিসের কথা বলিছি, তাতে ফুল্‌কোর নলি-গুলি থেকে গয়ের, কাশ বা শ্লেষ্মা উঠে। এতে ফুল্‌কোর নলিগুলি থেকে আর এক রকম জিনিষ উঠে। এই জিনিষ, ফুল্‌কোর মাঝারি রকম কি তারও চেয়ে ছোট নলিগুলির ছাঁচ বৈ আর কিছুই নয়। দোল, চড়ক, রথের সময় চিনির হাতী, চিনির ঘোড়া, চিনির রথ বিক্রি হয়। চিনির এই সব জিনিষকে আমরা ছাঁচ বলিয়া থাকি। এখানে ছাঁচের যে অর্থ, ফুল্‌কোর নলিগুলি থেকে যে ছাঁচ উঠে, তারও সেই অর্থ। ফুল্‌কোর নলিগুলি দেখিতে

যে রকম, সেই নলিগুলি থেকে যে জিনিষ উঠে, তাও দেখিতে ঠিক্ সেই রকম। এই জন্যে, ঐ জিনিষকে ঐ নলিগুলির ছাঁচ বলে। এই ছাঁচ নিরেটও হইতে পারে, নলিগুলির মত ফাঁপাও হইতে পারে।

এ রোগ খুব কম হয়। এই জন্যে এর কথা আর বেশী করিয়া বলিলাম না। নলিগুলি থেকে একটু বড় রকম ছাঁচ উঠিবার আগে হাঁপ হয়, শুক্‌ন কাশি হয়, রক্ত উঠে। কখন কখন অনেক রক্ত উঠে।

এ রোগে জীবনের আশঙ্কা খুব কম। কিন্তু রোগ সারিতে চায় না। অষুদে রোগীর বড় উপকার হয় না। তবে ২০ ফোটা করিয়া টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস্ রোজ ২। ৩ বার খাইলে, আর খুব গরম জলে তার্পিণ ঢালিয়া দিয়া সেই ভাব নিশ্বাসের সঙ্গে লইলে বেশ উপকার হয়। ১০। ১৫ গ্রেন্ করিয়া গ্যালিক্ য়্যাসিড্ ৪ ঘণ্টা অন্তর খাইলে রক্ত উঠা বন্ধ হয়। যাদের এ রোগ আছে, খুব গরম জায়গায় তারা যেন কখনও থাকে না। ছেলেদের এ রকম রোগ হইলে, বাইনম্ ইপেকা খাওয়াইয়া বমি করাইলে খুব উপকার হয়।

এখন পুরাণ ব্রংকাইটিসের চিকিৎসার কথা

বলি। এর আগেই বলিছি যে, এ রোগ বুড়ো-দেরই বেশী হয়। আর ২১৩র পাতে বলিছি যে, ক্ষীণ রোগীর শ্লেষ্মা সরল করিতে কার্ব্বণেট্ অব্ য়্যামোনিয়ার মত অসুদ আর নাই। এই জন্যে, পুরাণ ব্রংকাইটিস্ রোগে কার্ব্বণেট্ অব্ য়্যামোনিয়া দিলে যেমন উপকার হয়, তেমন আর কিছুতেই নয়। পুরাণ ব্রংকাইটিস্ রোগে আমি যে সব অসুদ দিয়া থাকি, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

খাইবার অসুদ।

(১)	কার্ব্বণেট্ অব্ য়্যামোনিয়া	১ ড্রাম্
	ৱাইনম্ ইপেকা	২ ড্রাম্
	টিংচর ক্যাম্ফর কো	৬ ড্রাম
	টিংচর সিংকোনি কো	৬ ড্রাম্
	ইন্‌ফিয়ুশন্ সেনিগা	১২ ওন্স পূরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ রোজ ৩। ৪ বার করিয়া খাইবে। অধিক আর কি বলিব, এ অসুদে উপকার হইল না বলিয়া পুরাণ ব্রংকাইটিসে আমাকে এ পর্য্যন্ত আর কোনও অসুদ দিতে হয় নাই।

(২)	কুইনাইন্	৫ গ্রেন্
	এক্‌ষ্ট্রাক্ট জেন্‌শন্	যতটুকু দরকার

একত্র মিশাইয়া একটা বড়ি তয়ের কর।

এই রকম ১২টা বড়ি তয়ের করিয়া একটী ছোট শিশিতে কি কোটোয় করিয়া রাখ। রোজ সকালে একটা বড়ি আর সন্ধ্যার আগে একটা বড়ি খাইবে।

যদি বল পুরাণ ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্ দিবার দরকার কি? জ্বর থাকিলেই না কুইনাইন্ দিতে হয়। তা জ্বর না থাকিলেও কুইনাইন্ দিতে হয়। কুইনাইন্ যে কেবল জ্বরেরই অষুদ, তা নয়। কুইনাইন্ অনেক রোগের অষুদ। ধরিতে গেলে কুইনাইন্ যে কোন্ রোগের অষুদ নয়, তা বলিতে পারি না। কোন একটা অষুদে দশটা রোগ সারে বলিলে, লোকে ঠাট্টা করিয়া বলে ও অষুদে তবে গোরু হারাইলেও পাওয়া যায়। কিন্তু কুইনাইন্ সে রকম ঠাট্টার অষুদ নয়। যদি কোন অষুদে গোরু হারাইলেও পাওয়া যায়, সে কুইনা-ইনে। এ সব কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। ২৬৪র পাতে বলিছি, ব্রংকাইটিস্ রোগে নলিগুলির মধ্যে যে শ্লেষ্মা জন্মে, রোগ যত বাড়ে, রোগী যত দুর্ব্বল হয়, শ্লেষ্মাও তত বেশী জন্মে। কুইনাইন্ খাওয়াইলে শ্লেষ্মা তেমন জন্মিতে পারে না। পুরাণ ব্রংকাইটিস্ রোগে কুইনাইনের এই ধর্ম্মটীর পরিচয় হাতে হাতে পাওয়া যায়। এ রোগে বারে বারে খুব বেশী শ্লেষ্মা উঠে বলিয়াই না, রোগী এত কাহিল

আর কাবু হইয়া পড়ে। রোজ রোজ যে এত শ্লেষ্মা উঠে, এ শ্লেষ্মা কোথা থেকে আসে? এ শ্লেষ্মা রোজ জন্মে। এই শ্লেষ্মা আর জন্মিতে না পারে, এমন উপায় করিতে না পারিলে, রোগীর শ্লেষ্মা উঠাও বারণ হবে না, তার শরীরের ক্ষয়ও নিবারণ হবে না। সে দিন দিন কাহিল হইতেই থাকিবে। শেষে ক্ষয়কাশ-রোগীর মত সে অস্থি-চর্ম্ম-সার হইয়া পড়িবে। শ্লেষ্মা আর জন্মিতে না পারে, এমন উপায় আর কি? কুইনাইন্। কুই-নাইন্ খাওয়াইলে রোগীর শ্লেষ্মা উঠা ক্রমে কমিয়া আসে। শেষে আর শ্লেষ্মা উঠে না। নলিগুলির অবস্থা সহজ হয়। রোজ দু বেলা ৫ গ্রেন্ করিয়া ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাইয়া যদি রোগীর শ্লেষ্মা উঠা না কমে, তবে এক এক বারে ১০ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ খাইতে বলিবে। কুইনাইনের এ ধর্ম্মটী কখনও ভুলিও না।

কুইনাইন্ যেমন শ্লেষ্মার সৃষ্টি নিবারণ করে, পূযেরও সৃষ্টি তেমনি নিবারণ করে। মনে কর, এক জনের ধাতের ব্যামো হইয়াছে। ধাতের ব্যামোকে ইংরিজিতে গনোরিয়া বলে। ছাই ভস্ম তাকে কতই খাওয়াইলে, কিন্তু কিছুতেই তার ধাত-চলা বন্ধ করিতে পারিলে না। এ অবস্থায় যদি ৫ গ্রে

কুইনাইন্ কাঁচ্চা খানেক পরিষ্কার জলের সঙ্গে মিশাইয়া রোজ এক বার কি দু বার তার প্রস্রাবের দ্বার দিয়া পিচ্‌কিরি কর, তবে ৩। ৪ দিনেই অমন যে ধাত-চলা, তাও বন্ধ হবে। পিচ্‌কিরি করিবার আগে ২। ৫ ফোটা ডাইলিয়ুট্ সল্‌ফিয়ুরিক্ য়্যাসিড্ দিয়া কুইনাইন্ গুলিয়া লইতে হয়। ধাতের ব্যামোর (গনোরিয়ার) কথা বলিবার সময় এ সব কথা ভাল করিয়া বলিব। এই রকম করিয়া কুই-নাইন্ পিচ্‌কিরি করিলে ফোড়া থেকেও পূয-পড়া বন্ধ হইয়া যায়। এ সব কথাও এর পর বলিব।

(৩) হাইপোফস্ফাইট্ অব্ লাইম্ পুরাণ ব্রংকাইটিসের আর একটী ভাল অসুদ। শুদ্ধ পুরাণ ব্রংকাইটিস্ নয়, সব রকম কাশ রোগেই এ অসুদে খুব উপকার করে। ইন্‌ফিয়ুশন্ কোআশিয়া বা চিরতার জলের সঙ্গে এই অসুদ ৫ গ্রেন্ করিয়া রোজ তিন বার খাইলে খুব উপকার হয়। কাশি কমে, গয়ের উঠা কম হয়, রোগী গায়ে সারে আর সবল হয়। দু চারি দিনেই যে এ রকম উপকার পাওয়া যায়, তা নয়। অসুদ কিছু বেশী দিন খাইতে হয়। হাইপোফস্ফাইট্ অব লাইমের দাম বেশী নয়। এক টাকার অসুদ কিনিলেই যথেষ্ট। এ অসুদ যে সে ডিস্পেন্সেরিতে পাওয়া যায় না।

খুব ভাল ডিস্পেন্সেরি ভিন্ন এ অসুদ মিলে না। খুব ভাল ডিস্পেন্সেরি আর কাদের? সাহেবদের। বাঙ্গালির ভাল ডিস্পেন্সেরি নাই, তা বলিতেছি না। বাঙ্গালির ডিস্পেন্সেরির মধ্যে কেবল ড্রগিষ্টস্ হল্‌ই ভাল। সাহেবদের ডিস্পেন্সেরির চেয়ে এ ডিস্পেন্সেরির জাঁক পশার বড় কম নয়। আগে আরও বেশী ছিল। কলিকাতার বড় বাজারে ইংরিজি অসুদের যে কয়খান ভাল দোকান আছে, হাইপোফস্ফাইট্ অব লাইম্ সে সব দোকানেও কিনিতে পাওয়া যায়। ডিস্পেন্সেরিতে যে দামে এ অসুদ কিনিতে হয়, সে সব দোকানে তার চেয়ে ঢের শস্তা পাওয়া যায়।

বাজারে হাইপোফস্ফাইট্ অব লাইমের এক রকম সিরপ্ বিক্রি হয়। অনেক সাহেব অনেক রকম সিরপ্ তয়ের করিয়াছেন। তার মধ্যে গ্রিমোল্ট সাহেবেরই সিরপ্ ভাল। গ্রিমোল্ট সাহেবের সিরপ্ খুব লাল। বাজারে ঢের ভেল সিরপ্ বিক্রি হয়। কাজেই ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া না লইলে ঠকিতে হয়। সিরপ্ খাওয়ায় কোনও কষ্ট নাই। ঠিক্ শর্ব্বতের মত খাওয়া যায়। অসুদ খাইতেছি বলিয়া বোধ হয় না। এই জন্যে, যাঁরা তিত বা বিকট অসুদ খাইতে বড় নারাজ, তাঁদের পক্ষে

এই সিরপ্ খুব ভাল। তবে সিরপের দাম বেশী। ডিস্পেন্সেরিতে দু টাকার কমে এক শিশি সিরপ্ পাওয়া যায় না। এক শিশিতে ৬ ঔন্সের বেশী থাকে না। এক এক বারে বড় চামচের এক চামচ (অর্থাৎ এক কাঁচ্চা বা চারি ড্রাম) করিয়া খাইতে হয়। প্রথম প্রথম সকালে বিকালে, তার পর, (এক হপ্তা পরে) রোজ তিন বেলা তিন বার খাইতে হয়। কাযেই এক শিশি অসুদে চারি পাঁচ দিনের বেশী হয় না। এই জন্যে, যাঁদের সঙ্গতি আছে, কেবল তাঁরাই এ অসুদ কিনিয়া খাইতে পারেন। ডিস্পেন্সেরির চেয়ে বাজারে সিরপ্ অনেক শস্তা। বড়বাজারের ঐ সব দোকানে পাঁচ শিকাতেই এক শিশি পাওয়া যায়। আবার এক বারে ৫।৬ শিশি কিনিলে আরও শস্তা পাওয়া যায়। সিরপ্ই খাও, আর ইন্‌ফিয়ুশন্ কোআশিয়া বা চিরতার জলের সঙ্গে আদত অসুদই (শাদা গুঁড়ো) খাও, উপকার দুয়েতেই সমান। ফল কথা, হাইপোফস্ফাইট্ অব লাইম্ যে সব রকম কাশ-রোগের একটা খুব ভাল অসুদ, তা যেন সকলেরই বেশ মনে থাকে।

মালিশের অসুদ।

অ্যামোনিয়া লিনিমেন্ট (বলেটাইল লিনিমেন্ট) ... ১ ঔন্স

ক্যাজুপুট অইল (ভুর্জ্জপত্রের তেল)	... ...	১ ঔন্স
তার্পিণ	... ...	১ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে "বিষ" বলিয়া লিখিয়া দেও। পিঠে, পাঁজরে আর বুকে রোজ ৩। ৪ বার করিয়া মালিশ করিবে। এই মালিশ কাশির বড় অস্থুদ। এতে শ্লেষ্মা সরল হয়, আর কাশিরও খুব উপকার করে।

পিঠে, পাঁজরে আর বুকে ঐ রকম করিয়া মালিশ করা হইলে পর, তার উপর তার্পিণের সেক দিবে। তার্পিণের সেক কেমন করিয়া দিতে হয়। ২১৩—২১৪র পাতে তা বলিছি।

রোগী যদি প্রাচীন আর খুব দুর্ব্বল হয়, তবে তার পথ্যেরও খুব ধরাধর করিতে হবে। মাংসের ক্কাথ আর ১র নম্বর ব্রাণ্ডি দেওয়া চাই। মাংসের ক্কাথ কেমন করিয়া তয়ের করিতে হয়, ১৫৯—১৬২র পাতে তা বলিছি। মাংসের ক্কাথের সঙ্গে এক এক বারে ২ ড্রাম করিয়া ব্রাণ্ডি দিবে। ২। ৩ ঘণ্টা অন্তর এই রকম করিয়া মাংসের ক্কাথ আর ব্রাণ্ডি দিবে। দিন কতক এই নিয়মে থাকিলেই রোগী বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিবে। তার পর বেশ খিদে হইলে আর গায়ে বল হইলে, এক বেলা করিয়া

মাছের ঝোল আর ভাত খাইতে পারে। রোগীর যদি শোথ বা উদরী থাকে, তবে যে অস্থদে প্রস্রাব বাড়ে, কার্ব্বণেট্ অব য়্যামোনিয়া মিক্শ্চরের সঙ্গে সেই অস্থদ দিলে খুব উপকার হয়। নাইট্রিক্ ঈথর, টিংচর ডিজিটেলিস্ আর টিংচর সিলি, এই তিনটী অস্থদে প্রস্রাব খুব বাড়ে। প্রস্রাব বেশী হইলেই শোথ (ফুলো) কমিয়া যায়। যে অস্থদ খাইলে প্রস্রাব বাড়ে, তাকে ডায়ুরেটিক্ বলে। ডায়ু-রেটিক্ ইংরিজি কথা। এর ভাল বাঙ্গালা মূত্র-কারক। নাইট্রিক্ ঈথর, ডিজিটেলিস্ আর সিলি, এ তিনটীকেই ডায়ুরেটিক্ অর্থাৎ মূত্রকারক বলে। কার্ব্বণেট্ অব য়্যামোনিয়া মিক্শ্চরের সঙ্গে এই তিনটী অস্থদ যোগ করিয়া দিবে। নাইট্রিক্ ঈথ-রের মাত্রা আধ ড্রাম্ (৩০ মিনিম্)। টিংচর ডিজি-টেলিসের মাত্রা ১০ মিনিম্। টিংচর সিলিরও মাত্রা ১০ মিনিম্। কেবল এই তিনটী অস্থদই যে মূত্রকারক, তা নয়। মূত্রকারক অস্থদ আরও আছে। সে সব এর পর বলিব। রোগীর গা আর হাত পা সর্ব্বদা গরমে রাখিবে। কোন রকমে গায়ে ঠাণ্ডা লাগাইতে দিবে না। রোগীর ঘর দিবা রাত্রি সমান গরম রাখিবে। শীতকালে বাইরে কোন খানে যাইতে হইলে, চাদর কি রুমাল দিয়া নাক মুখ

ঢাকিয়া যাইবে। এতে হিম বাতাসে তত অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

ব্রংকাইটিস্ রোগের কথা এক রকম মোটামুটি বলিলাম। সম্প্রতি দুটী যমক ছেলের ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের চিকিৎসা করিছিলাম। এখানে সেই চিকিৎসার কথা কিছু বলিব।

ছেলে দুটীর বয়স সাত মাসের বেশী নয়। মড়ুঞ্চে পোআতির সন্তান, তাতে আবার যমক। এ ছেলে যে বাঁচিবে, এমন ভরসা কিছুতেই হয় না। ছেলে দুটী ভূমিষ্ঠ হইলে পর, বাড়ীর লোকে, পাড়ার লোকে, গাঁয়ের লোকে সকলেই এই কথা বলিতে লাগিল। তার পর যখন অনেক যত্নে, অনেক তদ্বিরে ছেলে দুটী তিন চারি মাসের হইল, এ বারে ছেলে দুটী বাঁচিল বলিয়া তখন তাদের মনে বিশ্বাস জন্মিল। অন্নপ্রাশন পর্য্যন্ত ছেলে দুটী এক রকম ভালই থাকিল। অন্নপ্রাশনের জাঁক-জমকে ছেলে দুটীর যত্নের অনেক ত্রুটি হইল, অত্যাচারও অনেক হইল। অত্যাচারেই হোক্, আর যাতেই হোক্, দুটী ছেলেরই রক্ত-আমাশা হইল। রক্ত-আমাশাকে ইংরিজিতে ডিসেণ্টরি বলে। শুদ্ধ অত্যাচারেই যে রক্ত-আমাশা হয়, তা নয়। সবিরাম-জ্বর (ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট্ ফীবর) আর

স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর) যেমন ম্যালেরিয়ার ফল, রক্ত-আমাশাও ম্যালেরিয়ার তেমনি একটী ফল। অন্নপ্রাশনের আগে ছেলে দুটী যে জায়গায় ছিল, সেখানে ম্যালেরিয়ার তত বাড়াবাড়ি ছিল না। যে গাঁয়ে তাদের অন্নপ্রাশন হইল, সে গাঁয়ে ম্যালেরিয়া-জ্বরের তখন দিশ্ পাশ্ ছিল না। ছেলে দুটীর অসুখ ক্রমে বাড়িতে লাগিল দেখিয়া, তারা আগে যেখানে ছিল, তাদের মাতামহ তাদের আবার সেখানে লইয়া গেলেন। ঠুকো-ঠাকা অসুদ বিসুদে রক্ত-আমাশা সারিয়া গেল। কিন্তু তার বদলে দুইটীরই একটু একটু কাশি হইল। এ কাশি কিছুই নয়, আপ্‌নিই সারিয়া যাবে, এতে কোনও ভয় নাই, এই রকম ভাবিয়া গৃহস্থ নিশ্চিন্ত থাকিলেন। আগে জ্বর ছিল না, কেবল একটু একটু কাশিত। এক দিন রাত্রে দুটী ছেলেরই গা গরম হইল আর কাশি বাড়িল। তাদের মাতামহ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া, পর দিন সকালে এক জন ডাক্তরকে ডাকিয়া দেখাইলেন। এ শর্দ্দি-কাশি, এতে কোনও ভয় নাই, এর জন্যে চিন্তা করিবারও দরকার নাই, এই বলিয়া ডাক্তর ভরসা দিয়া গেলেন। ডাক্তরে এ রকম ভরসা দিয়া গেলে কি গৃহস্থের মনে আর ভয় থাকে? কখনই না।

কিন্তু ডাক্তরের ভরসায় বা কথায় কি করে? ছেলে দুটীর ব্যামো ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যেমন গায়ের তাত, তেমনি কাশি। এ দেখে গৃহস্থ কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? আমি তাঁদের বাড়ীতে আগে বরাবরি চিকিৎসা করিতাম। শেষে আমাকে তাঁরা ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি গিয়া আগা গোড়া সব শুনিয়া তাঁদের বিস্তর ভর্ৎসনা করিলাম। হেলায় যে রোগ সারিত, তার জন্যে এখন প্রাণ পণ করিয়াও কাজ সিদ্ধি করিতে পারিব কি না, সন্দেহ। ব্যামো দুটীরই এক। তবে ছোটটীর চেয়ে বড়টীর ব্যামো বেশী, তফাত এই। ক্যাপি-লারি ব্রংকাইটিস্ হইলে যে রকম হাঁপ হয়, বুকের মধ্যে যে রকম শব্দ হয়, তাতে বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বড় দরকার হয় না। রোগীর কাছে গেলেই সে সব বেশ জানিতে পারা যায়। তবু প্রথমে এক বার পরীক্ষা করিতেই হয়। বগলে তাপমান-যন্ত্র দিয়া দেখিলাম, পারা ১০৪র দাগ ছাড়াইয়া ছোট দুটী দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। তার পর ছেলের পিঠে কান দিয়া শুনিলাম। ছেলেরা প্রায়ই পিঠে বা বুকে ষ্টিথস্কোপ (বুক পরীক্ষা করার যন্ত্র) বসাইতে দেয় না—গায়ে লাগে বলিয়া অস্থির হয়। এই জন্যে, তাদের বুকে বা পিঠে কান দিয়া শুনাই

ভাল। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ হইলে বুকের মধ্যে যে রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, এখানেও ঠিক্ সেই রকম শব্দ শুনিতে পাইলাম। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের কথা ২৫৩—২৬২র পাতে বলিছি। এখানে যে সব অসুদ ব্যবস্থা করিছিলাম, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

(১)	কার্ব্বনেট্ অব য়্যামোনিয়া	...	...	২ গ্রেন্
	বাইনম ইপেকা	.. ...	...	২৪ মিনিম্
	টিংচর সিলি	... ...	...	৪ মিনিম্
	টিংচর সিংকোনি কো	...	...	১০ মিনিম্
	টিংচর কার্ডেমম কো	...	...	১০ মিনিম্
	সিরপ্ ঞ্জিঞ্জর	... ...	...	২০ মিনিম্
	ইনফিয়ুশন্ সেনিগা	...	...	১ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ দু ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। ৬।৭ মাসের ছেলেকে যে মাত্রা দেওয়া যায়, এখানেও সেই মাত্রা লিখিয়া দিলাম। একবার খাইবার মত অসুদকে অসুদের মাত্রা বলে। অসুদের পূর মাত্রা জানা থাকিলে, বয়স বুঝে অসুদের মাত্রা ঠিক্ করা শক্ত নয়। ২০ বছর বয়সের রোগীকে অসুদ পূর মাত্রায় দেওয়া যায়। ২০ বছরের উপর ৬০ বছর পর্য্যন্ত সেই এক মাত্রা।

তবেই মোটামুটি ধর, বিশ বছরে পূর মাত্রা। দশ বছরে অর্দ্ধেক মাত্রা। পাঁচ বছরে সিকি মাত্রা। এক বছরে বিশ ভাগের এক ভাগ। ৬ মাসের ছেলেকে তার অর্দ্ধেক। ৬ মাসের ছেলেকে যে মাত্রা দিবে, এক মাসের ছেলেকে তার ৬ ভাগের এক ভাগ দিবে। দৃষ্টান্ত দিয়া আর একবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিই। মনে কর নাইট্রিক্ ঈথরের পূর মাত্রা ৩০ মিনিম্ (আধ ড্রাম)। জোআন রোগীকে (যার বয়স ২০ বছরের কম নয়) এই পূর মাত্রা দিবে। ১৫।১৬ বছরের ছেলেকে ২০ মিনিম্ দিবে। ১০ বছরের ছেলেকে ১৫ মিনিম্ দিবে। ৫ বছরের ছেলেকে ৭॥ মিনিম্ দিবে। ১ বছরের ছেলেকে ১॥ মিনিম্ দিবে। ৬ মাসের ছেলেকে পৌনে এক মিনিম্ দিবে। যদি বল পৌনে এক মিনিম্ কেমন করিয়া ঠিক্ করিবে? তা ঠিক্ করা শক্ত নয়। ১২ মাত্রা অসুদে ৯ মিনিম্ দিলেই এক এক মাত্রায় পৌনে এক মিনিম্ করিয়া থাকিবে। সব জায়গায় এই রকম হিসাব করিয়া অসুদ দিবে। তা হইলে রোগীর যেমন বয়স, অসুদের মাত্রাও ঠিক্ তেমনি হবে। অসুদের পূর মাত্রা যদি তোমার জানা থাকে, কত বয়সে পূর মাত্রা দিতে হয় জান, আর বয়স বুঝিয়া কেমন

করিয়া মাত্রার ইতর বিশেষ করিতে হয় মনে রাখ, তবে তোমার কাছে অসুদের মাত্রার কোনও গোল হইতে পারে না। এর আর একটা মোটা সংকেত বলিয়া দিই। রোগীর বয়স যা হবে, ২০ দিয়া তাকে ভাগ দিবে। বয়স বিশ বছর বা বিশ বছরের বেশী হইলে তাকে ২০ দিয়া ভাগ দিবার দরকার নাই। কেন না, বিশ বছরেরও যে মাত্রা, বিশ বছরের উপরেও সেই মাত্রা (পূর মাত্রা)। ভাগ দিয়া যে অঙ্ক পাবে, সেই অঙ্ক দিয়া পূর মাত্রাকে গুণ করিবে। গুণ করিয়া যে অঙ্ক পাবে, সেই অঙ্ক তোমার অসুদের মাত্রা জানিবে। মনে কর রোগীর বয়স ১৫ বছর। আর তাকে যে অসুদ দিবে, সে অসুদের পূর মাত্রা ৩০ মিনিম্ বা ৩০ গ্রেন্। এখন এই ১৫কে ২০ দিয়া ভাগ দেও। ভাগ দিলে $\frac{৩}{৪}$ অঙ্ক পাবে। এই অঙ্ককে ৪ ভাগের ৩ ভাগ বা পৌনে এক বলে। এই $\frac{৩}{৪}$ দিয়া ৩০কে গুণ কর। গুণ করিলে ২২॥০ পাবে। এই ২২॥০ মিনিম্ বা ২২॥০ গ্রেন্ ১৫ বছরের ছেলের অসুদের মাত্রা জানিবে। অসুদের মাত্রা ঠিক্ করিবার হিসাব এক রকম মোটামূটি বলিলাম।

২৬০র পাতে বলিছি যে, বাইনম্ ইপেকা খাওয়াইয়া বমি করানই, ব্রংকাইটিস্ রোগ থেকে ছেলেদের বাঁচাইবার এক মাত্র উপায়। এখানেও

সে কথাটা মনে রাখা চাই। বাইনম্ ইপেকা খাওয়াইয়া বমি করাইলে কি উপকার হয়, ২৬০র পাতে তাও বেশ করিয়া বলিছি। বাইনম্ ইপেকা কখন্ খাওয়াইতে হয় ২৫৯র পাতে বলিছি।

(২)	ম্যামোনিয়া লিনিমেন্ট (বল্‌টাইল লিনিমেন্ট)	২ ড্রাম
	অলিব্ অইল্	৬ ড্রাম
	ক্যাজুপট অইল	১ ড্রাম
	তার্পিন	১ ড্রাম

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে "বিষ" বলিয়া লিখিয়া দেও। পিঠে আর পাঁজরে রোজ ৩। ৪ বার করিয়া মালিশ করিবে। মালিশ যত বেশী করিতে পার, ততই ভাল।

(৩) প্রতি বার মালিশ করার পর, পিঠে আর পাঁজরে সেঁয়ে সেঁয়ে তার্পিনের সেক দিবে। কতক ক্ষণ ধরিয়া সেক দিবে, আর কি রকম করিয়া সেক দিবে, ২১৩—২১৪র পাতে তা বলিছি।

(৪)	কুইনাইন	২৪ গ্রেন্

এতে ১২ মোড়া অসুদ তয়ের কর।

রোজ তিন মোড়া করিয়া অসুদ খাওয়াইবে।

তাপমান-যন্ত্র দিয়া গায়ের তাত পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। গায়ের তাত যে একটু কমিবে—তা এক চুল কমিলেও—এক মোড়া কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিবে। তার পর গায়ের তাত বাড়িবার আগে আর দু মোড়া অসুদ দিবে। এই নিয়মে অসুদ খাওয়াইবে, আর চূণের জল দিয়া দুধ (৪ ভাগ দুধ আর ১ ভাগ চূণের জল) আর মাংসের কাথ দিবে। হাইপোফস্ফাইট্ অব্ লাইমের সিরপ্ আর একটু জল দিয়া গুলিয়া খাওয়াইলে ছেলেরা কুইনাইন্ বেশ খায়। এতে দুটী উপকার। এক, কুইনাইন্ সহজেই খাওয়ান যায়। আর, হাইপোফস্ফাইট অব্ লাইম্ কাশির একটী ভাল অসুদ। এই জন্যে, ছেলেদের জ্বর-কাশিতে (জ্বরের সঙ্গে কাশি থাকিলে) হাইপোফস্ফাইট অব্ লাইমের সিরপের সঙ্গে কুইনাইন্ অমনি করিয়া দিতে কখনও ভুলিবে না। ছেলে দুটীর অসুদের আর পথ্যের এই রকম ব্যবস্থা করিলাম। এই ব্যবস্থাতেই ছেলে দুটীর ব্যামো সারিয়া গেল।

ব্রংকাইটিসের কথা শেষ করিয়া এ দুটী ছেলের ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের চিকিৎসার কথা এখানে কেন বলিলাম, তা এখনও বলি নাই। পাড়াগাঁয়ের ডাক্তরেরা যাঁদের কাছে চিকিৎসা শিখিবেন,

যাঁদের দেখে শিখিবেন, যাঁদের কাছে শুনে শিখিবেন; আমাদের এই ম্যালেরিয়ার দেশে যে অস্যুদ সময়ে দিলে খুব শক্ত রোগ থেকেও রোগীকে বাঁচান যায়, সে অস্যুদে তাঁরা বাঘ জ্ঞান করেন। তাঁরা যে অস্যুদকে বাঘ জ্ঞান করিয়া ডরান্, তাঁদের শিষ্যরা (পাড়াগাঁয়ের ডাক্তরেরা) ভয়ে সে অস্যুদের নামও করেন না। এই পরিচয়টী দিবার জন্যে এদুটী ছেলের চিকিৎসার কথা এখানে বলিলাম।—যে দিন ছেলে দুটীর অস্যুদ আর পথ্যের ব্যবস্থা করিলাম, সেই দিন সন্ধ্যার সময় আর দু জন ডাক্তর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এঁরা দু জনেই খুব প্রাচীন ডাক্তর। কেউ ২৫ বছর, কেউ বা ৩০ বছর চিকিৎসা করিতেছেন। তাঁরা দু জনেই ছেলে দুটীকে দেখিয়া আসিলেন। দেখিয়া আসিয়া, ছেলে দুটীকে কি কি অস্যুদ দিইছি, জিজ্ঞাসা করিলেন। এক এক করিয়া অস্যুদ গুলির নাম শুনিয়া বলিলেন, এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর হইতে পারে না। কিন্তু যখন শুনিলেন যে, গায়ের তাত একটু কমিলেও কুইনাইন্ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তখন তাঁরা এক বারে অবাক্ হইলেন। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্!!! এ ত আমরা কখনও শুনি নাই। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্

দিলে কি উপকার হবে? কুইনাইনে অপকার বৈ উপকার হবে না। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসে কুই-নাইন্ ব্যবস্থা করিয়াছি শুনিয়া তাঁরা যেমন অবাক্ হইলেন, তাঁদের মুখে এ রকম কথা শুনিয়া আমি তার চেয়ে বেশী অবাক্ হইলাম। যাঁরা ২৫ বছর চিকিৎসা করিতেছেন, ভাল চিকিৎসক বলিয়া যাঁদের সকলেই ভক্তি করে, তাঁরা বলিলেন ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসে কখনও কুইনাইন্ দিই নাই, দিতে শুনিও নাই। কুইনাইন্ দিলে উপকার না হইয়া অপকারই হইবার কথা। এতে অবাক্ হইব না ত আর কিসে অবাক্ হইব? আমার উপর গৃহস্থের বরাবরি ভারি বিশ্বাস। এই জন্যে, চিকিৎসায় যে আমি একটা ভারি ভুল করিছি, তাঁরা তা ভাবিলেন না। তবে এত বড়, এত বড় দু জন ডাক্তর যখন বলিতেছেন এ রোগে কুইনাইন্ ব্যবস্থা নয়, তখন আমি তা কেমন করিয়া ব্যবস্থা করিলাম? এই ভাবিয়া তাঁরা যেন একটু কুণ্ঠিত হইলেন। ডাক্তর মহাশয়দের ও রকম কথার আর আমি কি উত্তর দিব? তখন চুপ করিয়া থাকিলাম। তাঁরা চলিয়া গেলে ছেলে দুটীর মাতামহ—তিনি আমাদের দেশের মধ্যে এক জন অতি সুবুদ্ধি লোক—আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি

যেমন ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই মত কুইনাইন্ দেওয়া যাবে কি না?" যখন এমন দু জন বড় বড় ডাক্তর কুইনাইন্ দিতে নিষেধ করিয়া গেলেন, তখন আজ্ কাল্ দু দিন কুইনাইন্ না দিয়া দেখুন, কুইনাইন্ দেওয়া দরকার কি না? কুইনাইন্ দিলে উপকার হয় কি অপকার হয়, আজ্ই সব বুঝিতে পারিবেন। আমার এই কথায় তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। সন্ধ্যার আগেই, কোন দিন বৈকালেই জ্বরের প্রকোপ হয়। সেই জ্বর সমস্ত রাত্রি ভোগ করে। কাজেই রাত্রে ছেলে দুটী (বিশেষ বড়টী) যেমন কাশে তেমনি হাঁপায়। পিপাসায় ডা ডা করিতে থাকে, আর তেমনি অস্থির হয়। সে রাত্রি জোর রকমে ঐ রকম করিয়া কাটিল। ভোর বেলা উরি মধ্যে একটু স্থির হইল। কাশিও কিছু কমিল, হাঁপও একটু কমিল। পিপাসায়ও তত ডা ডা করিতে লাগিল না। তাপমান-যন্ত্র (থর্ম্মমিটর) বগলে দিয়া দেখিলাম, পারা ১০৪র দাগে উঠিল। রাত্রে গায়ের তাত ১০৫ ছিল। সকাল বেলা ছেলে দুটী অনেক সুস্থ থাকিল। অনেক সুস্থ বলিতেছি—রাত্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া। বেলা ১০টার সময় গায়ের তাত পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, পারা ১০৩র দাগ ছাড়াইয়া ছোট একটী দাগ পর্য্যন্ত

উঠিল। বেলা দুটো পর্য্যন্ত ছেলে দুটী উরি মধ্যে একটু সুস্থ থাকিল। তার পর থেকে কাশিও একটু বাড়িল, হাঁপও একটু বাড়িল। গা'র তাতও একটু একটু করিয়া বাড়িতে লাগিল। সন্ধ্যার পর ব্যামোর ভারি বাড়াবাড়ি হইল। গায়ের যেমন তাত, তেমনি কাশি, তেমনি হাঁপ, আর তেমনি পিপাসা। কাল্ রাত্রি ত এক রকম কাটিয়া গিয়াছে। আজ্ রাত্রি কাটে এমন বোধ হয় না। সকাল বেলা একটু ভাল ছিল। তখন কুইনাইন্ দিলে বোধ করি ব্যামোটা এত বাড়িয়া উঠিতে পারিত না। আজ্ রাত্রে ছেলে দুটী যাতে রক্ষা পায়, আপনাকে তা করিতেই হবে। এই বলিয়া গৃহস্থ অনেক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁদের অনেক করিয়া বুঝাইলাম আর বেশী করিয়া মালিশ করিতে বলিলাম। মালিশ করিতে করিতে হাঁপও কমিবে, কাশিও কমিবে। গায়ের ভারি তাত। এই জন্যে, কার্ব্বণেট্ অব্ য়্যামোনিয়া মিক্শ্চরের সঙ্গে টিংচর য়্যাকোনাইট্ খাইতে দিলাম। ১২৩র পাতে বলিছি, য়্যাকোনাইট্ (কাঠ-বিষ) খাওয়াইলে গায়ের তাত কমে। ৪।৫ ঔন্স জলে এক ফোটা টিংচর য়্যাকোনাইট্ দিয়া, ছোট ঝিনুকের এক ঝিনুক (এক ড্রাম) করিয়া সেই জল এক বছরের ছেলেকে

ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াইতে হয়। ছেলে দুটীর বয়স ৬। ৭ মাসের বেশী নয়। এই জন্যে, য়্যাকোনাইট্ মিক্শ্চর্ আধ ঝিনুক করিয়া খাওয়াইতে বলিলাম। রাত্রে আর বিশেষ কোন উপসর্গ হইল না। কোন রকমে রাত্রি কাটিল। সকাল বেলা গায়ের তাত, হাঁপ আর কাশি একটু কমিল বটে, কিন্তু আগের দিন যেমন কমিছিল, তেমন নয়। তাপমানযন্ত্র বগলে দিয়া দেখিলাম, পারা ১০৪র দাগ ছাড়াইয়া ছোট্ট দুটী দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। রাত্রে গায়ের তাত ১০৫রও উপর ছিল। আজ্ কুইনাইন্ না দিলে আর রক্ষা নাই। রাত্রেই বড় ছেলেটী মারা পড়িবে। কুইনাইন্ দেওয়া দরকার কি না, আমি আর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই না। জ্বর যখন কম থাকে, কাশি আর হাঁপও একটু কমে; ছেলে-দুটীও উরি মধ্যে একটু সুস্থ থাকে। আবার জ্বর যেমন বাড়ে, কাশি আর হাঁপও তেমনি বাড়ে; ছেলেদুটীও তেমনি অস্থির হয়। যত রকম উপসর্গ আছে, তখন সব আসিয়া উপস্থিত হয়। এতে জ্বর খাটো করিতে পারিলেই ত ছেলে দুটীর জীবন রক্ষা হইতে পারে। আমরা সামান্য বুদ্ধিতেই এ বেশ বুঝিতে পারিতেছি। তবে অত বড় দু জন প্রাচীন ডাক্তর, এ রোগে কুইনাইন্ দেওয়া নিষেধ, কেমন

করিয়া বলিয়া গেলেন ? তাঁরা বুঝি কখনও রোগীর কাছে বসিয়া রোগীর অবস্থা কখন্ কি রকম হয় বেশ ঠাউরে দেখেন নাই। দেখিলে এ কথা কখনও বলিতেন না। যা হোক্, সে কথায় আর কাজ নাই। আপনি আগে যেমন ব্যবস্থা করিছিলেন, আমরা এখন সেই নিয়মেই কুইনাইন্ খাওয়াই। গায়ের তাত যে একটু কমিবে, সেই এক বার দিব। আর গায়ের তাত বাড়িবার আগে আর দু বার দিব। ছেলে দুটীর মাতামহের এই কথায় আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। অত বড় দু জন ডাক্তর ২৫ বছর চিকিৎসা করিয়া ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসে কুইইন্না দিতে নাই—কুইনাইন্ দিলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হয়—স্থির করিয়া রাখিয়াছেন! আর ইনি এক দিন এক রাত ছেলে দুটার অবস্থা বেশ করিয়া ঠাউরে দেখিয়া ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসেও যে কুইনাইন্ দেওয়া ভারি দরকার, তা বেশ বুঝিতে পারিলেন! এর চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ? তার পর বলি। সকাল বেলা (৭টার সময়) গায়ের তাত একটু কমিতেই এক মোড়া কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিলাম। বেলা দশটার সময় আর এক মোড়া দিলাম। তার পর বেলা একটার সময় আবার এক মোড়া দিলাম। এখন

এক বার গায়ের তাত পরীক্ষা করিলাম। পারা ১০২র দাগে উঠিল। গায়ের তাত এত কম আর কোনও দিন হয় নাই। গায়ের তাত যতক্ষণ কম থাকিবে, দু ঘণ্টা অন্তর আধ মোড়া করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইতে বলিলাম। অন্য দিন বেলা সাড়ে তিনটা চারিটার মধ্যেই জ্বর আসে। আজ্ এখনও পর্য্যন্ত জ্বর আসে নাই। রাত্রি প্রায় আটটা বাজে। মেয়েরা বড়ই খুসী। কুইনাইনের উপর তাদের আজ্ ভারি ভক্তি হইয়াছে। এমন জ্বরের উপর কুই-নাইন্ দিলে যে উপকার হয়, তা আমরা জানিতাম না। আমাদের ডাক্তরেরাই জানেন্ না, তা আমরা কেমন করিয়া জানিব? ছেলের মাতামহের মুখে এই কথা শুনিয়া আমি ভারি সুখী হইলাম। তাঁকে বলিলাম কুইনাইনের আর একটী বিশেষ গুণের পরিচয় এখনও পান নাই। এই যে ছেলে দুটীকে রোজই সকালে বাইনম্ ইপেকা খাওয়াইয়া বমি করান্। বমি করিলেই খানিক শ্লেষ্মা উঠিয়া যায়। শ্লেষ্মা উঠিয়া গেলেই বুকের মধ্যে ঘড়ঘড়ানি, তখনই কমে। খানিক পরে আবার যে ঘড়ঘড়ানি সেই ঘড়ঘড়ানি আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্লেষ্মা উঠিয়া গেলে আবার শ্লেষ্মা জন্মে। শ্লেষ্মা কোথা থেকে জন্মে? ফুল্‌ফোর নলিগুলির মধ্যে শ্লেষ্মা জন্মে।

যত বার বমি করাইয়া শ্লেষ্মা উঠাইয়া ফেলিবেন, শ্লেষ্মা তত বার জন্মিবে। কাজেই, শ্লেষ্মা জন্মাতে না পারে, এমন উপায় না করিতে পারিলে তাদের নিস্তার নাই। কত বমি করিবে? কত শ্লেষ্মা তুলিবে? এতে তারা কত দিন সবল থাকিতে পারে? এ রকম ব্যবস্থায় শিশু শীঘ্রই কাবু হইয়া পড়ে। তবে জ্বর কমিয়া গেলে, ভাল রকম পথ্য পাইলে একটু বলাধান হয়। বলাধান হইলে শ্লেষ্মা আর তেমন জন্মে না—ক্রমে কম হয়। অনেক দিন নৈলে আর এ ঘটে না। আর এ রকম ব্যবস্থার এস্‌পার, নয় ওস্‌পার হয়। ওস্‌পারই বেশী হয়। না হইবে কেন? জ্বরের উপর জ্বর, কাশি, হাঁপ—এর উপর আবার রোজ বমি! ছোট ছেলে (জোআনেরাই বা নয় কেন) এ রকম প্রহার ক দিন সৈতে পারে? কুইনাইন্ এই জ্বর খাটো করিয়া, আর তেমন শ্লেষ্মা জন্মিতে না দিয়া, যথার্থই শিশুর জীবন রক্ষা করে। কুইনাইন্ যে কেবল জ্বরই খাটো করে তা নয়, শ্লেষ্মার সৃষ্টিও নিবারণ করে। আমার মুখে কুইনাইনের এই সব গুণ শুনিয়া তিনি বলিলেন, তবে কুইনাইনের চেয়ে ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের ভাল অষুদ আর নাই। এমন অষুদ থাকিতে আবার ভাবনা? আজ ছেলে

দুটী যেমন আছে দেখিতেছি, এতে বোধ হয় ৫। ৭ দিনের মধ্যেই আরাম হইতে পারিবে।

কুইনাইন্‌ যে জ্বর থাটো করে আর শ্লেষ্মা জন্মিতে দেয় না, অর্থাৎ শ্লেষ্মার সৃষ্টি নিবারণ করে, ব্রংকাইটিস্‌ রোগের চিকিৎসায় তা কথনও ভুলিও না। ভুলিলে তোমারও অপযশ, রোগীরও সর্ব্ব-নাশ। পুরাণ ব্রংকাইটিস্‌ রোগে বুড়োরা অত্ত পয়ের ভুলে ভুলেই ত কাবু হইয়া পড়ে। এই রকম করিয়া যারা এক বারে অস্থি-চর্ম্ম-সার হইয়া পড়ে লোকে তাদেরই যক্ষ্মা রোগী বলে। এমন যে যক্ষ্মা-রোগ, এও কুইনাইন্‌ খাওয়াইলে নিবারণ হয়। যে ডাক্তর সময়ে কুইনাইন্‌, হাইপোফস্ফাইট্‌ অব্‌ লাইম্‌, আর ভাল আহার (পথ্য) ব্যবস্থা করেন, তার রোগীর কথনও যক্ষ্মা কাশ হইতে পারে না।

হাইপোফস্ফাইট্‌ অব্‌ লাইম কাশ-রোগের যেমন অস্থদ, কড্‌লিবর্‌ অইলও তেমনি অস্থদ। যে রকম কাশ-রোগই কেন হোক্‌ না, পুরাণ হইলেই তাতে কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ ব্যবস্থা করা যায়। কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ দু দিন পাঁচ দিন খাইলে উপকার হয় না। নিয়ম করিয়া অনেক দিন খাইতে হয়; তবে উপকার হয়। কড্‌লিবর্‌ অইল খাইলে খিদে বাড়ে আর শরীর পুষ্টি হয়। তবেই, যে সব রোগে শরীর পাত

পাইয়া যায়, রোগী অস্থি-চর্ম্ম-সার হয়, সেই সব রোগেই কড্‌লিবর্‌ খাইলে উপকার হয়। আর সেই সব রোগেই কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ ব্যবস্থা করা উচিত। এই এই রোগে কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ দিবে, এমন কোনও নিয়ম ধরা নাই। যে রোগে শরীর ক্ষয় পাইয়া যায়, সেই রোগেই কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ ব্যবস্থা করিবে। কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ খাইলে শরীর পুষ্টি হয়, মেয়েরাও জানে। এই জন্যে, ছেলে পিলে রোগা হইলে তারা ডাক্তরকে আর জিজ্ঞাসা করে না। আপনারাই কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ ব্যবস্থা করে। কড্‌-লিবর্‌ অইল্‌ জিনিশটা কি ? কড্‌ নামে এক রকম মাছ আছে। সে মাছ সমুদ্রে থাকে। সেই মাছের লিবর্‌ অর্থাৎ মেটে থেকে এক রকম তেল তয়ের হয়। সেই তেলকে ইংরিজিতে কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ বলে। কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ সকলের সয় না। ৫ ফোটা খাইলেও কারো কারো পেটের অসুখ করে। আবার এক বারে এক কাচ্চা খাইয়াও অনেকে বেশ পরি-পাক করে। এই জন্যে, প্রথমেই এক বারে অনেক খানি না খাইয়া, ক্রমে ক্রমে সৈয়ে সৈয়ে খাওয়া ভাল। কেন না, পরিপাক করিতে না পারিলে, গুণ না হইয়া অগুণই বেশী হয়। যাদের পেটের-ব্যামো আছে, কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ তাদের প্রায়ই সয়

না। আবার কারো কারো পেটের-ব্যামো কড্‌লিবর্ অইল্ খাইয়াই সারিয়া যায়। যাই হোক্, কড্‌লিবর্ অইল্ প্রথমে অল্প করিয়া খাইতে অভ্যাস করাই ভাল। ছেলেদের প্রথম প্রথম ২। ১ ফোটা করিয়া দিবে। তার পর ২। ১ ফোটা করিয়া ক্রমে বাড়াইয়া দিবে। জোআন রোগীরা ১০ ফোটা থেকে আরম্ভ করিয়া এ বেলা এক কাঁচ্চা, ও বেলা এক কাঁচ্চা খাইতে পারে। বিশ্রী আঁশ্‌টে গন্ধ বলিয়া রোগীরা সহজে কড্‌লিবর্ অইল্ খাইতে চায় না। খুব গরম দুধের সঙ্গে মিশাইয়া খাইলে, বড় একটা আঁশ্‌টে গন্ধ জানিতে পারা যায় না। কড্‌লিবর্ অইল্ খাইবার আগে একটু দারুচিনি চিবাইলে ওর গন্ধ জানা যায় না। আহারের ঠিক্ পরেই কড্‌লিবর্ অইল্ খাওয়া ভাল। তা হইলে আহারের সঙ্গেই ও পরিপাক হইয়া যায়। পেটের কোন অসুখ করিতে পারে না। কেউ কেউ, রাত্রে শুইবার ঠিক্ আগে ভিন্ন অন্য সময় কড্‌লিবর্ অইল্ খাইয়া সহ্য করিতে পারে না।

নির্ভাজ খাটি নারিকেল-তেল আমাদের দেশি কড্‌লিবর্ অইল্। নারিকেল-তেলের গুণ আমি অনেক বার পরীক্ষা করিয়া দেখিছি। এ কথা এর পরে বলিব।

ব্রংকাইটিসের কথা সারা হইল। এখন নিয়ুমোনিয়ার কথা বলি।

২। **নিয়ুমোনিয়া**—নিয়ুমোনিয়া ভারি শক্ত রোগ। ফুল্‌কোর নলি গুলির প্রদাহকে যেমন ব্রংকাইটিস্ বলে, ফুল্‌কোর নিজের প্রদাহকে তেমনি নিয়ুমোনিয়া বা নিয়ুমোনাইটিস্ বলে। ডাক্তরেরা নিয়ুমোনিয়া নামই ভাল বাসেন; নিয়ুমোনাইটিস্ প্রায় বলেন না। এর আর একটী নাম আছে। সে নামটী পল্‌মোনাইটিস্। নিয়ুমোনিয়া, নিয়ুমোনাইটিস্, আর পল্‌মোনাইটিস্, এ রোগের এই তিনটী নাম। এর মধ্যে নিয়ুমোনিয়া নামটাই চলিত। ব্রংকাইটিস্‌কে ভাল বাঙ্গালায় যেমন বায়ুনলিভুজপ্রদাহ বলে, নিয়ুমোনিয়াকে তেমনি ফুস্ফুসপ্রদাহ বলা যায়। ফুল্‌কোর ভাল কথা ফুস্ফুস। প্রদাহ বলিলে কি বুঝায় ২৪৮র পাতে তা বলিছি। বায়ুনলিভুজপ্রদাহের চেয়ে ব্রংকাইটিস্ বলা সোজা। তেমনি ফুস্ফুসপ্রদাহের চেয়ে নিয়ুমোনিয়া বলা সোজা।

ব্রংকাইটিস্ যেমন তিন রকম (১) নূতন ব্রংকাইটিস্, (২) পুরাণ ব্রংকাইটিস্, আর (৩) প্লাষ্টিক্ ব্রংকাইটিস্; নিয়ুমোনিয়াও তেমনি তিন রকম—(১) নূতন নিয়ুমোনিয়া, (২) পুরাণ নিয়ুমোনিয়া, আর

(৩) ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া। এই তিন রকম নিয়ুমো-নিয়ার কথা এখন এক এক করিয়া বলিব।

(১) নূতন নিয়ুমোনিয়া——কারণ। সাধারণের বিশ্বাস, হিম বাত ভোগ করিলে নিয়ুমোনিয়া হয়। ফল কিন্তু তা নয়। শরীর সুস্থ আর খুব সবল থাকিতে হিম বাত ভোগে নিয়ুমোনিয়া হয় না। তবে যারা দুর্ব্বল আর রোগা, তাদের পক্ষে হিম বাত ভোগ বা বৃষ্টিতে ভেজা সোজা নয়। ও রকম অত্যাচার তাদের কখনও সয় না। নিশ্চয় নিয়ুমো-নিয়া হয়। ছোট ছেলেদের, আর ৬০ বছরের উপর যাদের বয়স হইয়াছে তাদের নিয়ুমোনিয়া যত হয়, জোআন বয়সে তত হয় না। এ ছাড়া, ছোট ছেলে আর বুড়োদের নিয়ুমোনিয়ায় ভয় বেশী। ছোট ছেলে আর বুড়োরাই এ রোগে বেশী মরে। মেয়ে-দের চেয়ে পুরুষদের এ রোগ বেশী হয়। পুরুষদের বাইরেই বেশী যাতায়াত বা কাজকর্ম্ম করিতে হয়; সেই জন্যে তাদের হিম বাত ভোগও বেশী করিতে হয়, আর সেই জন্যেই তাদের এ রোগ বেশী হয়। কখন কখন বসন্ত আর ওলাউঠার মত নিয়ুমোনি-য়ারও মরক হয়। মরককে ইংরিজিতে এপিডেমিক্ বলে। ১০। ২০ খান গাঁ লইয়া যদি কোন একটা রোগের বাড়াবাড়ি দেখা যায়, তবে সেই রকম

বাড়াবাড়িকে সেই রোগের মরক বা এপিডেমিক্ বলে—যেমন ম্যালেরিয়া-জ্বর বসন্ত আর ওলাউঠার মরক। খুব গরম কিম্বা খুব ঠাণ্ডা বাতাস ফুল্‌কোর মধ্যে গেলেও নিয়ুমোনিয়া হইতে পারে। হাম-জ্বর, শুদ্ধ জ্বর, বসন্ত (এলো বসন্ত), নূতন (তরুণ) বাত—নিয়ুমোনিয়া এই সব রোগের ও আর আর অনেক তরুণ রোগের প্রায়ই উপসর্গ হইয়া থাকে। কোন কারণে রক্তের দোষ ঘটিলেও নিয়ুমোনিয়া হইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের রোগ অর্থাৎ হার্ট ডিজীজ্ হইলে (হৃৎপিণ্ড কাকে বলে ১০৯র পাতে তা বলিছি) নিয়ুমোনিয়া হইতে পারে। ক্ষয়কাশ (থাইসিস্) হইলে নিয়ুমোনিয়া হইতে পারে। আর ফুল্‌কোর কোন কোন পুরাণ রোগেও নিয়ুমোনিয়া হইতে পারে। সব রোগের, বিশেষ জ্বরের সন্নিপাত অবস্থায় নিয়ুমোনিয়া হয়। যার এক বার নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে, তার ধাত (ধাতু) এমন খারাপ হইয়া যায় যে, সামান্য অত্যাচারেও তার আবার নিয়ুমোনিয়া হয়। ফুল্‌কোয় কোন রকম ঘা ঘো লাগিলে, বুকে, পিঠে, বা পাঁজরে খুব জোরে গুঁতো লাগিলে, কিম্বা খাইবার সময় বায়ুনলির ভিতর দৈবাৎ খাবার জিনিশ গেলে নিয়ুমোনিয়া হইতে পারে। বায়ুনলির ভিতর অন্য কোন জিনিশ

গেলেও নিয়ুমোনিয়া হইতে পারে। এই সব নলি দিয়া ফুল্‌কোর মধ্যে বাতাস যায় বলিয়া এদের বায়ুনলি বলে। বাতাসের ভাল কথা বায়ু।

লক্ষণ—নিয়ুমোনিয়া হইবার আগে কখন কখন মাথা ধরা আর খিদে কম ছাড়া বিশেষ কোন অসুখ হয় না। কিন্তু সচরাচর এ রোগ হইবার আগে, কোন খানে কিছু নাই, হঠাৎ ভারি কম্প হয়। এই কম্পই এ রোগের পূর্ব্ব-লক্ষণ। কেন না, কম্পজ্বর (সবিরাম-জ্বর অর্থাৎ ইণ্টার্ম্মিটেণ্ট ফীবর্‌), আর পায়ীমিয়া ছাড়া আর কোনও রোগে এ রকম স্পষ্ট কম্প প্রায় দেখা যায় না। পায়ীমিয়া এক রকম ভয়ানক রোগ। খারাপ ঘায়ের রস রক্তের সঙ্গে মিশিলে এই রোগ হয়। এ সব কথা পরে বলিব। ছোট ছেলেদের কম্প না হইয়া তার বদলে তড়কা হইতে পারে। অন্য অন্য রোগেও ছেলেদের ঠিক্‌ এই রকম ঘটে, অর্থাৎ কম্প না হইয়া তার বদলে তড়কা হয়। ছেলেদের কম্প-জ্বরের কথা বলিবার সময় এ কথা বলিছি। নিয়ুমোনিয়া হইবার আগে যে কম্প হয়, সে কম্প কেবল সেই এক বারই হয়, আর হয় না। কিন্তু আর যে সব রোগে কম্প হইয়া থাকে, সে কম্প অনেক বার হয়। এই জন্যে, এক বার ভারি রকম কম্প হইয়া বন্ধ হইলেই, ঠিক্‌

করিবে যে, এ কম্প আর কোনও রোগের নয়, নিয়ুমোনিয়ার। নিয়ুমোনিয়ার এ একটা বেশ চিহ্ন। ছেলেদের ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের পর যে নিয়ুমোনিয়া হইয়া থাকে, সে নিয়ুমোনিয়াতে এ রকম কম্প প্রায়ই হয় না। নিয়ুমোনিয়াতে গায়ের তাত খুব শীঘ্র বাড়ে। এ দিকে কম্প হইতেছে, ও দিকে গায়ের তাত বাড়িতেছে। বগলে তাপমানযন্ত্র (থর্ম্মমিটর) দিলে পারা ১০৩র দাগে বা তারও উপরে উঠে। কখন কখন ১০৫র দাগও ছাড়াইয়া উঠে। সচরাচর ১০৪র দাগ ছাড়াইয়া উঠে না। যত দিন ব্যামো থাকে, গায়ের এই রকম তাত বরাবরি সমান থাকে। কেবল সকাল বেলা আর সন্ধ্যা বেলা উহার মধ্যে একটু ইতর বিশেষ হয়। নিয়ুমোনিয়া ছাড়া আর কোনও রোগে গায়ের তাত এ রকম দেখা যায় না। এই জন্যে, এটীও নিয়ুমোনিয়ার একটী বেশ চিহ্ন। রোগের শেষ দশায় গায়ের এই তাত কখন কখন সহজ গায়ের চেয়েও কম হইয়া যায়। নিয়ুমোনিয়া ছাড়া আর কোনও রোগে সকাল বেলা গায়ের তাত বেশী থাকে না। নিয়ুমোনিয়া-রোগীর গায়ের তাত সকাল বেলাও কমে না—এ এক রকম জানাই আছে। ঐ রোগে বেশী ঘাম হয় না। রোগের প্রায় সূত্র-

গাতেই পাঁজরে ব্যথা হয়। পাঁজরের ব্যথাকে আমাদের বৈদ্যেরা পার্শ্ববেদনা বলেন। কাশিলে এই ব্যথা বেশ জানিতে পারা যায়। কোন কোন রোগীর এ রকম পার্শ্ববেদনা হয় না। সামান্য একটু প্লুরিসির জন্যেই এ রকম পার্শ্ববেদনা হয়। যে জায়গায় প্লুরিসি হয়, সচরাচর ঠিক্ সেই জায়-গাতেই রোগী ঐ রকম ব্যথা টের পায়। বুকের মধ্যের খোল আর ফুল্‌কো যে একটী সরু পর্দ্দা দিয়া ঢাকা, সেই পর্দ্দার প্রদাহকে প্লুরিসি বলে। এর পরই প্লুরিসির কথা বলিব। কম্প হওয়ার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এ রোগের আর আর সব লক্ষণ প্রকাশ পায়। মুখ রাঙা হয়, প্রায়ই একটী গাল বেশী রাঙা হয়। স্পষ্ট রাঙা নয়, ছেয়ে ছেয়ে রাঙা। রোগী গৌরবর্ণ হইলে তার মুখের এ রকম রং বেশ মালুম হয়। রোগী ভারি কাহিল হইয়া পড়ে, আর খিদে এক বারে যায়। নিশ্বাস খুব ঘন ঘন পড়ে, আর ভাসা ভাসা হয়। প্রতি মিনিটে নিশ্বাস ৪০ বার, ৫০ বার, ৬০ বার, এমন কি ৭০ বারও পড়ে। প্রতি মিনিটে নিশ্বাস কত বার পড়ে, ঘড়ি ধরিয়া গুণিতে হয়। সহজ মানুষের নিশ্বাস প্রতি মিনিটে ১৮ বার পড়ে। তবেই দেখ, নিয়ুমোনিয়াতে নিশ্বাস কত ঘন পড়ে। নাড়ীর বেগের সঙ্গে আর

নিশ্বাসের সঙ্গে একটী সম্বন্ধ আছে। নিয়ুমোনিয়া রোগে সেই সম্বন্ধ খুব তফাত হইয়া যায়। সহজ মানুষের নাড়ী প্রতি মিনিটে ৭২ বার পড়ে, আর নিশ্বাস ১৮বার পড়ে। নিয়ুমোনিয়ায় দেখ তার কত তফাত হয়! প্রতি মিনিটে নাড়ী ১০০ থেকে ১২০ বার পড়ে, আর নিশ্বাস এমন কি ৭০ বারও পড়ে। তবেই দেখ, নিয়ুমোনিয়াতে নিশ্বাস কত ঘন পড়ে। জ্বরের রোগীর নিশ্বাস যদি এত ঘন পড়ে, আর সেই সঙ্গে তার নাড়ীর সে রকম বেগ না থাকে, তবে তার বুক আগে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তার নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে জানিতে পারিবে। নিশ্বাস যে কেবল ঘন ঘন পড়ে, আর ভাসা ভাসা হয়, তা নয়; নিশ্বাস লইতে কষ্টও হয়, ব্যথাও লাগে। রোগীর হাঁপ বেশ স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। ফি নিশ্বাসে নাকের পাতা দুটী ফোলে। ছেলেদেরই এইটী বেশী দেখা যায়। রোগী কষ্ট করিয়া নিশ্বাস লইতেছে, ঠাউরে দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। এই রকম কষ্ট করিয়া নিশ্বাস লওয়া, এ রোগের আর একটী চিহ্ন। সহজ মানুষের কথার মত কথা স্পষ্ট থাকে না—জড়াইয়া যায়। রুক্ষ শুষ্ক কুকুরে-কাশি আসিয়া উপস্থিত হয়। কুকুরে-কাশি কাকে বলে সকলেই জানেন।

কুকুরে-কাশি খ্যাক্‌——খ্যাক্‌, তার পর আবার খানিক বাদে——খ্যাক্‌। এই রকম করিয়া খানিক ক্ষণ অন্তর এক এক বার খ্যাক্‌ করিয়া কাশাকে কুকুরে-কাশি বলে। নিয়ুমোনিয়াতে ঠিক্‌ এই রকম কাশি হয়। এই রকম কাশিতে রোগীর ভারি কষ্ট হয়। পাকা ফোড়ার উপর ঘা দিলে যেমন লাগে, এই রকম কাশিতে বুকের মধ্যে তেমনি লাগে। এই রকম কাশির সঙ্গে তার পরই গয়ের উঠিতে আরম্ভ হয়। নিয়ুমোনিয়া-রোগীর গয়ের যে এক বার দেখিয়াছে, তার আর কখনও ভুল হয় না। এই গয়ের এত চট্‌চটে আর আটা যে, রোগী যেখানে গয়ের ফেলে, সেখান থেকে তা উঠান ভার। কোন পাত্রে (যেমন বাটি, শরা বা খুরি) যদি গয়ের ফেলে, তবে সে পাত্র উপুড় করিলেও গয়ের তা থেকে গড়াইয়া পড়ে না; জিউলির আটার মত তাতে লাগিয়া থাকে। নিয়ুমোনিয়া-রোগীর গয়েরের রংও চমৎকার। সে রং যে এক বার দেখিয়াছে, তার আর ভুল হয় না। গয়েরের সঙ্গে রক্ত মিশন থাকে বলিয়া ওর রং ও রকম হয়। ইটের গুঁড়ো বা মর্চ্যের যে রকম রং, এ গয়েরেরও সেই রকম রং। গয়েরে রক্তের ভাগ যত বেশী হয়, ওর রংও তত রাঙা বা রক্তের মত হয়।

সচরাচর নিয়ুমোনিয়া-রোগীর গয়ের পাট্‌কিলে বা মর্চ্যের রং হইয়া থাকে। লোহার উপর যে মর্চ্যে পড়ে, এখানেও সেই মর্চ্যের কথা বলিতেছি। নাড়ীর বেগ বাড়ে। প্রতি মিনিটে নাড়ী ১০০ থেকে ১২০ পর্য্যন্ত পড়ে। নাড়ীর বেগ এর চেয়ে বেশী হইলে, রোগ শক্ত হইয়াছে জানিবে। কিন্তু ছেলে-দের বেলায় তা মনে করিবে না। হাত দেখিবার সময় আঙুল দিয়া চাপিলে নাড়ী নরম বোধ হয়—নাড়ী সহজেই চাপা যায়—আর সেই চাপ টুকুতেই নাড়ীর গতি বন্ধ হয়। নাড়ীর বল কমিলে নাড়ীর এই রকম অবস্থা হয়। রোগের প্রথমে নাড়ীর পুষ্টি আর নরম থাকে। তার পর নাড়ী সরু আর দুর্ব্বল হয়। রোগীর গা যেমন খস্‌খসে শুষ্ক, তেমনি গরম। বুক, পিঠ, পাঁজর আরও গরম। জিব অপরিষ্কার আর ছাতা-পড়া। কোষ্ঠবদ্ধ হয়, আর প্রস্রাব খুব কম, রাঙা, আর ঘোলা হয়। সহজ মানুষের প্রস্রাবে লবণ থাকে। নিয়ুমোনিয়া-রোগীর প্রস্রাবে লবণ এত কমিয়া যায় যে, থাকে না বলিলেই হয়। মুখে, বিশেষ উপরকার ঠোঁটে, এক রকম ব্রণ বাহির হয়। এই ব্রণকে এক রকম জ্বর-ঠুঁটো বলা যায়। এই জ্বর-ঠুঁটো নিয়ুমোনিয়ার একটী চিহ্ন। তিন দিনের দিন, কি চারি দিনের

দিন এই জ্বর-ঠুঁটো বাহির হয়। এই চিহ্নটী যে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে, তা নয়। তবে প্রায়ই উপস্থিত থাকে। এ রোগে মাথা-ধরা প্রায়ই থাকে। রোগী মাঝে মাঝে, বিশেষ রাত্রে দুই একটী ভুলও বকে; কখন কখন খুবই প্রলাপ বকে। ফুস্ফোর আগায় (উপর দিকে, কণ্ঠার দিকে) এ রোগ হইলে রোগী বেশী ভুল বকে। নিয়ুমোনিয়ার রোগী বেশী ভুল বকিলে তার ফুস্ফোর আগায় প্রদাহ হইয়াছে ঠিক্ করিবে। মাতালদের নিয়ুমোনিয়া হইলে তারা নিয়ত ভুল বকে, আর কেবল তেড়ে ফুঁড়ে উঠিতে চায়।

দু দিনের পর আর এগার দিনের আগে, কিন্তু সচরাচর সাত দিনের দিন রোগের বৃদ্ধি হঠাৎ থামিয়া যায়, আর রোগীর অবস্থা ক্রমে ভাল হইতে আরম্ভ হয়। রোগের সূত্রপাতও (আরম্ভ) যেমন স্পষ্ট জানিতে পারা যায়, রোগের শেষও তেমনি স্পষ্ট জানা যায়। রোগের শেষ দুই রকমে হইতে পারে। অর্থাৎ ঐ সাত দিনের দিন রোগীর মৃত্যুও হইতে পারে, আবার চাই কি সে আরোগ্যও হইতে পারে। সচরাচর নিয়ুমোনিয়ায় যদি বিশেষ কোন উপসর্গ না ঘটে, তবে রোগী আরোগ্য হওয়াই সম্ভব।

বাঁ ফুস্কোর চেয়ে ডাইন্ ফুস্কোয় এ রোগ বেশী হয়। আবার ফুস্কোর উপর দিক্ চেয়ে নীচের দিকে এ ব্যামো বেশী হয়। যদি ১২ জন নিয়ু-মোনিয়া-রোগী পরীক্ষা করিয়া দেখ, তবে কেবল ৪ জনের বাঁ ফুস্কোয়, আর ৮ জনের ডাইন্ ফুস্কোয় এই ব্যামো জানিতে পারিবে। এতেই বলিতেছি, যত লোকের ডাইন্ ফুস্কোয় এই ব্যামো হয়, তার অর্দ্ধেক লোকের বাঁ ফুল্কোয় এই রোগ হয়। কখন কখন এক বারে দুটো ফুল্কোরই প্রদাহ হয়। এ রকম হইলে ডাক্তরেরা বলেন রোগীর "ডবল্ নিয়ুমোনিয়া" হইয়াছে। ডবল্ নিয়ু-মোনিয়া হইলে রোগীর যে আরও বিপদ্, তা সহজেই বুঝা যাইতেছে। কেন না, একটা ফুল্কোয় এ ব্যামো হইলে, রোগী তারই যাতনায় অস্থির হয়। দুটো ফুল্কোর ব্যামো একবারে হইলে তার কষ্টের আর বিপদের সীমা থাকে না। যার ফুস্কোয় গুটি আছে, তার ফুস্কোর উপর দিকে এই ব্যামো হয়। এ রকম ঘটিলেও বাঁ ফুস্কোর চেয়ে ডাইন্ ফুস্কোরই প্রদাহ বেশী হয়। যারা দুর্ব্বল আর রোগা, তাদেরই ফুস্কোর উপর দিকে এই ব্যামো (নিয়ুমোনিয়া) হয়। যাদের ফুস্কোয় গুটি আছে, বা যাদের ফুস্কো আর কোন রকমে খারাপ হইয়াছে, তাদেরও ফুস্কোর

উপর দিকে এই ব্যামো হয়। যদি বল ফুস্কোয় আবার গুটি থাকা কি রকম? ফুস্কোর আগায় (উপর দিকে) সব প্রথম এক রকম গুটি জন্মে। তার পর এই গুটি থেকে ক্ষয়কাশ রোগ হয়। ক্ষয়কাশকে ডাক্তরেরা থাইসিস্ বলেন, সোজা ইংরিজিতে কঞ্জম-শন্ বলে। এ সব কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব।

ব্রংকাইটিস্ রোগে ফুস্কোর নলি গুলির প্রদাহ হয়, অর্থাৎ তাদের ভিতরে রক্ত জমে, ফোলে, আর ব্যথা হয়। নিয়ুমোনিয়াতে ফুল্‌কোর কিসের প্রদাহ হয়? ফুল্‌কোর বায়ুকোষ গুলির আর ফুল্‌কোর নিজের প্রদাহ হয়। এর আগেই বলিছি যে, ফুল্‌কোর মধ্যে হাজার হাজার নলি আছে। সেই সব নলিকে বায়ুনলি বলে। কেন না, সেই সব নলি দিয়া ফুল্‌কোর মধ্যে বাতাস যায়। তেমনি, ফুল্‌কোর মধ্যে আবার লক্ষ লক্ষ বায়ুকোষও আছে। ঐ হাজার হাজার নলি ক্রমে ছোট হইতে হইতে শেষে তাদের আকার নলির মত আর থাকে না। যখন তাদের আকার এই রকম করিয়া বদলাইয়া যায়, তখন তাদের এক একটা থেকে এমন শত শত বায়ুকোষ তয়ের হয়। বোল্‌তার চাকে যেমন সব গর্ত্ত আছে দেখিয়াছ, এক একটা বায়ুকোষও তেমনি এক

একটী গর্ত্ত বৈ কিছুই নয়। এই সব গর্ত্ত এত ছোট যে নজর হয় না। এই সব গর্ত্ত খোলা নয়। খুব সরু এক রকম পর্দ্দা দিয়া ঢাকা। এই সব ঢাকা গর্ত্তের মধ্যে বাতাস পোরা থাকে। বাতাসকে ভাল কথায় বায়ু বলে। আর যার মধ্যে কোন জিনিশ পোরা থাকে, তাকে সেই জিনিশের কোষ বলে। যেমন, তলোআরের থাপকে ভাল কথায় তলোআরের কোষ বলে। এই জন্যে, ঐ সব ঢাকা গর্ত্তেকে ভাল কথায় বায়ুকোষ বলে। এক একটী নলি থেকে এই রকম অনেক বায়ুকোষ তয়ের হইয়াছে। এই সব বায়ুকোষের সঙ্গে সেই নলির এমনি যোগ আছে যে, নলির মধ্যে বাতাস গেলে বায়ুকোষ গুলিরও মধ্যে বাতাস যায়। এই রকম করিয়া এক এক নিশ্বাসে হাজার হাজার নলি দিয়া লক্ষ লক্ষ বায়ুকোষে বাতাস যায়। ফল কথা, এই সব নলি আর বায়ুকোষ দিয়াই ফুল্‌কো তয়ের হইয়াছে। ব্রংকাইটিসে এই সব নলির প্রদাহ হয়। আর নিমুমোনিয়াতে বায়ুকোষ গুলির আর ফুল্‌কোর নিজের প্রদাহ হয়।

নিমুমোনিয়ার তিনটী অবস্থা। প্রথম অবস্থা, দ্বিতীয় অবস্থা, আর তৃতীয় অবস্থা। এই তিনটী অবস্থার কথা এখন এক এক করিয়া বলিব।

প্রথম অবস্থায়—ফুস্কোর শির গুলি রক্তে পরিপূর্ণ হয়। ফুস্কোর রং খুব রাঙা হয়। সহজ ফুস্কোর চেয়ে ভারি হয় আর শক্ত হয়। স্পঞ্জের মত তেমন নরম নরম থাকে না। ছুরি দিয়া কাটিলে ফুস্কো থেকে এক রকম ফেণা ফেণা রক্ত বাহির হয়। কিন্তু তখনও বায়ুকোষ গুলিতে বাতাস পোরা থাকে। কেন না, আঙুল দিয়া টিপিলে সহজ বেলাব মত পুট্ পুট্ শব্দ টের পাওয়া যায়। এ অবস্থায় ফুস্কোর ভাব ঠিক্ যেন পিলের মত হয়।

দ্বিতীয় অবস্থায়—ফুস্কো এক বারে নিরেট হইয়া যায়। স্পঞ্জের মত তেমন ফোঁপড়া ফোঁপড়া আর নরম থাকে না। জলে ফেলিয়া দিলে ডুবিয়া যায়। বায়ুকোষ গুলিতে যখন বাতাস পোরা থাকে, তখন ফুস্কো আঙুল দিয়া টিপিলে কেমন এক রকম বেশ পুট্ পুট্ শব্দ টের পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অবস্থায় সে রকম শব্দ আর টের পাওয়া যায় না। কাটিলে তেমন ফেণা ফেণা রক্ত আর বাহির হয় না। আঙুল দিয়া একটু চাপিলেই অমনি তার মধ্যে আঙুল বসিয়া যায়। আর একটু চাপ পাইলেই অমনি ছিঁড়িয়া যায়। ছুরি দিয়া কাটিলে, বা ছিঁড়িয়া ফেলিলে, কাটা বা ছেঁড়া জায়গায় দানা

দানা দেখা যায়। ছেলেদের ফুল্‌কোয় এ রকম দানা দানা বেশ স্পষ্ট দেখা যায় না। এ অবস্থায় বায়ুকোষ গুলির মধ্যে আটা আটা এক রকম জিনিশ পোরা থাকে। প্রথম অবস্থায় ফুল্‌-কোর শির গুলিতে এত রক্ত জমে যে, দুই চারি দিন এই রকম রক্ত জমিয়া থাকিলে, শিরের পর্দ্দা ফুঁড়িয়া রক্তের শাদা আর রাঙা বিন্দু বায়ুকোষ গুলির মধ্যে আসিয়া জমা হয়। রক্তের এই সব রাঙা আর শাদা বিন্দু এত ছোট যে, নজর হয় না। খুব ছোট জিনিশ বড় দেখায় এক রকম যন্ত্র আছে। সেই যন্ত্রকে ইংরিজিতে মাইক্রস্কোপ্ বলে; ভাল বাঙ্গালায় অণুবীক্ষণযন্ত্র বলে। সেই যন্ত্র দিয়া দেখিলে রক্তের ঐ সব রাঙা আর শাদা বিন্দু বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বেঙের জিব টানিয়া বাহির করিয়া, টান টান করিয়া বিছাইয়া ঐ যন্ত্র দিয়া দেখিলে শিরের মধ্যে রক্ত নিয়ত দৌড়িতেছে—নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। রক্তের সঙ্গে রাঙা আর শাদা বিন্দুও সব বেগে দৌড়িতেছে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। গুড় হবার আগে খুব সরু ফুটে রস খানিক ক্ষণ ফুটে। এই রকম ফুটাকে শরিষা-ফুট বলে। রাঙা আর শাদা বিন্দু লইয়া যে রক্ত শিরের মধ্যে নিয়ত দৌড়ি-

তেছে—বেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তা দেখিলে এই শরিষা-ফুটের কথা মনে পড়ে। রস যখন শরিষা ফুটে ফুটে, তখন শরিষা-ফুট গুলি যেমন বেগে ঘুরিয়া বেড়ায়, শিরের মধ্যে রক্তের সঙ্গে রাঙা আর শাদা বিন্দু সবও ঠিক্ তেমনি বেগে আর ঠিক্ সেই ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। শাদা বিন্দুর চেয়ে রাঙা বিন্দু ঢের বেশী। এই জন্যে, রক্তের রং রাঙা দেখায়। ফল কিন্তু রক্ত নিজে রাঙা নয়। এই সব রাঙা বিন্দুরই জন্যে রক্ত রাঙা দেখায়। কোন রোগে রক্তের এই রাঙা বিন্দু কমিয়া গেলে রক্তের রং তেমন থাকে না। কাজেই, রোগীর গায়ের রং, ঠোঁটের রং, চকের কোল সব ক্যাঁকাশে হইয়া যায়। রোগী গৌরবর্ণ হইলে এই ক্যাঁকাশে রং বেশ জানিতে পারা যায়। পিলে-জ্বরে রোগীর বর্ণ যে অত ক্যাঁকাশে হইয়া যায়, তার কারণই এই। এর পর এ সব কথা বেশ করিয়া বলিব। তার পর বলি। নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় ফুল্‌কোর বায়ুকোষ গুলির মধ্যে আর বাতাস যায় না। আর এ অবস্থায় ফুল্‌কোর ভাব ঠিক্ রাঙা মেটের মত হয়। মেটের ভাল কথা যকৃত্। যকৃত অর্থাৎ মেটেকে ইংরিজিতে লিবর্ বলে।

তৃতীয় অবস্থা—এ অবস্থায় ফুল্‌কোর ভাব ঠিক্

ছেয়ে বা হল্‌দে মেটের মত হয়। ফুল্‌কো খুব নরম হইয়া যায়। খুব সহজেই ছেঁড়া যায়। ফুল্‌কোর উপর ছুরি দিয়া চাঁচিলে অল্প ছেয়ে বা হল্‌দে রঙের পূযের মত এক রকম জল বাহির হয়। আর ফুল্‌কো চাপিলে অনেক খানি ঘোলা রস বাহির হয়। ফল কথা, এ অবস্থায় ফুল্‌কো পাকে। এ অবস্থায় গয়ের পাতলা যেন জলের মত হয়। গয়েরের রং কাল হয়; অল্প সবুজ সবুজ হয়। ফুল্‌-কোর কোন জায়গা আঙুল দিয়া টিপিলে বসিয়া যায়, আর সেই জায়গা পাতলা পূযের মত এক রকম রসে শীঘ্রই পূরিয়া যায়।

কখন কখন নিমুমোনিয়া থেকে ফুল্‌কোয় ফোড়া হয়। কিন্তু ক্বচিৎ এ রকম ঘটে। ফোড়া বড়ও হইতে পারে, ছোটও হইতে পারে। অনেক গুলি ছোট ছোট ফোড়া একত্র মিলিয়া একটী বড় ফোড়া হয়।

নিমুমোনিয়া হইয়া কখন কখন ফুল্‌কো পচিয়া যায়। ভাগ্য ক্রমে এ রকম দুর্ঘটনা খুবই কম। যারা দুর্ব্বল আর রোগা, তাদেরই নিমুমোনিয়া থেকে এই রকম দুর্ঘটনা হইতে পারে।

নিমুমোনিয়ার লক্ষণ এক রকম মোটামুটি বলি-লাম। এ রোগের লক্ষণ গুলি এত স্পষ্ট যে, বুক

পরীক্ষা না করিয়াও রোগ ঠিক্ করিতে পারা যায়। বিস্তর নয়, কেবল তিনটী লক্ষণ ধর। এই তিনটী লক্ষণেই নিয়ুমোনিয়া ঠিক্ করিতে পারা যায়। সে তিনটী লক্ষণ এইঃ—

(১) কম্প——রোগের সূত্রপাতে ভারি রকম কম্প এক বার হইয়াই বন্ধ হয়। নিয়ুমোনিয়া ছাড়া আর কোনও রোগে এ রকম ঘটে না। তবেই শুদ্ধ এই রকম কম্প হওয়াই নিয়ুমোনিয়ার একটী বেশ চিহ্ন।

(২) নাড়ীর বেগ আর নিশ্বাস——নাড়ীর তত বেগ নয়, অথচ নিশ্বাস ভারি ঘন ঘন পড়িতেছে। প্রতি মিনিটে নাড়ী ১০০ কি ১২০ বার পড়িতেছে। কিন্তু ফি মিনিটে নিশ্বাস ৪০, ৫০, ৬০ কি ৭০ বার পড়িতেছে। নিয়ুমোনিয়া ছাড়া আর কোনও রোগে এ রকম ঘটে না।

(৩) পাট্‌কিলে রঙের ভারি আটাল গয়ের—— নিয়ুমোনিয়া ছাড়া আর কোনও রোগে রোগী এ রকম গয়ের তোলে না। ফুল্‌কোয় খুব বেশী রক্ত জমিলে, গয়ের পাট্‌কিলে রঙের না হইয়া এক বারে রক্ত-মাখা বা রক্তে ডুবন হইতে পারে। নিয়ুমোনিয়া ছাড়া, আর কোনও রোগে গয়ের এত আটা হয় না। এ কথা এঁর আগেই বলিছি।

তার পর, বুক পরীক্ষা করিয়া আরও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। এর আগেই বলিছি যে, নিয়ুমোনিয়ার তিনটী অবস্থা। প্রথম অবস্থা, দ্বিতীয় অবস্থা, আর তৃতীয় অবস্থা। বুক পরীক্ষার যন্ত্র (ষ্টিথস্কোপ্) দিয়া বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিলে এই তিনটী অবস্থায় তিন রকম ফল পাবে। প্রথম অবস্থায় এক রকম। দ্বিতীয় অবস্থায় আর এক রকম। তৃতীয় অবস্থায় দ্বিতীয় অবস্থার মত। এই তিন রকম অবস্থার কথা এখন এক এক করিয়া বলিব।

প্রথম অবস্থায় বুক পরীক্ষা করিয়া কি জানিতে পারা যায়?—এর আগেই বলিছি যে, বাঁ ফুস্‌কোর চেয়ে ডাইন্ ফুস্ফোয় এ রোগ বেশী হয়। আবার ফুস্‌কোর উপর দিক্ চেয়ে নীচের দিকে এ ব্যামো বেশী হয়। এই জন্যে, রোগীর ডাইন্ পিঠের নীচের দিক্ আগে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। নিয়ুমোনিয়ার রোগীকে দাঁড় করাইয়া বা বসাইয়া বুক পরীক্ষা করিবে না। শুদ্ধ নিয়ুমোনিয়ার রোগী বলিয়া কেন? দুর্ব্বল রোগীদের বিছানায় শোওয়াইয়া বুক পরীক্ষা করিবে। ব্রংকাইটিস্ রোগে পিঠে ষ্টিথস্কোপ্ দিয়া শুনিলে, বুকের মধ্যেকার শব্দ যেমন স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায় (২৫৮র পাতা

দেখ), নিয়ুমোনিয়া রোগেও পিঠে ষ্টিথস্কোপ্ দিয়া শুনিলে বুকের মধ্যেকার শব্দ তেমনি স্পষ্ট শুনা যায়। এই জন্যে, রোগীকে বিছানায় উপুড় হইয়া শুইতে বলিবে। তার পর, তার ডাইন্ পিঠের নীচের দিকে ষ্টিথস্কোপ্ দিয়া খুব মন দিয়া শুনিবে। এই রকম মন দিয়া শুনিলে কি শুনিতে পাইবে? বুড়ো আঙুল আর তার কাছের আঙুল দিয়া এক গোছা চুল কাণের কাছে আস্তে আস্তে ঘষিলে যে এক রকম খুব মিহি চিচ্চিড়—চিচ্চিড় শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, বুকের মধ্যে থেকেও ঠিক্ সেই রকম শব্দ শুনিতে পাইবে। কাণের কাছে ঐ রকম করিয়া চুল ঘষিবার জন্যে, কারো কাছে এক গোছা চুল চাহিবার দরকার নাই। তোমারই মাথার চুল এক গোছা কাণের কাছে ঐ রকম করিয়া ঘষিলে, ও শব্দ কি রকম, বেশ বুঝিতে পারিবে। তোমার মাথার চুল যদি তেমন বড় বড় না হয়, তবে কাণের কাছের চুল কাণের কাছে ঐ রকম করিয়া ঘষিবে। মাথা আটা হইলে সে চুল ও রকম করিয়া ঘষিয়া তেমন শব্দ পাওয়া যায় না।

নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় এ রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় কেন?——এই রোগের প্রথম অবস্থায় বায়ুকোষ আর খুব চিকণ বায়ুনলি গুলির

মধ্যে খুব আটাল এক রকম জিনিশ জমে। এ রকম আটাল জিনিশ কোথা থেকে আসে? বায়ুকোষ আর খুব চিকণ বায়ুনলি গুলির প্রদাহ হইলে তাদের ভিতরে ঐ রকম আটাল জিনিশ সৃষ্টি হয়। রোগী যখন নিশ্বাস ফেলে, তখন ফুল্‌কোর মধ্যেকার বাতাস সব বাহির হইয়া আসে। আর যখন নিশ্বাস লয়, তখন বাহিরের বাতাস ফুল্‌কোর মধ্যে যায়। ফুল্‌কোর মধ্যেকার বাতাস বাহির হইয়া আসিলে বায়ুকোষ আর বায়ুকোষের লাগাও খুব মিহি বায়ু-নলি গুলি চুপ্সে যায়, অর্থাৎ তাদের ভিতরকার খোলের গা গায়ে গায়ে লাগিয়া যায়। সহজ বেলায়ও ঠিক্ এই রকম হয়। তার পর বাহিরের বাতাস ফুল্‌কোর মধ্যে গেলে, বায়ুকোষ আর বায়ুকোষ গুলির লাগাও খুব মিহি বায়ুনলি গুলি তেমন চুপ্সান, আর তাদের খোলের গা গায়ে গায়ে তেমন লাগিয়া থাকে না। সে সব বাতাসে পূরে যায়। যত বার নিশ্বাস লও, তত বারই ওদের মধ্যে ঐ রকম করিয়া বাতাস যায়। আর যত বার নিশ্বাস ফেলে, তত বারই ওরা ঐ রকম করিয়া চুপ্সে যায়, আর ওদের খোলের গা গায়ে গায়ে লাগিয়া যায়। যখন মন্দ মন্দ বাতাস বয়, তখন ঝাউ গাছ থেকে এক রকম বেশ মিষ্টি, নরম শোঁ—শোঁ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। সহজ

বেলায় নিশ্বাস লইলে ঐ সব বায়ুকোষ আর খুব মিহি বায়ুনলির মধ্যে যখন বাতাস সেঁদোয়,তখন ঐ রকম মিষ্টি, নরম শোঁ—শোঁ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় ঐ সব বায়ুকোষ আর মিহি বায়ুনলি গুলির ভিতরে খুব আটাল এক রকম জিনিশ জমে। নিশ্বাস ফেলিলে ওদের মধ্যেকার বাতাস বাহির হইয়া আসে, ওরা চুপ্সে যায়, আর ওদের ভিতরকার খোলের গা সেই চট্‌চটে আটায় এক বারে গায়ে গায়ে লাগিয়া যায়। নিশ্বাস লইলে সহজ বেলার মত ওদের মধ্যে বাতাস নিঃশব্দে সেঁদুতে পারে না। আটায় ওদের যে যোড় লাগিয়া থাকে, বাতাসে সেই যোড় চিচ্চিড় করিয়া ছাড়িয়া যায়। রোগী যত বার নিশ্বাস ফেলে,তত বার ওদের ঐ রকম যোড় লাগিয়া যায়। আর যত বার নিশ্বাস লয়, তত বার ঐ রকম করিয়া ওদের যোড় ছাড়িয়া যায় আর চিচ্চিড় শব্দ হয়। নিয়ুমোনিয়া রোগের প্রথম অবস্থায় রোগীর পিঠে ষ্টিথস্কোপ্ দিয়া শুনিলে যে মিহি চিচ্চিড় শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, তার কারণ এই বৈ আর কিছুই নয়। নিয়ুমোনিয়া ছাড়া আর কোনও রোগে এ রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। এই রকম শব্দ শুনিলে এক বারে তোমায় দুটী বিষয় জানা হবে। এক, রোগীর

নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে। আর, নিয়ুমোনিয়ার এই প্রথম অবস্থা। তবেই দেখ, পিঠে এক বার ষ্টিথ-স্কোপ্ দিয়া শুনিয়াই রোগও ঠিক্ করিলে, রোগের অবস্থাও ঠিক্ করিলে।

ডাইন্ পিঠ, পরীক্ষা করা হইলে, বাঁ পিঠ আবার ঐ রকম করিয়া পরীক্ষা করিবে। কেন না, দুই ফুল্কোতেই এ রোগ হইতে পারে। দুই ফুল্কোর প্রদাহকে ডবল্ নিয়ুমোনিয়া বলে। এ সব কথা এর আগেই বলিছি। ডাইন্ পিঠ পরীক্ষা করিয়া যদি নিয়ুমোনিয়ার কোনও চিহ্ন না পাও, তবে বাঁ পিঠ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। নৈলে বাঁ ফুল্কোর প্রদাহ হইয়াছে কি না, কেমন করিয়া জানিবে। পিঠের নীচের দিক্ ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবেই। তা ছাড়া, পিঠের উপর দিক্ও পরীক্ষা করিয়া দেখা চাই। রোগা আর দুর্ব্বল রোগিদের পিঠের উপর দিক্ বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিবে। কেন না, তাদেরই ফুল্কোর আগায় এই রোগ বেশী হয়। যদি বল ফুল্কোর আবার গোড়া আগা কি রকম? যে জিনিশের দু মুড়ো সমান, তার গোড়া আগা নাই। কিন্তু ফুল্কো ত সে রকম নয়। দুটী ফুল্কো দেখিতে যেন ছোট দু খানি রথ। রথের যেমন গোড়া আছে, ফুল্কোরও

তেমনি গোড়া আছে। রথের যেমন চুড় বা আগা আছে, ফুল্‌কোরও তেমনি চুড় বা আগা আছে। ফুল্‌কোর গোড়া পিঠের নীচের দিকে থাকে। আর ফুল্‌কোর আগা পিঠের উপর দিকে থাকে।

সহজ মানুষের পিঠে, পাঁজরে, না বুকে বা হাতের দুটা আঙুল উপুড় করিয়া রাখিয়া তার উপর ডাইন্‌ হাতের মাঝের তিনটী আঙুলের আগা দিয়া একটু জোরে ঘা দিলে বেশ এক রকম ফাঁপা শব্দ বাহির হয়। বুকের মধ্যে ফুস্‌ফুস্‌ আছে। সেই ফুল্‌কো বাতাস পোরা। কাজেই বুকে, পিঠে, পাঁজরে ঐ রকম করিয়া ঘা দিলে ফাঁপা আওয়াজ বৈ আর কি শুনা যাবে? যে জিনিসের মধ্যে খোল, আর সেই খোল বাতাস পোরা, সে জিনিসের গায়ে ঘা দিলেই ফাঁপা শব্দ বাহির হয়। আর সেই খোল কোন জিনিসে পোরা থাকিলে, তার গায়ে ঘা দিলে নিরেট শব্দ পাওয়া যায়। "ফাঁপা শব্দ" আর "নিরেট শব্দ" এই দু রকম শব্দ কাকে বলে বেশ করিয়া বুঝিয়া রাখ। বুক পরীক্ষায় এই দু রকম শব্দ খুব কাজে লাগে। অমুক জিনিসের গায়ে ঘা দিয়া ফাঁপা শব্দ পাইলাম বলিলে কি বুঝায়? 'সে জিনিসটার মধ্যে খোল, আর তার ভিতর খালি, এই বুঝায়। আমরা যাকে খালি বলি,

তার মধ্যে আর কোনও জিনিশ থাকে না বটে; কিন্তু তার মধ্যে বাতাস-পোরা থাকে। খালি কলসী বলিলে তার মধ্যে জল নাই, এই বুঝায়। কিন্তু তার মধ্যে বাতাস নাই, তা বুঝায় না। কেন না, খালি জিনিশ কখনও বাতাস ছাড়া থাকে না। এই জন্যে, এক বারে জানিয়া রাখ যে, যে জিনিশের গায়ে ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ বাহির হয়, সেই জিনিশের ভিতর বাতাস-পোরা। যদি বল, বুকের মধ্যে ফুল্‌কো আছে, তবে বুকে ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ পাওয়া যায় কেন ? ফুল্‌কো যদি নিরেট হইত, তবে বুকের শব্দও নিরেট হইত। কিন্তু ফুল্‌কো ত নিরেট নয়। ও যে ফোঁপড়া, আর ওর মধ্যে বাতাস পোরা। সহজ মানুষের বুকে, পিঠে, বা পাঁজরে ঘা দিলে যে রকম পরিষ্কার ফাঁপা শব্দ বাহির হয়, নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় রোগীর পিঠে আর পাঁজরে (ডাইন্ ফুল্‌কোর প্রদাহ হইয়া থাকে ত ডাইন্ পিঠে আর পাঁজরে; আর যদি বাঁ ফুল্‌কোর প্রদাহ হইয়া থাকে ত বাঁ পিঠে আর পাঁজরে) ঐ রকম করিয়া আঙুলের ঘা দিলে সে রকম পরিষ্কার ফাঁপা শব্দ বাহির হয় না। এ রোগের প্রথম অবস্থায় যাও বা ফাঁপা শব্দ পাওয়া যায়, দ্বিতীয় অবস্থায় তা মোটেই পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় অবস্থায় বুক পরীক্ষা করিয়া কি জানিতে পারা যায় ?——(১) প্রথম ধর, যে দিকের ফুল্‌কোর প্রদাহ হইয়াছে, সেই দিকের পিঠে আর পাঁজরে ঐ রকম করিয়া আঙুলের ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ মোটেই পাওয়া যায় না। নিরেট জিনিশের উপর ঘা দিলে যেমন নিরেট শব্দ পাওয়া যায়, এ.ও প্রায় ঠিক্ সেই রকম নিরেট শব্দ। নিরেট শব্দ হবে না কেন ? ফুল্‌কোর যে খানিতে প্রদাহ (ইন্‌ফ্ল্যামেশন্) হইয়াছে, সে খানি যে সবই নিরেট হইয়া গিয়াছে। সে খানির বায়ুকোষ আর বায়ুকোষের লাগাও খুব মিহি বায়ুনলি গুলি যে সেই খুব আটাল জিনিশে এক বারে বুজিয়া গিয়াছে। তার মধ্যে বাতাস যাইবার ত আর যো নাই। কাজেই, নিরেট শব্দ বৈ আর কি শব্দ পাবে ? ব্যামো বাড়িলে ক্রমে সব ফুল্‌কো খানিই নিরেট হইয়া যায়। তখন সে দিকের পিঠ আর পাঁজরের যেখানে ঘা দিবে, সেই খানেই নিরেট শব্দ পাবে।

তার পর, (২) ষ্টিথস্কোপ্ দিয়া শুনিলে কি শুনিতে পাইবে ? প্রথম অবস্থায় যে মিহি চিড়্‌চিড়্ শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলে, সে শব্দ আর শুনিতে পাইবে না। সহজ বেলায় কি নিশ্বাসে যে এক

রকম মিষ্টি, নরম শোঁ—শোঁ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, সে রকম শব্দও শুনিতে পাইবে না। তবে কি রকম শব্দ শুনিতে পাইবে? বায়ুকোষ গুলির মধ্যে বাতাস সেঁদোবারই সময়ে ও রকম মিষ্টি, নরম শোঁ—শোঁ শব্দ শুনা যায়। এখন সে সব বায়ুকোষে ত আর বাতাস যাইবার যো নাই। সে সব যে সেই আটাল জিনিশ দিয়া বুজন। কাযেই, সে রকম মিষ্টি, নরম শোঁ—শোঁ শব্দ আর শুনিতে পাওয়া যায় না। তার বদলে আর এক রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। সে আবার কি রকম শব্দ? মিষ্টি নরম শোঁ—শোঁ শব্দের চেয়ে কড়া শব্দ। বায়ুনলি গুলির ভিতরে বাতাস সেঁদোবার সময় যে শব্দ হয়, এ সেই শব্দ। নলের মুখে একটু তফাৎ থেকে ফু দিলে যে এক রকম কর্কশ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, এও ঠিক্ সেই রকম শব্দ।

তার পর, (৩) ষ্টিথস্কোপের উপর কাণ রাখিয়া রোগীকে এক—দুই—তিন—গুণিতে বলিবে। খুব আস্তে আস্তে গুণিলে হইবে না। গলার আওয়াজ স্পষ্ট বাহির হওয়া চাই। সে এই রকম করিয়া গুণিলে তার আওয়াজ তোমার কাণে গিয়া যেন কন্ কন্ করিয়া বাজিবে। নলের ভিতর দিয়া কথা কহিলে যে রকম আওয়াজ বাহির হয়, এও ঠিক্

সেই রকম। আওয়াজ যেমন কন্‌কনে হয়, কথাও তেমনি জড়ান আর অস্পষ্ট হয়। সহজ মানুষের স্বর ও রকম কন্‌কনেও হয় না, জড়ান বা অস্পষ্টও হয় না। রোগীর পিঠে, পাঁজরে কাণ দিয়াও শুনিলে হইতে পারে।

তার পর, (৪) রোগীর পিঠে বা পাঁজরে তোমার হাত রাখিয়া তাকে ঐ রকম করিয়া এক—দুই—তিন গুণিতে বলিবে। বুকের মধ্যে থেকে তার স্বর যেন কাঁপিতে কাঁপিতে তোমার হাতে আসিয়া বাজিবে। তুমি এ স্পষ্ট জানিতে পারিবে।

নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় তবে এই চারিটী চিহ্ন পাবে। আবার এই চারিটী চিহ্ন পাইলে নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থা ঠিক্ করিবে। এই চিহ্ন গুলির কথা যা যা বলিছি, সে সব বেশ তলিয়ে বুঝা চাই; আর বেশ মনে করিয়া রাখাও চাই। নৈলে, রোগ বা রোগের অবস্থা সহজে ঠিক্ করিতে পারিবে না।

তৃতীয় অবস্থায় বুক পরীক্ষা করিয়া কি জানিতে পারা যায়?——ফুল্‌কোর নিরেট ভাব যত দিন থাকে, নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থার ঐ চারি রকম চিহ্ন তত দিন পাওয়া যায়। কাজেই, তৃতীয় অবস্থায়ও দ্বিতীয় অবস্থার চিহ্ন গুলি সব বজায়

থাকে। যদি বল, তবে তৃতীয় অবস্থা কেমন করিয়া ঠিক্ করিবে? তা ঠিক্ করা শক্ত নয়। দ্বিতীয় অবস্থার চিহ্ন গুলি যদি বরাবরি সমান থাকে, আর রোগীর অবস্থা ক্রমে খারাপ হয়, তবে দ্বিতীয় অবস্থা গিয়া তৃতীয় অবস্থা হইয়াছে ঠিক্ করিবে। রোগ না বাড়িলে রোগীর অবস্থা খারাপ হয় না। আর রোগ বাড়িয়া গেলে দ্বিতীয় অবস্থা থেকে তৃতীয় অবস্থা হবে বৈ কি? রোগ তার চেয়েও বাড়িলে ফুল্‌কো পচিয়া যাওয়ার সব চিহ্ন পাওয়া যায়। নিশ্বাসে ভারি দুর্গন্ধ হয়, আর রোগী যে গয়ের তোলে তা পচা আর খারাপ ঘায়ের রস মিশনর মত।

নিয়ুমোনিয়ার রোগী দেখিতেছ। রোগীর গতিক ভাল কি মন্দ, কি দেখিয়া বুঝিবে? যে রোগীর গতিক ভাল, তার রোগের লক্ষণ গুলি ক্রমে কমিয়া আসে। আর গয়েরের আটা কমিয়া যায়। অনেক খানি করিয়া গয়ের তোলে। আর গয়ের পূযের মত কিম্বা শ্লেষ্মা আর পূয মিশনর মত হয়। আর দশ পোনর দিনেই রোগী চাঙ্গা হইয়া উঠে। আর যে রোগীর গতিক ভাল নয়, তিন দিনের দিন কি চারি দিনের দিন তার রোগের বৃদ্ধি হয়। নিশ্বাস আরও ঘন ঘন পড়ে। গয়েরের রং আরও

পাট্‌কিলে হয়। গয়েরে রক্তের দাগ (রেখা) থাকে। নাড়ীর যেমন বেগ বাড়ে, তেমনি দুর্ব্বল হয়। জিব শুক্ন আর কটাশে হয়। গায়ের তাত এমনি বাড়ে যে, ধান দিলে খৈ হয়। রোগী দুর্ব্বলের এক শেষ হয়। শেষে সন্নিপাত বিকারের সব লক্ষণই আসিয়া উপস্থিত হয়। রোগী ভুল বকিতে থাকে, আর অচৈতন্য হইয়া যায়। শেষ অবস্থায় গয়ের-উঠা বন্ধ হয়। হাঁপ ভারি বাড়ে। নাড়ী সূতর মত হয়, আর যেন কাঁপিতে থাকে—এমনি অস্থির হয়। মুখ খানি এক বারে ক্যাঁকাশে হইয়া যায়। ঠোঁট দুটী নীলবর্ণ হয়। রোগী ঘামে যেন এক বারে নেয়ে উঠে। এ ঘাম সহজ মানুষের ঘামের মত নয়। এ ঘাম ঠাণ্ডা আর আটা। মৃত্যুর ঠিক্ আগেই এই রকম ঘাম হয়। এই জন্যে, এ রকম ঘামকে লোকে কাল ঘাম বলে। রোগীর গলা ঘড়-ঘড় করিতে থাকে। তার খানিক পরেই মরিয়া যায়। হয় ক্রমে অবসন্ন হইয়া মরে, নয় হাঁপাইয়া মরে (ফুল্‌কোর ভিতর বাতাস না যাইতে পারায়), নয় অচৈতন্য হইয়া মরে। এর আগেই বলিছি যে, ফুল্‌কো পচিয়া গেলে নিশ্বাসে ভারি দুর্গন্ধ হয়, গয়ের পচা আর খারাপ ঘায়ের রস-মিশনর মত হয়।

রোগী জ্বর ভোগ করিতেছে, এর মধ্যে যদি তার

নিয়ুমোনিয়া হয়, তবে নিশ্বাস খুব ঘন ঘন পড়া, নাড়ীর বেগ বাড়া, আর গায়ের তাত বাড়া ছাড়া নিয়ুমোনিয়ার আর কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। কাশি আর বুকে ব্যথা মোটেই না থাকিতে পারে। রোগীর গয়েরও না উঠিতে পারে। এমন সকল জায়গায় রোগীর বুক পরীক্ষা করিয়া সব ঠিক্ করিবে।

অনেক রোগ ক্রমে সারে। নিয়ুমোনিয়াও কখন কখন ক্রমে ভাল হয়। কিন্তু সচরাচর সে রকম ঘটে না। নিয়ুমোনিয়া রোগের স্বভাবই এই যে, ভালও হঠাৎ হয়, মন্দও হঠাৎ হয়। ভাল হইবার লক্ষণও এর আগে বলিছি। মন্দ হইবার লক্ষণও এর আগে বলিছি।

রোগীর আত্মীয় স্বজন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়, রোগীটী বাঁচিবে ত?" তুমি কি উত্তর দিবে? বেশ বুঝিয়া আর বিবেচনা করিয়া উত্তর দেওয়া চাই। নৈলে ঠকিবে। চিকিৎসকের অপযশ কথায় কথায়। দশ দিনে যে রোগ সারিবে বলিয়াছ, বিশ দিনেও যদি তা না সারে, তবে তোমার অপযশের সীমা নাই। তুমি যে, রোগ বুঝিতে না পারিয়া ও কথা বলিয়াছিলে, তা সকলেই বলিবে। তোমাকেও তাই স্বীকার করিতে হইবে। স্বীকার

না করিয়া করিবে কি? পেয়াদায় স্বীকার করাইবে। যে রোগী মরিবে, কোনও ভয় নাই বলিয়া যদি তার আত্মীয় স্বজনকে আশ্বাস দেও, তবে এতেও লোকে তোমার বেশী বৈ কম অপযশ করিবে না। আবার বাঁচিবে না বলিয়া যে রোগীর আশা ভরসা ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছ, যে উপায়েই হোক্ তার জীবন রক্ষা হইলে, লোকে তোমার শুদ্ধ অপযশ করিয়া ক্ষান্ত থাকে না, যো পাইলে গালিও দেয়। এবারে তুমি গালি খাইবারই কায করিয়াছ। গৃহস্থ তোমার কথার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেই ত রোগী মারা পড়িত! তোমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি যে রোগীকে জবাব দিয়া আসিয়াছি, সে রোগী আবার বাঁচিবে? কখনই না। শুনিছি, আর এক জন ডাক্তর আসিয়া তার চিকিৎসা করিতেছেন। তা তিনি নূতন অষুদ আর কি দিবেন? আমি তার হদ্দ মুদ্দ করিয়াছি। দেখা যাক্, তোমাদের নূতন ডাক্তর কি রকম হাত দেখান। তার পর, মনে মনে—এ রোগীটী যদি বাঁচে, তবে এখানে আমার ব্যবসা করাই ভার হবে। তোমার মনের ইচ্ছা রোগীটী না বাঁচে। তবেই দেখ, আগে যে রোগীর তুমি নিয়ত কল্যাণ কামনা করিতেছিলে, এখন আবার সেই রোগীরই

নিয়ত মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলে! এর চেয়ে পাপ আর কি হইতে পারে? সেই নূতন ডাক্তারেরই হাতে রোগীটী বাঁচিল। পাড়ার লোক, গাঁয়ের লোক সকলেই এতে সুখী হইল। কেবল তোমারই মনে ভারি কষ্ট হইল। লোক-লজ্জায় বাহিরে যা কিছু আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলে। এখন এক বার ভাবিয়া দেখ—তোমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না? কখনই না। কেমন করিয়া থাকিবে? তুমি যে চিকিৎসক! রোগ থেকে লোকের জীবন রক্ষা করাই যে তোমার কায। যার এমন মহৎ কায, তার মন কি এ রকম নীচ হওয়া উচিত? রোগ সারিবার লক্ষণ, আর রোগ না সারিবার লক্ষণ গুলি যদি শিখিয়া রাখ, যদি বেশ ঠাউরে সে গুলি মনে করিয়া রাখ, আর যদি খুব বিবেচনা করিয়া কথার উত্তর দেও, তবে তোমাকে কখনই এ পাপের ভাগী হইতে হয় না। লোকে বলে যত ক্ষণ শ্বাস, তত ক্ষণ আশ। আমাদের শাস্ত্রেও বলে "তাবৎ চিকিৎসা কর্ত্তব্যা যাবৎ কণ্ঠাগত প্রাণ"। যত ক্ষণ কণ্ঠাতে প্রাণ থাকিবে, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত চিকিৎসা করা উচিত। তবে তুমি অত তাড়াতাড়ি করিয়া রোগীকে জবাব দিবে কেন? তাতে তোমার বাহাদুরি কি?

বাহাদুরির মধ্যে, সে যত দিন বাঁচিয়া থাকে, তোমাকে তার কেবল মৃত্যু কামনা করিতে হয়। এতে তোমার ঐহিক পারত্রিক দুই-ই নষ্ট। এই জন্যে বলি যে, কথায় কথায় তোমার ভুল স্বীকার করিবে। ভুল কার্ না হয় ? ভুল সকলেরই হয়। যিনি ভুল স্বীকার করেন, আর পরে সে রকম ভুল না হইতে পারে, তার উপায় করেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। তুমি যদি কোন রোগ বুঝিয়া উঠিতে না পার, তবে তা না লুকাইয়া রোগীর আত্মীয় স্বজনের কাছে তা তখনই স্পষ্ট করিয়া বলিবে। তাতে তোমার মান কমিবে না; মান আরও বাড়িবে। তুমি যে ভারি সরল, লোকের কাছে তার পরিচয় দেওয়া হইবে। তোমার উপর গৃহস্থের বিশ্বাসও বেশী হইবে। তোমার হাতে রোগী দিয়া তাঁরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। তাঁরা নিশ্চয় জানেন, রোগ একটু শক্ত হইলে, আর তুমি তা না বুঝিতে পারিলে, তাঁদের কাছে তখনই তা স্পষ্ট করিয়া বলিবে। তোমার চেয়ে যিনি বেশী বুঝেন, তিনি তোমার রোগীর চিকিৎসা করিতে আসিলে, ক্ষুণ্ণ না হইয়া তোমার তাতে আরও খুসী হওয়া উচিত। কেন না, তুমি তাঁর কাছে কত শিখিতে পারিবে। শিখিবার একটী ভারি অবকাশ পাইবে।

যে রোগ তুমি বুঝিতে পার নাই বলিয়া গৃহস্থকে আর এক জন ডাক্তর ডাকিতে হইয়াছে, সে রোগ বা সে রকম রোগ আর কারো বাড়ীতে হইলে, তোমায় ছাড়া গৃহস্থকে আর কারো ডাকিতে হবে না। এই রকম করিয়া শিখিলে, শেষে তুমি সব রোগেরই চিকিৎসায় এত পটু হবে, যে তোমার রোগীর জন্যে আর কখনও অন্য চিকিৎসক আনিতে হবে না।

সব রোগেরই দু রকম লক্ষণ। এক রকম লক্ষণকে রোগ সারিবার লক্ষণ বলে। আর এক রকম লক্ষণকে রোগ না সারিবার লক্ষণ বলা যায়। রোগ সারিবার লক্ষণকে ভাল কথায় অনুকূল লক্ষণ বলে। রোগ না সারিবার লক্ষণকে ভাল কথায় প্রতিকূল লক্ষণ বলে।

নিয়ুমোনিয়া রোগীর রোগ সারিবার লক্ষণ—

ব্যামোর গোড়াতেই খুব শ্লেষ্মা উঠে। কাণের কাছে এক গোছা চুল রগ্‌ড়ানর শব্দের মত মিহি চিড়্চিড় শব্দের বদলে চিকণ বুড়-বুড়ির শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। চিকণ বুড়্-বুড়ির শব্দ কাকে বলে ২০৩র পাতে আর ২৫২—২৫৩র পাতে তা বলিছি। তার পর শ্লেষ্মা আর পূয মিশনর মত গয়ের খুব উঠিতে থাকে। এই সময় পিঠে আর পাঁজরে আঙুলের ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ বাহির হয়।

আর ষ্টিথস্কোপ্ দিয়া শুনিলে ফুল্‌কোর বায়ুকোষ গুলির ভিতরে বাতাস যাওয়ার নরম শোঁ—শোঁ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। সহজ শরীরের মত সকল গায়ে সমান ঘাম হয়। এই ঘাম সহজ ঘামের মত গরম। পেট নাবে। হাতে, পায়ে, বা গায়ের আর কোন জায়গায় ব্যথা হয, ফোলে, আর রাঙা হয। কোন পাত্রে প্রস্রাব করিয়া রাখিলে তাতে তলানি পড়ে। নিশ্বাস তত ঘন ঘন পড়ে না—এই লক্ষণটাই সব চেয়ে সুলক্ষণ। নিয়ুমোনিয়ার উপরে আর কোনও উপসর্গ ঘটে না। ফুল্‌কোর প্রদাহ অনেক দূর লইয়া হয় না।

নিয়ুমোনিয়া-রোগীর রোগ না সারিবার লক্ষণ—জ্বর ভারি বাড়ে আর রোগী ভুল বকিতে থাকে। সন্নিপাত বিকারের সব লক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়। হয় মোটেই গয়ের উঠে না, নয় কাল রক্তের কিম্বা কাল রক্তের সঙ্গে মিশন গয়ের উঠে। বুকের, পিঠের বা পাঁজরের ব্যথা হঠাৎ চলিয়া যায়। তার পরই রোগীর মুখের-চেহারা বদ্‌লাইয়া যায়। নাড়ীর গতি খারাপ হয়। নাড়ী খুজিয়া পাওয়া যায় না। নিশ্বাস আরও খুব ঘন ঘন পড়ে। নিয়ুমোনিয়া হইবার আগে রোগীর শরীর যদি ভগ্ন থাকে, তবে

তার জীবন রক্ষা হওয়া ভার। একটী ফুস্ফোর সব খানির, কিম্বা তুট ফুল্‌ফোরই প্রদাহ হওয়া বড় দোষের। তুয়েতেই রোগীর ভারি বিপদ্। খুব ছোট ছেলেদের, খুব তুর্ব্বল লোকদের বা বুড়োদের নিয়ুমোনিয়া হইলে তাদের জীবন রক্ষা হওয়া ভার। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের নিয়ুমোনিয়ায় বিপদ্ বেশী। পোআতিদের (গর্ব্ভবতী স্ত্রীদের) নিয়ুমোনিয়ায় আরও ভয়।

যে সব লক্ষণ দেখিয়া নিয়ুমোনিয়া-রোগীর গতিক ভাল কি মন্দ বুঝা যায়, ৩৬২ আর ৩৬৩র পাতে তা একবার বলিছি। তবে নিয়ুমোনিয়া-রোগীর রোগ সারিবার লক্ষণ, আর তার রোগ না সারিবার লক্ষণ, আবার এখানে এ রকম বেদ বিধানে বলিবার দরকার কি? নিয়ুমোনিয়া যে শক্ত রোগ, যে রকম সতর্ক আর সাবধান হইয়া এ রোগের চিকিৎসা করিতে হয়, রোগ বুঝিবার একটু গোলমাল হইলে রোগীর যে বিপদ্ ঘটিতে পারে, তাতে তুবার ছেড়ে লক্ষণ গুলি উল্‌টে পাল্‌টে দশ বার বলিলে ভাল হয়।

নিয়ুমোনিয়া সচরাচর কোন্ কোন্ রোগের উপসর্গ দেখা যায়——(১) যে সব জ্বরে গায়ের তাত দিন রাতি সমান থাকে, সেই সব জ্বরের শেষ

অবস্থায় নিয়ুমোনিয়া হয়। (২) বিসর্প রোগের শেষ অবস্থায় নিয়ুমোনিয়া হয়। বিসর্প রোগকে ইংরিজিতে ইরিসিপেলস্ বলে। ইংরিজির চেয়ে এ রোগের বাঙ্গালা নামটী সোজা। বিসর্প (ইরিসিপেলস্) এক রকম ছোঁওয়াচে রোগ। এতে শরীরের জায়গায় জায়গায় রাঙা হয়, আব তার সঙ্গে গায়ের তাত হয়। সেই সব রাঙা জায়গার তাত আরও বেশী হয়। এর পর, এ সব কথা বেশ করিয়া বলিব। (৩) পায়ীমিয়া রোগে নিয়ুমোনিয়া হয়। খারাপ ঘায়ের রস রক্তের সঙ্গে মিশিলে এই রোগ হয়। এ রোগের কথা এর পর বলিব। এই সব রোগে নিয়ুমোনিয়া হয় বটে, কিন্তু প্রায়ই তার দিকে চিকিৎসকের মন যায় না। বুক, পিঠ, পাঁজরের বেশী তাত, ভারি ঘন ঘন নিশ্বাস (হাঁপ) আর রোগের হঠাৎ বৃদ্ধি—এই গুলি দেখিলেই নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে ঠিক্ করিবে। বুক পরীক্ষা করিলে আসল রোগে যে সব চিহ্ন জানিতে পারা যায়, এখানেও সেই সব চিহ্ন টের পাওয়া যায়। (৪) ক্ষয়কাশের শেষ অবস্থায় নিয়ুমোনিয়া হয়। (৫) ব্রংকাইটিস্ রোগে নিয়ুমোনিয়া প্রায়ই হয়। এই নিয়ুমোনিয়াকে ব্রংকো নিয়ুমোনিয়া বলে। (৬) সব রোগের চেয়ে প্লুরিসি রোগেই নিয়ুমোনিয়া

বেশী হয়। এই নিয়ুমোনিয়াকে প্লুরো নিয়ুমোনিয়া বলে। প্লুরিসি রোগের কথা এর পরই বলিব।

ঘড়ি ধরিয়া নিয়ুমোনিয়া-রোগীর নাড়ী আর নিশ্বাস গোণা ভারি আবশ্যক। এতে রোগও চেনা যায়, রোগ বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাও জানা যায়। এই জন্যে, সব চিকিৎসকেরই ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী আর নিশ্বাস গুণিতে অভ্যাস করা ভাল। ঘড়ি ধরিয়া কেমন করিয়া নাড়ী দেখিতে হয়, আর কেমন করিয়াই বা নিশ্বাস গুণিতে হয়, এখানে সে সব বেশ করিয়া লিখিয়া দিলাম।

সহজ মানুষের নাড়ী প্রতি মিনিটে ৭২ বার পড়ে। আর সহজ মানুষে প্রতি মিনিটে ১৮ বার নিশ্বাস ফেলে। অর্থাৎ চারি বার নাড়ী পড়িলে তবে এক বার নিশ্বাস পড়ে। এটা আগে জানিয়া রাখা উচিত। তার পর নাড়ী পরীক্ষা কর। রোগীর কাছে জুত বরাত করিয়া বসিয়া বাঁ হাতে ঘড়ি ধর, আর ডাইন হাত দিয়া তার নাড়ী দেখ। সচরাচর ঘড়িতে ঘণ্টার কাঁটা আর মিনিটের কাঁটা, এই দুটী কাঁটা থাকে। ভাল ঘড়িতে তা ছাড়া আর একটী ছোট কাঁটা থাকে। এই ছোট কাঁটাটীকে সেকেণ্ডের কাঁটা বলে। সেকেণ্ডের কাঁটা থাকিলে ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখার সুবিধা হয়।

মিনিটের কাঁটা ঘড়ির সব কটা (১২ টা) ঘর ঘুরিয়া আসিলে যেমন এক ঘণ্টা হয়, সেকেণ্ডের কাঁটা (সব ছোট কাঁটা) তেমনি সব কটা (১২ টা) ঘর ঘুরিয়া আসিলে এক মিনিট হয়। ৬০ মিনিটে যেমন এক ঘণ্টা, ৬০ সেকেণ্ডে তেমনি এক মিনিট। মনে কর তোমার ঘড়িতে সেকেণ্ডের কাঁটা আছে। ঘণ্টার কাঁটার আর মিনিটের কাঁটার যেমন বড় বড় ঘর আছে, সেকেণ্ডের কাঁটারও তেমনি ছোট ছোট ঘর আছে। ঘণ্টার কাঁটার আর মিনিটের কাঁটার ১২টী ঘরের কি ঘরের মাথায় যেমন ৫টী করিয়া ফুট্ ফুট্ দাগ আছে, সেকেণ্ডের কাঁটারও ১২টী ঘরের কি ঘরের মাথায় তেমনি ৫টী করিয়া ফুট্ ফুট্ দাগ আছে। এই ১২টী ঘরের যে কোন ঘরের প্রথম দাগে (প্রথম ফুট্‌টিতে) সেকেণ্ডের কাঁটা যেই আসিবে, সেই এক দুই তিন করিয়া নাড়ী গুণিতে আরম্ভ করিবে। বড় বড় করিয়া গুণিবার দরকার নাই। আস্তে আস্তে এমন করিয়া গুণিবে যে, তোমার রোগী বা তোমার কাছের লোক তা না শুনিতে পায়। শুনিলে দোষ নাই। শুনাইবারও দরকার নাই। যে ঘরের যে ফুট্ বা দাগে সেকেণ্ডের কাঁটা আসিলে নাড়ী গুণিতে আরম্ভ করিয়াছিলে সেই ঘরের সেই ফুট্ বা দাগে কাঁটা কের ঘুরিয়া

আসিলে তবে গোণা বন্ধ করিবে। এই সময় টুকুর মধ্যে নাড়ী গুণে যত হবে, এক এক মিনিটে নাড়ী তত বার পড়িতেছে ঠিক্ করিবে। কেন না, মিনিটের কাঁটার ১২টী ঘরের ফি ঘরের মাথায় যে ৫টী করিয়া ফুট্ বা দাগ আছে, সেই এক একটী ফুট্ বা দাগকে এক এক মিনিট বলে। তেমনি সেকেণ্ডের কাঁটার ১২টী ঘরের ফি ঘরের মাথায় যে ৫টী করিয়া ফুট্ বা দাগ আছে, সেই এক একটী ফুট্ বা দাগকে এক এক সেকেণ্ড বলে। এক ঘণ্টার ৬০ ভাগের এক ভাগকে যেমন এক মিনিট্ বলে, তেমনি এক মিনিটের ৬০ ভাগের এক ভাগকে এক সেকেণ্ড বলে। মিনিটের কাঁটা সব ঘর এক বার ঘুরিয়া আসিলে যেমন এক ঘণ্টা হয়, সেকেণ্ডের কাঁটা সব ঘর একবার ঘুরিয়া আসিলে তেমনি এক মিনিট্ হয়। নাড়ীর দিকে মন, আর ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার উপর নজর ঠিক্ রাখা চাই। নৈলে, তোমার ঠিক্ গোণা হবে না। তুমি কেবল নাড়ীই গুণিবে। সেকেণ্ডের কাঁটা কত গুলি ফুট্ ফুট্ দাগ ছাড়াইল, তা তোমাকে গুণিতে হবে না।

ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী গোণা যেমন সোজা, ঘড়ি ধরিয়া নিশ্বাস গোণাও তেমনি সহজ। প্রথমে রোগীকে চিত হইয়া শুইতে বলিবে। তার পর,

তার উপর পেটে (বুকের কড়ার নীচে) তোমার ডাইন্ হাত খানি দিয়া রাখিবে, আর বাঁ হাতে ঘড়ি ধরিবে। নিশ্বাস লইলে উপর-পেট উচ হয়। আর নিশ্বাস ফেলিলে উপর পেট নীচ হয়। কাযেই, সে যত বার নিশ্বাস লইবে, তত বার তোমার ডাইন্ হাত খানি উচ হইয়া উঠিবে। আর, যত বার নিশ্বাস ফেলিবে, তত বার ঐ হাত পেটের সঙ্গে সঙ্গে নীচ হইয়া যাইবে। নিশ্বাস লওয়া আর নিশ্বাস ফেলা, এ দুই-ই গুণিবার দরকার নাই। শুদ্ধু নিশ্বাস লওয়া গুণিলেই হয়। কেন না, নিশ্বাস লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্বাস ফেলিতে হয়। এই জন্যে, তার প্রতি নিশ্বাসে তোমার ডাইন্ হাত যেমন উচ হইয়া উঠিবে, কেবল তাই দেখিবে আর গুণিবে। তার পর, কোন একটী ঘরের প্রথম ফুট্ বা দাগে সেকেণ্ডের কাঁটা যে আসিবে, সেই নিশ্বাস গুণিতে আরম্ভ করিবে। সে ঘরের যে ফুট্ বা দাগে সেকেণ্ডের কাঁটা আসিলে গুণিতে আরম্ভ করিছিলে, সেই ঘরের সেই ফুট্ বা দাগে সেকেণ্ডের কাঁটা ফের ঘুরিয়া আসিলে তোমার গোণা বন্ধ করিবে। এই সময় টুকুর মধ্যে তোমার ডাইন্ হাত যত বার উচ হইয়া উঠিবে, এক এক মিনিটে রোগী তত বার নিশ্বাস লইতেছে ঠিক্ করিবে। পেটে হাত না

দিয়াও নিশ্বাস গোণা যায়। নিশ্বাস লইবার সময় বুক আর উপর-পেট দুই-ই উচ হয়। এই জন্যে, বুক বা উপর-পেটের উপর শুদ্ধ নজর রাখিয়াও নিশ্বাস গুণিতে পারা যায়। তবে, উপর পেটে হাত দিয়া গুণিলে গোণা বেশ ঠিক্ হয়। প্রতি মিনিটে নাড়ী কত বার পড়িতেছে, আর রোগী কত বার নিশ্বাস লইতেছে, আলাদা এক খানি কাগজে সে সব বেশ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া রাখিবে। যত বার রোগী দেখিবে, সেই কাগজ খানিতে সে সব তত বার লিখিয়া রাখিবে। গায়ের তাত, প্রতি মিনিটে নাড়ীর গতি আর নিশ্বাসের সংখ্যা, এই তিনই তাতে লিখিয়া রাখা চাই। রোজ রোজ যদি এই গুলি সব বেশ করিয়া লিখিয়া রাখ, তবে তোমার রোগীর রোগ বাড়িতেছে কি কমিতেছে, এ জাচাই করিবার জন্যে আর কাহাকেও ডাকিতে হইবে না। তুমিই বুক ঠুকে গৃহস্থকে তোমার আশা ভরসার কথা বলিতে পারিবে। কাগজ খানিতে যে রকম করিয়া লিখিবে, নীচে তা দেখাইয়া দিলাম।

তারিখ	সময়	গায়ের তাত	প্রতি মিনিটে নাড়ীর গতি	প্রতি মিনিটে নিশ্বাস
১৫ই চৈত্র	বেলা ৮টা	১০২°৪	১২০	৫০

গায়ের তাত ১০২°৪ বলিলে বা লিখিলে কি

বুঝায়, ২০৬র পাতে নীচের দিকে ছোট অক্ষরে তা বেশ করিয়া লিখিয়া দিয়াছি।

তোমার ঘড়িতে যদি সেকেণ্ডের কাঁটা না থাকে, তবে কি তোমার ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখা আর নিশ্বাস গোণা হবে না? হবে। মিনিটের কাঁটার এক একটী ঘরের মাথায় যে পাঁচটী করিয়া ফুট্ বা দাগ আছে, তারই একটী ফুট্ বা দাগে মিনিটের কাঁটা যেই আসিবে, সেই অমনি রোগীর নাড়ী কি নিশ্বাস গুণিতে আরম্ভ করিবে। তার পর, সেই ফুট্ বা দাগ ছাড়াইয়া আর একটী ফুট্ বা দাগে কাঁটা যেই আসিবে, সেই অমনি গোণা বন্ধ করিবে। একটী ফুট্ বা দাগ থেকে আর একটী ফুট্ বা দাগে মিনিটের কাঁটা আসিতে যত টুকু সময় লাগে, সেই সময় টুকুকে এক মিনিট বলে। এই জন্যে, এই সময় টুকুর মধ্যে নাড়ী বা নিশ্বাস গুণে যত হবে, কি মিনিটে নাড়ী বা নিশ্বাস তত বার পড়িতেছে ঠিক্ করিবে।

চিকিৎসা——এখন নিয়ুমোনিয়ার চিকিৎসার কথা বলি। নিয়ুমোনিয়ার রোগীকে আমি কার্ব্বনেট অব্ য়্যামোনিয়া মিক্শ্চর্ খাইতে দিই। য়্যামো-নিয়া লিনিমেণ্ট (বলেটাইল্ লিনিমেণ্ট) তার পিঠে, পাঁজরে মালিশ করিতে বলি। পিঠে, পাঁজরে

তার্পিণ তেলের সেক দিতে বলি। আর রোজ সকালে ১০ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ দিই। এই কার্ব্বণেট্ অব্ য়্যামোনিয়া মিক্শ্চর্ ২১২র পাতে লেখা আছে। য়্যামোনিয়া লিনিমেণ্ট ২১৩র পাতে লেখা আছে। পিঠে, পাঁজরে কেমন করিয়া তার্পিণ তেলের সেক দিতে হয় ২১৩—২১৪র পাতে তা বেশ করিয়া বলিছি। নিয়ুমোনিয়া রোগে রোগী শীঘ্রই ভারি কাবু আর কাহিল হইয়া পড়ে। এই জন্যে, গোড়া থেকেই তাকে মাংসের ক্কাথ আর ব্রাণ্ডি দিতে বলি। এক এক বারে মাংসের ক্কাথ দু ঔন্স (এক ছটাক) আর ১র নম্বর ব্রাণ্ডি দু ড্রাম্ (আধ কাঁচ্চা) করিয়া দিতে বলি। দু ঘণ্টা অন্তর এই নিয়মে মাংসের ক্কাথ আর ব্রাণ্ডি খাইতে দিলে রোগী বেশ চাঙ্গা থাকে। নিয়ুমোনিয়া রোগে ব্রাণ্ডির বড় দরকার। যে রোগের গোড়াতেই রোগী এক বারে নেতিয়ে পড়ে, সে রোগ থেকে তাকে বাঁচাইতে হইলে তার আগে বল রক্ষা করা চাই। এ না বুঝিয়া যিনি নিয়ুমোনিয়া-রোগীর চিকিৎসা করিবেন, তিনি ঠকিবেন। বিশেষ, নিয়ুমোনিয়া-রোগীর বল রক্ষা করিতে না পারিলে তার ব্যামো শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া যায়। প্রথম অবস্থা থেকে দ্বিতীয় অবস্থা হয়।

আবার দ্বিতীয় অবস্থা থেকে তৃতীয় অবস্থা হয়। এই হইলেই তোমার আশা ভরসা ফুরাইল।

আমার বেশ মনে আছে, একটী নিয়ুমোনিয়া-রোগীকে আমি রোজ ১২ ঔন্স করিয়া ব্রাণ্ডি খাওয়াইতাম। তার প্রথম স্বল্পবিরাম জ্বর (রিমিটেণ্ট ফাবর) হয়। তার পর তার ডবল্ নিয়ুমোনিয়া হয়। দুই ফুক্কোরই যদি এক বারে প্রদাহ (ইন্‌ফ্ল্যামেশন্) হয়, তবে তাকে ডবল্ নিয়ুমোনিয়া বলে। এ কথা এর আগেই বলিয়াছি। এখানে নিয়ুমোনিয়া তার স্বল্পবিরাম জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) উপসর্গ ধরিতে হইবে। রোগের প্রথমে তার ভাল চিকিৎসা হয় নাই। হইলে তার অবস্থা এত খারাপ হইয়া উঠিত না। সান্নিপাতিক বিকারে রোগীর অবস্থা যত দূর খারাপ হইতে হয়, তা তার হইছিল। সে বাঁচিবে এমন কথা কেউ বলে নাই। রোজ ১২ ঔন্স করিয়া ব্রাণ্ডি খাইতেছে · শুদ্ধ ব্রাণ্ডির বিষেতেই ও মারা যাবে; রোগের কথা এখন ছাড়িয়া দেও। রোগের ভারি বৃদ্ধির সময় যাঁরা এই কথা বলিতেন, রোগী ভাল হইলে, ব্রাণ্ডিতেই ওর জীবন রক্ষা করিয়াছে বলিয়া তাঁরাই আবার লোকের কাছে পরিচয় দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

আমি এ পর্য্যন্ত যত নিয়ুমোনিয়া-রোগী দেখিছি, শুদু এই রকম চিকিৎসাতেই তারা সব ভাল হইয়াছে। ঐ কার্ব্বণেট্ অব্ য়্যামোনিয়া মিক্শ্চর। ঐ য়্যামোনিয়া লিনিমেণ্ট (বলেটাইল্ লিনিমেণ্ট)। ঐ তার্পিণ তেলের সেক। আর ঐ কুইনাইন্। সব নিয়ুমোনিয়া রোগীকে ঐ এক অসুদই দিইছিলাম। কেবল দুটী কি তিনটী রোগীর বেলায় আর এক রকম অসুদ দিতে হইছিল। এ দুটী রোগীর কথা বলিবার আগে, কুইনাইন্ নিয়ুমোনিয়ার কেমন অসুদ, তা এক বার ভাল করিয়া বলিব।

কুইনাইন্ পিলের যেমন অসুদ, নিয়ুমোনিয়ারও তেমনি অসুদ। পিলেতে চুলের মত যে সব খুব সরু সরু শির আছে, জ্বর (বিশেষ কম্পজ্বর) হইলে সেই সব শির রক্তে পরিপূর্ণ হয়, আর সেই জন্যে পিলের আকারও বড় হয়। কুইনাইন্ খাওয়াইলে সেই সব শিরের খোল কমিয়া যায়। কাযেই, তাদের ভিতরে আর তেমন বেশী রক্ত থাকিতে পারে না। এই জন্যে, পিলের আকারও ছোট হইয়া যায়। নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় কুই-নাইন্ দিলেও ঠিক্ ঐ রকম কায হয়। এর আগেই বলিছি, নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় ফুস্ফোর

শির গুলি রক্তে পরিপূর্ণ হয়। কুইনাইন্ খাওয়াইলে ফুল্‌কোর খুব সরু শির গুলির খোল কমিয়া যায়। এই জন্যে, তাদের ভিতরে তেমন বেশী রক্ত থাকিতে পারে না। সে সব শির থেকে রক্ত চলিয়া গেলে, ফুল্‌কোর আকার কাযেই ছোট হইয়া যায়। তবেই দেখ, নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় কুইনাইন্ দিলে কি উপকারই হয়। নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থা জানিবার সঙ্কেত বা চিহ্ন কি, এর আগেই তা বলিছি। দুর্ব্বল রোগিদেরই নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় কুইনাইনে বেশী কায করে।

প্রথমে দু ঘণ্টা অন্তর ৫ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ দিবে। তার পর, রোগীর অবস্থা অনেক ভাল হইলে, রোজ তিন বার করিয়া কুইনাইন্ দিবে। কুইনাইন্ দেওয়ার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর অবস্থা ফিরিয়া যায়।

এখন নিয়ুমোনিয়ার অনেক রকম নূতন চিকিৎসা হইয়াছে তার মধ্যে য়্যাকোনাইট্ আর অর্গট্ দিয়া যে চিকিৎসা, তাতেই সব চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। আগে য়্যাকোনাইটের কথা বলি। তার পর অর্গটের কথা বলিব।

(১) য়্যাকোনাইট্ নিয়ুমোনিয়ার বড় অসুদ—

এখানে আমার একটী রোগীর পরিচয় দিই। বছর দেড়েক হইল মেডিকেল কলেজের একটী ছাত্রের নিয়ুমোনিয়া হইছিল। তাঁর বয়স ২২ বছর। শরীর বেশ হৃষ্ট পুষ্ট আর খুব সবল। চিকিৎসক তাঁর রোগ ঠাওরাতে পারেন নাই। কাযেই, তাঁর চিকিৎসায় কোন ফলই হয় নাই। রোগীর সঙ্গে আমার বিশেষ জানা শুনা ছিল। এই জন্যে, তিনি খবর দিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। তাঁর যে নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে, তাঁর কাছে গিয়া বসিতেই তা জানিতে পারিলাম। নিয়ুমোনিয়া-রোগী যে রকম ঘন ঘন আর কষ্ট করিয়া নিশ্বাস ফেলে, আর কোনও রোগে রোগীর নিশ্বাস সে রকম দেখা যায় না। নিয়ুমোনিয়ার লক্ষণের সঙ্গে এ সব কথা বেশ করিয়া বলিছি। তার পর, তাপমান-যন্ত্র (থর্ম্মমিটর) দিয়া তাঁর গায়ের তাত পরীক্ষা করিলাম। পারা ১০৪র দাগে উঠিল। ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী গুণিলাম, নাড়ী প্রতি মিনিটে ১২০ বার পড়িতেছে। তার পর তাঁর নিশ্বাস গুণিলাম, নিশ্বাস প্রতি মিনিটে ৬০ বার পড়িতেছে। নিশ্বাস এত ঘন, কিন্তু নাড়ীর বেগ তত নয়—শুদু এতেই, রোগীর নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিতে পার। এর আগেই এ সব কথা বেশ করিয়া বলিছি। তার পর,

গয়ের পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। নিয়ুমোনিয়া-রোগীর গয়ের যে রকম আটা চট্‌চটে আর পাট্‌কিলে বা মর্চ্যের রং হইয়া থাকে, তাঁর গয়েরও ঠিক সেই রকম দেখিলাম। এই সব দেখিয়া তাঁর নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে, ঠিক্ করিলাম। শেষে রোগীর ডাইন্ পিঠের নীচের দিকে ষ্টিথস্কোপ্ দিয়া শুনিলাম। কাণের কাছে এক গোছা চুল দুটী আঙুল দিয়া আস্তে আস্তে রগড়াইলে যে রকম মিহি চিড়্চিড় শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, ঠিক্ সেই রকম শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। নিয়ুমোনিয়ার কোন্ অবস্থায় এ রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়? নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায়। তার পর বাঁ পিঠের নীচের দিকে ষ্টিথস্কোপ্ দিয়া শুনিলাম। সহজ মানুষের নিশ্বাস লওয়ার শব্দ শুনিতে পাইলাম। সহজ মানুষের নিশ্বাস লওয়ার শব্দ কি রকম? সহজ মানুষ নিশ্বাস লইলে তার বুকের মধ্যে নরম নরম এক রকম বেশ মিষ্টি শোঁ—শোঁ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এ কথা এর আগেই বলিছি। এই সব পরীক্ষা করিয়া কি স্থির করিলাম? রোগীর ডাইন্ ফুস্ফোর গোড়ার দিকে প্রদাহ (ইন্‌ফ্ল্যামেশন্) হইয়াছে—তাঁর ডাইন্ দিকে নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে ঠিক্ করিলাম।

এই সব পরীক্ষা করা হইলে অসুদের ব্যবস্থা করিলাম। অসুদ আর কি? সেই কার্ব্বণেট অব্ য়্যামোনিয়া মিক্শ্চর্, সেই য়্যামোনিয়া লিনিমেণ্ট, সেই তার্পিণ তেলের সেক, সেই মাংসের ক্বাথ আর ব্রাণ্ডি ব্যবস্থা করিলাম। রোগী দু দিন এই নিয়মে অসুদ বিসুদ খাইল। কিন্তু তাঁর রোগের বিশেষ প্রতিকার হইল না। রোগী মেডিকেল্ কলেজে পড়েন। এক বছর পরে ডাক্তর হবেন। তাঁর ডাক্তরের ভাবনা কি? নিত্য নূতন নূতন ডাক্তর আসিয়া তাঁকে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁদের মুখে আবার নূতন নূতন কথাও শুনিতে লাগিলাম। কেউ বলিয়া গেলেন রোগীর ফুস্ফোয় পচনি ধরিয়াছে, আর রক্ষা নাই। দুই এক দিনের মধ্যেই মারা যাবে। কেউ বলিয়া গেলেন আজ্ রাত্রেই বা কি হয়? কেউ বা বলিলেন দেরি না করিয়া এখনই রোগীর পিঠে বড় এক খান বেলস্তরা বসাইয়া দেওয়া আবশ্যক। ভাগ্য ক্রমে এই সব ডাক্তরের সঙ্গে আমার এক বারও দেখা হয় নাই। তাঁরা যা যা বলিয়া যাইতেন, রোগীর আত্মীয় স্বজন আমাকে তা খুলিয়া বলিতেন। নিয়ুমোনিয়ার রোগীকে আমি যে সব অসুদ দিয়া থাকি, এখানে সে সব অসুদ দিয়া তেমন উপকার পাইলাম না।

ডাক্তরদের নানা রকম কথায় রোগীরও মনে ভয় হইয়াছে—রোগীর আত্মীয় স্বজনেরও মনে ভয় হইয়াছে। এ অবস্থায় আর কোন অসুদের ব্যবস্থা করিয়া তড়িঘড়ি চটক না দেখাইতে পারিলে চলিতেছে না। এই ভাবিয়া নূতন একটা অসুদের ব্যবস্থা করিলাম। সে অসুদটী নীচে লিখিয়া দিলাম।

টিংচর ম্যাকোনাইট্	...	...	৬ ফোটা
পারকার ঠাণ্ডা জল	...	...	৩ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ অসুদ আধ ঘণ্টা অন্তর উপ্‌রো উপ্‌রি চারি বার, তার পর ২ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে বলিলাম।

সকাল বেলা এই রকম অসুদের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিলাম। তার পর সন্ধ্যার আগে গিয়া দেখিলাম যেন সে রোগীই নয়। গায়ের তাত সে রকম নাই। নাড়ীর বেগ সে রকম নাই। নিশ্বাসও সে রকম ঘন ঘন নাই। সকাল বেলা গায়ের তাত ১০৪ ছিল (পারা ১০৪র দাগে উঠিছিল)। প্রতিমিনিটে নাড়ী ১২০ বার, আর নিশ্বাস ৬০ বার পড়িতেছিল। সন্ধ্যার আগে গায়ের তাত পরীক্ষা করিলাম। পারা ১০২র দাগের উপর উঠিল না। ঘড়ি ধরিয়া দেখিলাম, প্রতি মিনিটে নাড়ী ১০০ বার, আর নিশ্বাস

৪০ বার পড়িতেছে। রোগীর গা আর সে রকম শুক্ন খস্‌খসে নাই। বেশ ঘাম ঘাম আর নরম হইয়াছে। গয়েরের রং সে রকম নাই, অনেক পরিষ্কার হইয়াছে। আর গয়ের তত আটা আটাও নাই। য়্যাকোনাইটের কি আশ্চর্য্য শক্তি! ১২ ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর অবস্থা এত ভাল হইল! য়্যাকোনাইট্ খাইয়া রোগীর ঘাম হইতেছিল। এ ঘাম তাব আরোগ্যের ঘাম। ডাক্তর মহাশয়রা—যাঁবা তাঁকে অনুগ্রহ করিয়া দেখিতে আসিতেন—তা না বুঝিয়া বা বুঝিতে না পারিয়া রোগীর আত্মীয় স্বজনকে বলিয়া গেলেন, এ সোজা ঘাম নয়—এ কাল্ ঘাম। এই ঘামেতেই রোগীর দফা নিকেশ। তাঁরা এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেই আমি গিয়া উপস্থিত হইলাম। রোগীর অবস্থা যত দূর খারাপ হইবার তা হইয়াছে; এঁর জীবন রক্ষার আর কোনও উপায় নাই; আজই রোগী মারা যাবে—বাসার সকলেই ভাবিয়াছিলেন, আমিও গিয়া এই সব কথা বলিব। কিন্তু আমি পরীক্ষা করিয়া যখন বলিলাম যে, এঁর জীবনের আর কোনও আশঙ্কা নাই—দুই চারি দিনের মধ্যেই আরোগ্য হইবেন, তখন তাঁরা সব যেন একবারে গাছ থেকে পড়িলেন। আমি রোগীর এই রকম ভাল অবস্থা দেখিয়া আর

দেরি না করিয়া তখনই তাঁকে দশ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিলাম। আর দু বারে দশ গ্রেন্ করিয়া বিশ গ্রেন্ কুইনাইন্ দিতে বলিলাম। আগের মত মাংসের ক্বাথ আর ব্রাণ্ডি দিতে বলিলাম। য়্যাকোনাইট্ মিক্শ্চর্ ৩। ৪ ঘণ্টা অন্তর দিতে বলিলাম। এই সব ব্যবস্থা করিয়া আর রোগীকে খুব ভরসা দিয়া চলিয়া আসিলাম। তার পর দিন সকাল বেলা গিয়া দেখিলাম, রোগী বেশ স্ফূর্ত্তির সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিতেছেন। গায়ের তাত পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, পারা ১০০র দাগের উপর উঠিল না। ঘড়ি ধরিয়া গুণিলাম, প্রতি মিনিটে নাড়ী ৮০ বার আর নিশ্বাস ৩২ বার পড়িতেছে। গয়ের প্রায় শাদা হইয়াছে, আর গুর আটাও ঢের কমিয়া গিয়াছে। কালি তিন বারে যেমন ৩০ গ্রেন্ কুইনাইন্ দিইছিলে, আজিও তেমনি তিন বারে ৩০ গ্রেন্ কুইনাইন্ দিবে। য়্যাকোনাইট্ মিক্শ্চর্ আজি কেবল তিন বার খাওয়াবে। মাংসের ক্বাথ আর ব্রাণ্ডি যেমন চলিতেছে, তেমনি চলিবে। এই সব বলিয়া আমি বিদায় হইলাম। তার পর দিন সকালে গিয়া দেখিলাম, রোগী বালিশ ঠেশ দিয়া বসিয়া আছেন। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম গায়ের তাত, নাড়ীর বেগ, আর নিশ্বাস প্রায় স্বাভাবিক হইয়াছে।

অসুদ আর পথ্যের ব্যবস্থা ঠিক্ সেই রকম রাখিতে বলিয়া বিদায় হইলাম। আর দু তিন দিনেই রোগী সচ্ছন্দ হইলেন। গায়ে হিম বাত লাগাইবে না। সর্ব্বদা ফ্যানেলের পিরাণ বা জামা গায়ে দিয়া রাখিবে। এক মাসের মধ্যে স্নান করিবে না। ৮। ১০ দিন পর্য্যন্ত রোজ তিন বারে ৫ গ্রেন্ করিয়া ১৫ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাইবে। কোন পরিশ্রমের কায করিবে না। আর কোনও রকম অত্যাচার করিবে না—এই সব উপদেশ দিয়া আমি শেষ বিদায় লইলাম।

সবল রোগীর পক্ষে য়্যাকোনাইট্ যেমন ব্যবস্থা, দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে তেমন নয়। এ কথাটা যেন খুব মনে থাকে।

(২) অর্গট্ অব্ রাইও নিয়ুমোনিয়ার বড় অসুদ——আমার এক জন উড়ে চাকর ছিল। তার নাম বীরু। বয়স ২৫ বছরের কম নয়। প্রায় বছর খানেক হইল সে আমার সঙ্গে কোন স্থানান্তরে গেইছিল। সেখানে যাইতে পথেই সন্ধ্যা হয়। সন্ধ্যার পর একটা বাগানের ভিতর দিয়া যাইবার সময় সে ভারি ভয় পায়। এ কথা তখন সে আমাকে কিছুই বলে নাই। যে রাত্রে সেখানে পৌঁছিলাম, তার পর দিন তার জ্বর হয়। জ্বর বড়

বেশী হয় নাই। ১০। ১৫ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাইয়াই বেশ সুস্থ হয়। তার পরেই তাকে কষ্ট করিয়া আমার সঙ্গে কলিকাতায় আসিতে হয়। সহজ শরীরে সে যে রকম কায কর্ম্ম ও স্নানাহার করিত, কলিকাতায় পৌঁছিয়াও সে ঠিক্ সেই রকম কায কর্ম্ম ও স্নানাহার করিতে লাগিল। রোজ বৈকালে তার জ্বরভাব হইত, তবু কলের ঠাণ্ডা জলে স্নান করা কামাই দিত না। দুই তিন দিন এই রকম অত্যাচার করিতেই ভারি জ্বরে পড়িল। এক দিন সকালে খুব কম্প দিয়া জ্বর আসিল। এক দিনের জ্বরেই বীরু এক বারে নেতিয়ে পড়িল। জ্বরের ধমকে এক বারে কাঠ ফাটিতে লাগিল। খুক্ খুক্ করিয়া কাশিতে লাগিল, আর আটা আটা লাল্‌চে গয়ের তুলিতে লাগিল। এই রকম গয়ের-উঠা দেখিয়া তার খুড় ভয় পাইয়া আমাকে খবর দিল। তারা দুই খুড় ভাইপোতেই আমার বাড়ীতে কায করিত। এরই মধ্যে বীরুর যে এমন ব্যামো হইয়াছে, আমি তা জানিতাম না। তার খুড়র মুখে শুনিয়া তখন সব জানিতে পারিলাম। অমন কম্প দিয়া জ্বর আসা, আর ও রকম গয়ের উঠার কথা শুনিয়া নিমুমোনিয়া হইয়াছে ঠিক্ করিয়া তাকে দেখিতে গেলাম। প্রথমে ঘড়ি ধরিয়া

হাত দেখিলাম, নাড়ী প্রতি মিনিটে ১৩০ বার পড়িতেছে। তার পর তার নিশ্বাস গুণিলাম, নিশ্বাস প্রতি মিনিটে ৬৫ বার পড়িতেছে। তার পর তার গয়ের পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। গয়ের যেন একদারে জিউলির আটা, আর তার রং ঠিক্ যেন ইটের গুঁড়ো কিম্বা মর্চ্যের মত। এই সব লক্ষণ দেখিয়া তার নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে কি না, ঠিক্ করিবার জন্যে তার বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কোনও দরকার ছিল না। তবে একটা ফুস্কোর প্রদাহ হইয়াছে, কি দুটরই হইয়াছে, আর নিয়ুমোনিয়ার কোন্ অবস্থা, শুদু তাই জানিবার জন্যে ষ্টিথস্কোপ্ দিয়া তার দুই পিঠের নীচের দিক্ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। কানের কাছে এক গোছা চুল দুই আঙুল দিয়া আস্তে আস্তে রগ্‌ড়াইলে যে মিহি চিচ্চিড় শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, তার দুই পিঠেই ঠিক্ সেই রকম শব্দ শুনিতে পাইলাম। এতে কি ঠিক্ করিলাম? তার দুই ফুস্কোরই গোড়ার দিকে প্রদাহ (ইন্‌ফ্ল্যামেশন্) হইয়াছে, আর নিয়ুমোনিয়ার এই প্রথম অবস্থা। দুই ফুস্কোর প্রদাহকে ডাক্তরেরা ডবল্ নিয়ুমোনিয়া বলেন। এ কথা এর আগেই বলিছি। প্রদাহ অর্থাৎ ইন্‌ফ্ল্যামেশন্ কাকে বলে ২৪৮র পাতে তা বলিছি।

নিয়ুমোনিয়ার রোগীকে সচরাচর যে সব অসুদ

দিয়া থাকি, একেও সেই সব অসুদ দিলাম। সেই কার্ব্বণেট্ অব্ য়্যামোনিয়া মিক্শ্চর্ খাইতে দিলাম। সেই লিনিমেণ্ট বুকে, পিঠে, পাঁজরে মালিশ করিতে দিলাম। বুকে, পিঠে, পাঁজরে তার্পিণের সেই রকম করিয়া সেক দিতে বলিলাম। কুই-নাইন্ খাওয়াইবারও সেই রকম ব্যবস্থা করিলাম। রোগীকে চাঙ্গা রাখিবার জন্যে মাংসের ক্বাথ আর একের নম্বর ব্রাণ্ডি নিয়ম মত দিতে বলিলাম। পৌষ মাসের শীত, খুব গরমে রাখা ভারি দরকার। এই জন্যে, ঘরের মধ্যে যেখানে বাতাস না লাগিতে পারে, সেই খানে রাখিয়া তার সেবা শুশ্রূষা করিতে বলিয়া দিলাম। ফল কথা, তাব চিকিৎসার কোনও ত্রুটি হইল না। কিন্তু তার রোগ ক্রমে না কমিয়া, দিন দিন বরং বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। রোগী যার পর নাই কাহিল হইয়া পড়িল। যেমন হাঁপ, তেমনি কাশি। হাঁপানির সঙ্গে আবার গোংড়ানি। নিয়ত চক বুজিয়া কেবল গোংড়াইতে লাগিল। বিড়্ বিড়্ করিয়া প্রলাপ বকিতে লাগিল। আর মাঝে মাঝে বিছানার কাপড় টানিতে লাগিল। গয়ের যা উঠিতে লাগিল, তা এক বারে রক্ত-মাখা। এ রকম গয়ের দেখিয়া কি বুঝিলাম? ফুস্ফোয় যত দূর রক্ত জমিতে হয় তা জমিয়াছে, এই বুঝিলাম।

এ চিকিৎসায় রোগীকে কখনই বাঁচাইতে পারা যাবে না, এই মনে করিয়া আর একটা অসুদের ব্যবস্থা করিলাম। সে অসুদটী নীচে লিখিয়া দিলাম।

লিকুইড এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব অর্গট .. . ৩ ড্রাম্
টিংচর ডিজিটেলিস্ .. .. ১ ড্রাম্
সিনেমন ওয়াটর (দারুচিনির জল) ৩ ঔন্স পুরাইয়া
একত্র মিশাইয়া একটি শিশিতে রাখ

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ অসুদ দু ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে বলিলাম। গয়েরের রং যত ক্ষণ না শাদা হবে, তত ক্ষণ এই নিয়মে অসুদ খাওয়াইবে। গয়েরের রং শাদা হইলে পর, রোজ দু বারের বেশী অসুদ খাওয়াইবার দরকার নাই।

অর্গটের কি আশ্চর্য্য শক্তি! চারি পাঁচ দাগ অসুদ খাইতেই তেমন যে রক্ত-মাখা গয়ের তাও প্রায় শাদা হইয়া গেল। গয়েরে রক্ত থাকিল না বলিলেই হয়। শুদ্ধ গয়েরের রং ফিরিল, এমন নয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে হাঁপ, কাশি, গোংড়ানি, ভুল-বকা, বিছানার কাপড় টানা—এ সবও ক্রমে ক্রমে ভাল হইল। তার পর দিন সকালে উঠিয়া দেখিলাম যেন সে রোগীই নয়। গয়ের এক বারে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তাতে রক্তের লেশও নাই। হাঁপ নাই

বলিলেও হয়। আর সহজ বেলার মত চাহিয়া রহিয়াছে। বলিতে গেলে, অর্গট্ খাইয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তেমন মরা রোগী জীয়ন্ত হইল। এতেই বলিতেছি, নিয়ুমোনিয়ার যেমন অসুদ অর্গট্, তেমন অসুদ আর নাই। ফল কথা, অর্গটে নিয়ুমোনিয়া যত শীঘ্র সারে, আর কোনও অসুদে তত শীঘ্র সারে না। এ পর্য্যন্ত যত গুলি নিয়ুমোনিয়া-রোগীকে অর্গট্ দেওয়া হইয়াছে, তার একটীও মারা পড়ে নাই। রোগও পুরাণ হয় নাই। আর ফুস্কোতেও কোন রকম দোষ থাকিয়া যায় নাই। এর আগেই বলিছি যে, নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় বায়ুকোষ আর তার লাগাও খুব সরু বায়ুনলিগুলির ভিতরে খুব আটাল এক রকম জিনিশ জমে। অর্গট্ খাওয়াতে আরম্ভ করার পর সে জিনিশ আর সৃষ্টি হইতে পারে না। অর্গট্ খাওয়াইবার আগে যা জমিয়াছে, তা পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে শুষিয়া যায়। রোগের সূত্র পাতে অর্গট্ দিতে পারিলে অনেক জায়গায় নিয়ুমোনিয়া ভাল করিয়া সৃষ্টিই হইতে পারে না। এ অসুদ রোগীকে খাওয়াইলেও যে ফল, চামড়ার নীচে পিচ্‌কিরি করিয়া দিলেও সেই ফল। রোগী অসুদ খাইতে পারিলে তার চামড়ার নীচে অসুদ পিচ্‌কিরি করিয়া দিবার কোনও দরকার

নাই। অর্গট্ নিয়ুমোনিয়ার যেমন অস্থুদ, ফুল্কো থেকে রক্ত-উঠারও তেমনি অস্থুদ। ফুল্কো থেকে রক্ত উঠাকে ডাক্তরেরা হিমপ্‌টিসিস্ (কাশিয়া রক্ত তোলা) বলেন। আর পেট থেকে রক্ত উঠাকে তাঁরা হিমিটিমিসিস্ (রক্ত বমি) বলেন। এ দুই রোগেই মুখ দিয়া রক্ত উঠে। এর পর এ সব কথা বেশ করিয়া বলিব। অর্গট্ ছাড়া, বীরুকে রোজ দু বেলা ১০ গ্রেন্ করিয়া ২০ গ্রেন্ কুইনাইন্ দিতাম। আর মাংসের ক্বাথের সঙ্গে সে এক এক বারে ২ ড্রাম করিয়া একের নম্বর ব্রাণ্ডি খাইত। এ ছাড়া, তাকে আর কোনও অস্থুদ দেওয়া যায় নাই। মালিশ পর্য্যন্তও করিতে হয় নাই। নিয়ুমোনিয়ার এমন সহজ চিকিৎসা আর নাই। শুদু সহজ নয়, এত ফলও আর কোনও চিকিৎসায় পাওয়া যায় না। য়্যাকোনাইট্ও ইহার কম অস্থুদ নয়। তবে রোগী বড় কাহিল হইয়া পড়িলে তাকে য়্যাকোনাইট্ দেওয়া যায় না। দুর্ব্বল রোগীকে য়্যাকোনাইট্ খাওয়াইলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হয়। তবেই, য়্যাকোনাইট্ কেবল খুব সবল রোগীরই অস্থুদ জানিয়া রাখ। এ কথা এর আগেই বলিছি। নিয়ুমোনিয়া রোগে রোগী শীঘ্রই ভারি কাহিল আর কাবু হইয়া পড়ে। এ

ছাড়া, রোগের সূত্রপাতেই রোগীর চিকিৎসা করা আমাদের দেশের চিকিৎসকদের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে না। কাযেই, সব জায়গায় না হোক্, প্রায়ই য়্যাকোনাইট্ দিবার সময় উৎরে গেলে তবে চিকিৎসককে নিয়ুমোনিয়ার রোগী গিয়া দেখিতে হয়। এই জন্যেই বলিতেছি যে, সব দিক্ ধরিতে গেলে অর্গটের চেয়ে নিয়ুমোনিয়ার ভাল অস্তুদ আর নাই।

ডিজিটেলিস্ নিয়ুমোনিয়ার আর একটী ভাল অস্তুদ। এই জন্যে, বাকুকে অর্গটের সঙ্গে টিংচর ডিজিটেলিস্ দিইছিলাম।

য়্যাসিটেট্ অব্ লেড্ও নিয়ুমোনিয়ার কম অস্তুদ নয়। য়্যাসিটেট্ অব্ লেড্কে শুগার্ অব্ লেড্ও বলে। দুর্ব্বল রোগিদের পক্ষে এ অস্তুদটী খুব ভাল। ছেলেদের নিয়ুমোনিয়ার এ বড় চমৎকার অস্তুদ। এক বছরের ছেলেকে আধ গ্রেন্ শুগার্ অব লেড্ দু তিন ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যাইতে পারে। শুগার্ অব লেড্ রোগীর অনেক যন্ত্রণা নিবারণ করে। যদি বল, তবে বীরু চাকরকে শুগার্ অব লেড্ দেও নাই কেন? অর্গট্ আর ডিজিটেলিসের সঙ্গে শুগার্ অব লেড্ দিলে ত তার আরও বেশী উপকার হইত। তাকে শুগার্ অব

লেড্ দিই নাই, তার কারণ আছে। সে আগে কার্ব্বণেট্ অব্ য়্যামোনিয়া খাইয়াছিল। যে রোগীকে কার্ব্বণেট্ অব্ য়্যামোনিয়া দেওয়া যায়, তাকে শুগার্ অব্ লেড্ দেওয়া যায় না। দিলে তার শূল-ব্যথা আসিয়া উপস্থিত হয়। কার্ব্বণেট্ অব্ য়্যামোনিয়া আর শুগার্ অব লেড্ একত্র মিশে কার্ব্বণেট অব্ লেড্ হয়। এই কার্ব্বণেট্ অব লেড্ শূল-ব্যথা জন্মিয়ে দেয়। এই জন্যে, বাঁরু চাকরকে শুগার্ অব লেড্ দিই নাই। তার ব্যামোর গোড়ায় যদি অর্গট্ দিতাম, তবে অর্গট আর ডিজিটেলিসের সঙ্গে শুগার্ অব লেড্ও দিতাম। অর্গট্ আর ডিজিটেলিসের সঙ্গে শুগার্ অব লেড্ এক এক বারে দেড় গ্রেন্ করিয়া দেওয়া যায়। কোন রোগের যদি দু তিনটী ভাল অসুদ জানা থাকে, আর সে কয়টী অসুদ একত্র দিবার কোনও বাধা না থাকে, তবে তা একত্র দিলে যেমন উপকার হয়, শুদু একটা অসুদে তেমন উপকার হয় না। এই মনে কর, পিলে-জ্বরের কুইনাইন্ যেমন অসুদ, সল্‌ফেট্ অব্ আয়র্ণও (হীরেকশ) তেমনি অসুদ। এই জন্যে শুদু কুইনাইনের চেয়ে, কুইনাইন্ আর সল্‌ফেট্ অব্ আয়র্ণ (হীরেকশ) একত্র দিলে পিলে-জ্বরে বেশী উপকার হয়। গ্যালিক্ য়্যাসিড্, সল্-

ফিয়ুরিক্ য়্যাসিড্ দুই-ই পেটের-ব্যামোর অসুদ। দুই অসুদ এক সঙ্গে দিলে যেমন উপকার হয়, শুদু গ্যালিক্ য়্যাসিড্ কি সল্‌ফিয়ুরিক্ য়্যাসিড্ দিলে তেমন উপকার হয় না। আফিংও পেটের-ব্যামোর খুব ভাল অসুদ। এই জন্যে, গ্যালিক্ য়্যাসিড্ আর সল্‌ফিয়ুরিক্ য়্যাসিডের সঙ্গে টিংচর ওপিয়াই (আফিঙের আরোক) দিলে আরও বেশী উপকার হয়। তাতেই বলিতেছি, কোন্ রোগের ব্যবস্থা করিবার সময়, সে রোগের যত গুলি ভাল অসুদ আছে আগে মনে করিবে। তার পর, যে কয়টী অসুদ এক সঙ্গে দিলে অসুদের গুণেরও তফাত হয় না, রংও খারাপ হয় না, সেই কয়টী অসুদ একত্রে দিবে। এ সব ভাল করিয়া জানিতে হইলে, অসুদের বিষয় (মেটিরিয়া মেডিকা) ভাল করিয়া পড়িতে হয়। পাড়াগাঁয়ের ডাক্তরদের জন্যে মেটিরিয়া মেডিকা এক খানি শীঘ্রই লিখিব।

যদি বল দুটী তিনটী অসুদ একত্র দিবার আবার বাধা কি? এক এক প্রেস্ক্রিপ্‌শনে (ব্যবস্থাপত্রে) পাঁচ সাতটা অসুদও ত একত্র দেওয়া যায়। তা যায় সত্য। কিন্তু মনে করিলেই যে সে অসুদ দুট পাঁচটা এক সঙ্গে দিতে পার না। এমন অনেক অসুদ আছে, একত্রে মিশাইলে তাদের গুণের ব্যত্যয়

(তফাত) হয়। আবার কখনও কখনও রংও খারাপ হইয়া যায়। এই মাত্র বলিছি, যে রোগীকে কার্ব্বণেট্ অব য়্যামোনিয়া দেওয়া যায়, তাকে শুগার্ অব লেড্ দেওয়া যায় না; দিলে তার শূল-ব্যথা ধরে। কার্ব্বণেট্ অব য়্যামোনিয়ার সঙ্গে যদি শুগার্ অব্ লেড্ ব্যবস্থা কর, তবে তোমার রোগীকে অসুদ খাওয়ান হবে না, শূল-ব্যথা তয়ের করিয়া তার পেটের মধ্যে দেওয়া হবে। তার পর, অসুদের রং খারাপ হওয়ার দৃষ্টান্ত দিই। সল্‌ফেট অব্ আয়র্ণ (হীরেকশ) কি টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিসের সঙ্গে যদি টিংচর বা ডিককৃশন্ সিংকোনা দেও, তবে অসুদ ত হবে না, লিখিবার বেশ কালি তয়ের হবে। শুদ্ধ সল্‌ফেট অব আয়র্ণ আর টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস্ বলিয়া নয়, লোওয়া থেকে যত অসুদ তয়ের হয়, গাছড়া কষা অসুদের সঙ্গে মিশিলেই ঐ রকম কালি তয়ের হয়। এতেই বলিতেছি, যে সে অসুদ মনে করিলেই একত্র দেওয়া যায় না।

নিয়ুমোনিয়ার তিনটী অবস্থা পৃথক্ পৃথক্ সত্য। কিন্তু ধরিতে গেলে চিকিৎসার ব্যবস্থা সে রকম পৃথক্ পৃথক্ নয়। কেন না, রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে নিয়ুমোনিয়া-রোগে যত বিপদ্, এত আর কোন রোগেই নয়। এই জন্যে, যে উপায়ে হোক্

তার বল রক্ষা করিবে। বল রক্ষা করিবার উপায় আর কি? নিয়ম করিয়া বলকারক আহার দিলে রোগী বেশ চাঙ্গা থাকে আর বল বৃদ্ধি হয়। বলকারী আহারের মধ্যে দুধ আর মাংসের ক্বাথ রোগীর পক্ষে যে সব চেয়ে ভাল, তা এর আগে অনেক বার বলিছি। রোগীকে চাঙ্গা রাখিবার জন্যে কার্ব্বণেট্ অব্ য়্যামো-নিয়া মিক্শ্চরের সঙ্গে একের নম্বর ব্রাণ্ডি ত দেওয়া চাই-ই। তা ছাড়া, কখন কখন (অর্থাৎ রোগী বেশী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে) দুধের সঙ্গেই হোক্, জলের সঙ্গেই হোক্, আর মাংসের ক্বাথের সঙ্গেই হোক্, দু ঘণ্টা অন্তর এক কাঁচ্চা (৪ ড্রাম্) করিয়া একের নম্বর ব্রাণ্ডি দিবার দরকার হয়। এ কথা এর আগেই বলিছি। দ্বিতীয় অবস্থায় কেহ কেহ বেলস্তরা বসাইয়া থাকেন। কিন্তু বেলস্তরায় উপকারের চেয়ে অপকার বেশী। য়্যামোনিয়া লিনিমেণ্ট মালিশ করিলে আর তার্পিণের সেক দিলে যখন সেই কাজ হয়, তখন বেলস্তরা দিয়া রোগীকে মিছামিছি কষ্ট দিবার কিছু দরকার নাই। বেলস্তরায় শুদ্ধ কষ্ট নয়, বিপদ্ও আছে। রোগী তাতে আরও কাহিল আর কাবু হইয়া পড়ে। কুইনাইন্ নিয়ুমোনিয়ার সকল অবস্থাতেই দেওয়া যায়। আমি ত বলি কুইনাইন্ ম্যালেরিয়া জ্বরের যেমন অষুদ, নিয়ুমোনিয়ারও তেমনি অষুদ।

নিয়ুমোনিয়ার তৃতীয় অবস্থায় য়্যামোনিয়া, ব্রাণ্ডি প্রভৃতি ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক) অসুদের যত দরকার, এত আর কোনও অবস্থায় নয়। কেন, তা কি আর বলিতে হবে? তৃতীয় অবস্থার রোগীকে যে বাঁচাইয়া রাখাই কঠিন। কাযেই, ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক) অসুদ তাকে মুহুর্মুহু দেওয়া চাই। এ অবস্থায় ডাইলিয়ুট ফস্ফরিক্ য়্যাসিডের সঙ্গে কুই-নাইন্, টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস্ আর ক্লরেট্ অব্ পটাশ দিলে খুব উপকার হয়। এ সব অসুদ একত্র কেমন করিয়া দিতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

কুইনাইন্	...	...	...	৩৬ গ্রেন্
টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস্			...	২ ড্রাম
ডাইলিয়ুট্ ফস্ফরিক্ য়্যাসিড্			...	২ ড্রাম
ক্লরেট অব পটাশ		...	...	১ ড্রাম
ইন্‌ফিয়ুশন কোয়্যাশিয়া			...	১২ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ রোজ ৩।৪ বার খাওয়াইবে।

রোগীর নিশ্বাসে ভারি দুর্গন্ধ হইলে, নীচে যে অসুদটী লিখিয়া দিলাম, সেই অসুদটী খাইতে দিবে।

লাইকর্ সোডি ক্লরেটি (ক্লরিনেটেড্ সোডার জল)		১½ দেড় ড্রাম্
কর্পূরের জল (ক্যাম্ফর্ ওয়াটর)	...	৮ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৮টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ রোজ ৩ বার খাওয়াইবে। এ অসুদে দুটী উপকার করে। নিশ্বাসের দুর্গন্ধ শুধ্‌রে দেয়, আর রোগের বাগ ফিরাইয়া দেয়।

এই সব অসুদের সঙ্গে রোগীকে কড্‌লিবর্-অইল্ দিলেও খুব উপকার হয়।

ফুটন্ত গরম জলে ক্রিয়েসোট, কার্ব্বলিক্ য়্যাসিড্, কিম্বা তার্পিণ ঢালিয়া দিয়া সেই ভাব নিশ্বাসের সঙ্গে লইলে খুব উপকার হয়। নিশ্বাসের দুর্গন্ধ কমিয়া যায়। দু তিন ঘণ্টা অন্তর এই রকম করিয়া ভাব লইবে। এক এক বারে ১৫ মিনিট ধরিয়া ভাব লইবে।

এর আগেই বলিছি, নিয়ুমোনিয়ার সকল অবস্থাতেই কুইনাইন্ দেওয়া যায়। শুদ্ধ দেওয়া যায় বলিয়া নয়, দিলে বিশেষ উপকার হয়। কুইনাইন্ বেশী করিয়া খাওয়াইলে নিশ্বাসের দুর্গন্ধও কমে। রোজ ৩। ৪বার করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইবে, আর এক এক বারে ১০।১৫ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ দিবে। রোগীকে চাঙ্গা রাখিবার জন্যে, সে যত পরিপাক করিতে পারিবে, তাকে তত মাংসের কাথ, দুধ আর একের নম্বর ব্রাণ্ডি দিবে।

নিয়ুমোনিয়া-রোগীর চিকিৎসায় আর একটী

কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখা চাই। সে কথাটী এখনও পর্য্যন্ত বলি নাই। রোগীকে যত দূর পারিবে স্থির রাখিবে। এ রোগে রোগী যত স্থির থাকিবে, তার পক্ষে ততই ভাল। বারে বারে উঠ্ বোস্ করা, কি বিছানায় এ পাশ ও পাশ করা এ রোগে যেমন নিষেধ, তেমন আর কোন রোগেই নয়। অনেক রোগী শুইয়া অসুদ খাইতে চায় না। যত বার অসুদ খাবে, তত বার উঠিয়া বসিবে। এতে যে কত দোষ, তা গৃহস্থেরা ত জানেনই না, অনেক চিকিৎসকেও তা জানেন না। সামান্য জ্বর জাড়িতে এ রকম করিলে বিশেষ হানি নাই। কিন্তু নিয়ু-মোনিয়া রোগে এটা ভারি নিষেধ। শুদ্ধ নিয়ুমোনিয়া বলিয়া কেন, ফুস্ফো কি হৃৎপিণ্ডের যে কোন ভারি রোগে রোগীর স্থির থাকা ভারি দরকার। হৃৎপিণ্ডকে ইংরিজিতে হার্ট বলে। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। অসুদ খাইবার জন্যে উঠিয়া বসা দূরে থাক, প্রস্রাব বাহ্যে করিবারও জন্যে উঠিয়া বসিবে না। শরা ধরিলে বিছানায় শুইয়া রোগী সহজেই প্রস্রাব করিতে পারে। কিন্তু শরায় তেমন সহজে বাহ্যে করিতে পারে না। এই জন্যে, তার বিছা-নায় অইল্ ক্লথ্ পাতিয়া দিবে। তার বাহ্যের পীড়া হইলে অইল্ ক্লথের উপর ছেঁড়া ন্যাকড়া বা কোঁথা

(পাট) বিছাইয়া দিবে। সে শুইয়া এই ছেঁড়া ন্যাকড়া বা কোষ্ঠার উপর সহজেই বাহ্যে করিতে পারে। বাহ্যে করিবারও সময় সে শরায় প্রস্রাব করিতে পারে। তার পর, সেই ন্যাকড়া বা কোষ্ঠা সুদ্ধ ময়লা উঠাইয়া লইয়া ভিজে ন্যাকড়া দিয়া অইল্ ক্লথ মুছিয়া ফেলিলেই সব বেশ পরিষ্কার হইয়া যায়। এমন সব রোগীর বিছানা পরিষ্কার রাখিবার জন্যে অইল্ ক্লথের ভারি দরকার। উপরে অইল্ ক্লথ পাতা থাকিলে কোন রকমে বিছানা ভিজিয়া যাইবার যো থাকে না। অইল্ ক্লথ ফুঁড়িয়া তার নীচে জল যাইতে পারে না। এই জন্যে, অইল্ ক্লথের উপর কোন রকম নোংরা হইলে, জল দিয়া কি ভিজে ন্যাকড়া দিয়া তা বেশ পরিষ্কার করিতে পারা যায়। তাতে বিছানার কাপড় চোপড় ভিজি-যার কোন ভয় থাকে না। যেমন মোম-জমা অইল্ ক্লথও তেমনি এক রকম তেল-জমা। অইল্ ক্লথ অনেক রকম। তার মধ্যে কাল রঙের অইল্ ক্লথই সব চেয়ে ভাল। কাল রঙের অইল্ ক্লথ বেশী টেঁকে। আর আর যে সব রঙের অইল্ ক্লথ আছে, তাদের উপরকার ছাল জায়গায় জায়গায় শীঘ্র উঠিয়া যায়। অইল্‌ক্লথের ছাল উঠিয়া গেলে সে আর কোন কাযে লাগে না। তার উপর জল

দিয়া আর পরিষ্কার করা যায় না। জল দিয়া পরিষ্কার করিতে গেলেই নীচেকার বিছানার কাপড় চোপড় সব ভিজিয়া যায়। অইল্ ক্লথ যেমন দরকারি, তার দাম কিন্তু তেমন বেশী নয়। এক গজ অইল্ ক্লথের দাম বড় জোর পাঁচ সিকা (১।০)। অইল্ ক্লথের বহরও খুব। এই জন্যে, আধ গজ কিনিলেও চলে। অইল্ ক্লথ দিয়া রোগীর সব বিছানা ঢাকিয়া দিবার দরকার নাই। তাতে অনেক খানি অইল্ ক্লথের দরকার। গরিবেরা অত খানি অইল্ ক্লথের দাম পাবে কোথায়? রোগীর কেবল কোমর আর পাছা অইল্ ক্লথের উপর থাকে, এমনি জুত বরাত করিয়া বিছানার তত টুকু অইল্ ক্লথ দিয়া ঢাকিয়া দিবে। অইল্ ক্লথ কলিকাতার বড় বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। আজ্ কাল্ ছোট খাটো শহর জায়গাতেও পাওয়া যায়। ছোট ছেলে পিলে বারে বারে প্রস্রাব করে। এই জন্যে, তাদের বিছানা পরিষ্কার আর শুক্ রাখা বড় শক্ত। দুর্গন্ধ, নোংরা, আর ভিজে বিছানায় শুইয়াই আমাদের দেশের বার আনা ছেলের ব্যামো হয়। এই জন্যে, ছেলেদের বিছানা পরিষ্কার আর শুক্ রাখিবার জন্যেও অইল্ ক্লথের ভারি দরকার।

নিমুমোনিআর রোগীকে স্থির রাখা যেমন দর-

কার, তার ঘর দিন রাত সমান গরম রাখাও তেমনি দরকার। তাপমানযন্ত্র(থর্ম্মমিটর) দু রকম। রোগীর গায়ের তাত পরীক্ষা করিবার জন্যে যে তাপমানযন্ত্র, তার কথা এর আগেই বলিছি। বাইরের তাত পরীক্ষা করিবার জন্যে আর এক রকম তাপমানযন্ত্র আছে। এ তাপমানযন্ত্র ঘরের দেয়ালে টাঙাইয়া রাখে। এই জন্যে, চেপ্টা এক খান কাঠের মাঝখানে এই তাপমানযন্ত্র লাগান থাকে। প্রায় সকল ভদ্র সাহেবেরই ঘরে এই তাপমানযন্ত্র আছে। আজ্ কাল্ অনেক ভদ্র বাঙ্গালাও (বিশেষ বড় মানুষেরা) ঘরের দেয়ালে এই তাপমানযন্ত্র টাঙাইয়া রাখেন দেখিছি। ঘরে এ তাপমানযন্ত্র একটা থাকিলে, দিন রাত রোগীর ঘর সমান গরম রাখা শক্ত নয়। কেননা, ঘর একটু বেশী গরম হইলেও তাপমানযন্ত্রে তা জানা যায়। ঘর একটু ঠাণ্ডা হইলেও তাপমানযন্ত্রে তা জানা যায়। ঘর গরম হইলে পারা উপরে উঠে। আর ঘর ঠাণ্ডা হইলে পারা নীচে নামিয়া যায়। তবেই, পারা এক জায়গায় থাকিলে জানিতে পারিলে ঘর খানি ঠিক্ এক সমান গরম আছে। যাদের ঘরে ও তাপমানযন্ত্র নাই, তাদের উপায় কি হবে? তাদের ঘর দিন রাত সমান গরম রাখিবার কি আর কোনও উপায় নাই? উপায় আছে, বেশ

উপায়ই আছে। এখানে আমাদের নিজের শরীর-কেই তাপমানযন্ত্র করিতে হইবে। বাইরে থেকে ঘরের মধ্যে গেলে যদি খুব গরম বোধ হয়, আর সে গরমে তোমার কষ্ট হয়, তবে সে রকম গরম ঘর রোগীর পক্ষে ভাল নয় ঠিক্ করিবে। আর ঘরের মধ্যে গেলে যদি বেশ ঠাণ্ডা বোধ হয়, তবে সে রকম ঠাণ্ডা ঘরও রোগীর পক্ষে ভাল নয় জানিবে। এই দুয়ের মাঝামাঝি যে ঘর, সেই ঘরই নিয়ুমোনিয়া-রোগীর পক্ষে ভাল। ঘরের মধ্যে গেলে যেন একটুও ঠাণ্ডা বোধ না হয়, বরং একটু গরম বোধ হয় সে ভাল। গ্রীষ্মকালে ঘর গরম রাখিবার জন্যে যত্ন করিতে হয় না। এম্নিই গ্রীষ্মেতে লোকে এক বারে যেন হাঁপাইতে থাকে। শীতকালে, বিশেষ রাত্রে, ঘর গরম রাখিবার জন্যে একটু যত্ন করিতে হয়। ঘরের এক কোণে কড়া, হাঁড়ি, কি মাল্‌শায় করিয়া আগুন রাখিলে ঘর বেশ গরম থাকে, ঘরের মধ্যে কাঠ কুটা জ্বালাইয়া আগুন তয়ের করা হবে না। তা করিলে ঘরের মধ্যে ধোঁওয়া হবে। ঘরের মধ্যে ধোঁওয়া হওয়া ভাল নয়। ধোঁওয়াতে কাশ-রোগ বাড়ে। গুলের আগুনই হোক্, টিকের আগুনই হোক্, কাঠের আগুনই হোক্, আর ঘুঁটের আগুনই হোক্,

বাইরে বেশ করিয়া ধরাইয়া তবে ঘরে লইয়া যাইবে। যদি বল, গুলের আগুনে ত ধোঁওয়া হয় না, তবে ও বাইরে ধরাইবার দরকার কি ? গুলের আগুনে ধোঁওয়া হয় না বটে, কিন্তু গুল ধরাইবার সময় যে একটা ভাব আর মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বাহির হয়, তাতে সহজ মানুষেরই যেন হাঁপ লাগে।

দুওর কি জানালার ঠিক্ সমনাসমনি রোগীর বিছানা করিবে না। ও রকম জায়গায় রোগীকে শোওয়াইলে, বাইরের বাতাস তার গায়ে একবারে সরাসর আসিয়া লাগে। অমন জায়গায় শুইয়া গায়ে বাতাস লাগাইলে সহজ মানুষেরও অসুখ হয়—শর্দ্দি হয়, কাশি হয়, জ্বর হয়। এই জন্যে, রোগীকে এমন জায়গায় শোওয়াইবে যে, তার গায়ে বাইরের বাতাস ও রকম করিয়া আসিয়া লাগিতে না পারে, অথচ ঘরের মধ্যে বাতাস খেলিবার জো থাকে। এমন উপায়ই বা কি ? আর এমন জায়গাই বা কোথায় ? এমন উপায়ও আছে—এমন জায়গাও আছে। ঘরের যদি কেবল একটা দুওর আর একটী জানালা থাকে, তবে সেই দুওর আর জানালা খুলিয়া দিয়া ঘরের অন্য দিকে রোগীর বিছানা করিয়া দিবে। এতে রোগীর গায়ে বাইরের বাতাস লাগিবে না, অথচ ঘরের মধ্যে বাতাস খেলিবে।

ঘরে যদি বেশী তুণ্ডর জানালা থাকে, তবে যে দিকে রোগী শুইবে, সেই দিকের তুণ্ডর জানালা বন্ধ করিয়া অন্য দিকের তুণ্ডর জানালা খুলিয়া দিবে। এতেও রোগীর গায়ে বাইরের বাতাস লাগিবে না, অথচ ঘরের মধ্যে বাতাস খেলিবে। দিনমানে ঘরে বাতাস খেলার যেমন দরকার, রাত্রেও তেমনি বা তার চেয়েও বেশী দরকার। যদি বল রাত্রে ঘরের মধ্যে বাতাস খেলার বেশী দরকার কেন? বেশী দরকার কেন, তা বলিতেছি। আমাদের নিশ্বাসে বাতাস খারাপ হয়। এই জন্যে, অনেক লোক এক খানি ঘরে অনেক ক্ষণ থাকিলে, সে ঘরের বাতাস খুব খারাপ হইয়া যায়। দিনে লোক কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকে, ঘুরিয়া বেড়ায়, এক জায়গায় স্থির হইয়া থাকে না। কিন্তু রাত্রে অনেকে এক ঘরে একত্র শোয়। যাদের পরিবার অনেক, ঘর কম, তাদের এক ঘরে অনেককে একত্র শুইতেই হয়। কাযেই, রাত্রে তাদের সকলের নিশ্বাসে নিশ্বাসে ঘর খানির বাতাস ভারি খারাপ হইয়া যায়। এই খারাপ বাতাসে অনেক রকম ব্যামো হয়। কাশ-রোগ ত আগে হয়। বাইরের ভাল বাতাস ঘরে গিয়া ঘরের ঐ রকম খারাপ বাতাস বাহির করিয়া দিতে পারিলে, ঘরের মধ্যেকার বাতাস ও রকম খারাপ

হইতে পারে না। তবেই দেখ, দিনের চেয়ে রাত্রে ঘরে বাতাস খেলার আরও বেশী দরকার কি না। নিয়ুমোনিয়া রোগী যে কষ্টে নিশ্বাস লয়, তাতে ফি নিশ্বাসে খুব কম বাতাসই তার ফুল্কোর মধ্যে যায়। এর উপর যদি আবার সে বাতাস টুকু খারাপ হয়, তবে আর তার বাঁচন নাই। আমরা ফি নিশ্বাসে ফুল্কোর মধ্যে ভাল বাতাস লই, আর তাতেই বাঁচিয়া থাকি। পাঁচ মিনিট যদি বাতাস না পাই ত হাপাইয়া মরি। ফি নিশ্বাসে ভাল বাতাস ফুল্কোর মধ্যে গিয়া আমাদের রক্ত পরিষ্কার করিয়া দেয়। যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের রক্ত এই রকম করিয়া পরিষ্কার হইতে থাকে, তত দিন আমাদের জীবনও থাকে। এই রকম করিয়া রক্ত পরিষ্কার হইবার কোনও ব্যাঘাত ঘটিলেই মৃত্যু হয়। যদি বল, তবে কি মৃত্যু শুধু এই রকমেই হয়? তা নয়। মৃত্যু দু রকমে হয়। (১) যে কারণেই হোক্, ফুল্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়া বন্ধ হইলেই মৃত্যু হয়। ফুল্কোর মধ্যে বাতাস যাইতে না পারিলে রক্ত পরিষ্কার হইতে পারে না। পরিষ্কার হইতে না পারিলে রক্ত বিষ হয়। সেই বিষেই—সেই বিষ-রক্তেই জীবন নষ্ট করে। আমাদের শরীরে পরিষ্কার অপরিষ্কার দু রকম রক্তই থাকিবার জায়গা আছে। পরিষ্কার

রক্ত অপরিষ্কার হইতেছে। আবার অপরিষ্কার রক্ত তখনই পরিষ্কার হইতেছে। এই রকম করিয়া শরীরের মধ্যে রক্ত নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর এক বার করিয়া অপরিষ্কার হইতেছে, আর এক বার করিয়া পরিষ্কার হইতেছে। এই যে মুহুর্মুহু অপরিষ্কার হওয়া আর পরিষ্কার হওয়া, এর কোনও ব্যাঘাত ঘটিলেই আর কি, সর্ব্বনাশ! ব্যাঘাত আর কি? ফুস্ফোর মধ্যে বাতাস যাইতে না পারিলেই অপরিষ্কার রক্ত আর পরিষ্কার হইতে পারে না। আমরা নিশ্বাস লই আর ফেলি। নিশ্বাস লওয়ার পরই নিশ্বাস ফেলিতে হয়—একটুও দেরি হয় না। বলিতে গেলে নিশ্বাস লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্বাস ফেলিতে হয়। নিশ্বাস লইয়া নিশ্বাস ফেলিতে ইচ্ছা করিয়াও দেরি করিতে পার না। তা করিতে গেলেই হাঁপ লাগে। নিশ্বাস লওয়ার পর নিশ্বাস ফেলিতে একটুও দেরি হয় না। কিন্তু নিশ্বাস ফেলার পর আবার নিশ্বাস লইতে একটু দেরি হয়। এ তুমি নিজে নিজেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। এই যে একটু দেরি হয়, এরই মধ্যে রক্ত অপরিষ্কার হইয়া যায়। আবার যে নিশ্বাস লও, সেই রক্ত পরিষ্কার হয়। এই রকম করিয়া যত বার নিশ্বাস ফেলিতেছ, তত বার রক্ত অপরিষ্কার হইতেছে।

আর যত বার নিশ্বাস লইতেছে, তত বার রক্ত পরিষ্কার হইতেছে। অপরিষ্কার রক্ত কাল, আর পরিষ্কার রক্ত রাঙা। আমাদের শরীরে দু রকম শির আছে। এক রকম শিরের মধ্যে অপরিষ্কার বা কাল রক্ত থাকে। আর এক রকম শিরের মধ্যে পরিষ্কার বা রাঙা রক্ত থাকে। কাল রক্তের শিরকে ইংরিজিতে ভেইন্ বলে; ভাল বাঙ্গালায় শিরা বলে। রাঙা রক্তের শিরকে ইংরিজিতে আর্টেরি বলে; ভাল বাঙ্গালায় ধমনি বলে। ধমনীকে নাড়ীও বলে। হাত ধরিয়া যে নাড়ী দেখ, তা এই রাঙা রক্তের শির বৈ আর কিছুই নয়। হাতের নাড়ী যেমন ডুব্ ডুব্ করে, রাঙা রক্তের সব শিরই সেই রকম ডুব্ ডুব্ করে। রগে হাত দিলে যে ডুব্-ডুবুনি টের পাও, সেও সেই রাঙা রক্তের শিরের ডুব্ ডুবুনি। মাথা ধরিলে রগের এই ডুব্ ডুবুনি এত বেশী হয় যে, ঠাউরে দেখিলে দেখা যায়। কাল রক্তের শিরের এ রকম কোনও ডুব্-ডুবুনি নাই। তার উপর হাত দিলে কিছুই জানিতে পারা যায় না। রাঙা রক্তের শির কাটিয়া গেলে ফিন্কি দিয়া রক্ত পড়ে। কাল রক্তের শির কাটিয়া গেলে রক্ত গড়াইয়া পড়ে। রাঙা রক্তের শিরের যে ডুব্-ডুবুনি বলিলাম, সে ডুব্-ডুবুনি কি জন্যে হয়?

তার মধ্যে রক্ত চলা ফেরা করে বলিয়াই হয়। ১০৯র পাতে বলিছি, পিচ্‌কিরি করিয়া চালাইয়া দিলে, রক্ত যেমন সব শিরের মধ্যে চলিয়া যায়, হৃৎপিণ্ডের মধ্যে এমনি কল বল আছে, আর এর নিজেরই এমনি শক্তি আছে যে, ঠিক্ সেই রকম পিচ্‌কিরির মত সব শিরের মধ্যে রক্ত চালাইয়া দেয়। হৃৎপিণ্ডের বলে শিরের মধ্যে এই রকম করিয়া যে রক্ত চলে, সে রক্ত বেগে চলে আর দমকে দমকে চলে। রক্ত এই রকম বেগে আর দমকে দমকে চলে বলিয়াই রাঙা রক্তের শিরের ও রকম দুব্-দুবুনি টের পাওয়া যায়। কাল রক্তের শিরের মধ্যেও ত ঐ রকম করিয়া রক্ত চলে। তবে কেন তার দুব্-দুবুনি টের পাওয়া যায় না ? রাঙা রক্তের শির আর রবারের নল সমান। রবারের নলের উপর আঙুল দিয়া চাপিলে চেপ্টা হইয়া যায়। আঙুল তুলিয়া লইলে আবার যে গোল নল, সেই গোল নলই হয়। রবারের নল পোরা থাকিলেও যেমন গোল, খালি হইলেও তেমনি গোল। রাঙা রক্তের শিরও ঠিক্ সেই রবারের নল। উপর থেকে চাপ পাইলে যেমন নুইয়া যায়, ভিতর থেকে চাড় পাইলে তেমনি ঠেলিয়া উঠে। যে চাপ পাইয়া নুইয়া যায়, সে চাপ গেলে আর সে রকম নুইয়া

থাকে না, যেমন ছিল তেমনি হয়। যে চাড় পাইয়া ঠেলিয়া উঠে, সে চাড় গেলে আর সে রকম ঠেলিয়া থাকে না, যেমন ছিল তেমনি হয়। যে জিনিশ টানিলে বাড়ে, আর ছাড়িয়া দিলে ছোট হইয়া যায়, কেবল সেই জিনিশেরই নলের এই গুণ আছে। সে জিনিশ আর কি? রবার। তবে রবারেরই নলের এই গুণ আছে। রাঙা রক্তের শিরেরও ঠিক্ এই গুণ আছে। এই জন্যে, তার ভিতর দিয়া বেগে আর দমকে দমকে রক্ত চালবার সময় তার ও রকম ছুব্ ছুবুনি টের পাওয়া যায়। কাল রক্তের শিরের এ রকম কোনও গুণ নাই। এই জন্যে, তার ভিতর দিয়া রক্ত চলিবার সময় তার ও রকম ছুব্-ছুবুনি টের পাওয়া যায় না। কাল রক্তের শির আর রাঙা রক্তের শির, এই দু রকম শিরের ইতর বিশেষ মনে করিয়া রাখা বড় দরকার।

তার পর বলি। বাতাসে দুটা জিনিশ আছে। এই দুটা জিনিশ বাতাসে মিশন থাকে। ফল কথা, এই দুটা জিনিশ দিয়াই বাতাস তয়ের হইয়াছে। সে দুটা জিনিশ কি কি? অক্সিজেন্ আর নাইট্রোজেন্। অক্সিজেন্ও এক রকম বাতাস; নাইট্রোজেন্ও এক রকম বাতাস। ডাক্তরেরা অক্সিজেন্ কি নাইট্রোজেন্কে বাতাস বলেন না। তাঁরা গ্যাস্

বলেন। গ্যাস্ না বলিয়া সোজা স্থজি বাতাস বলাই ভাল। গ্যাস্ কথাও আজ্ কাল্ চলিত হইয়াছে। কলিকাতার মুটে মজুরেও গ্যাসের আলো বলে। বাতাসে প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ অক্সিজেন, আর পাঁচ ভাগের চারি ভাগ নাইট্রোজেন্ আছে। অক্সিজেন্ আর নাইট্রোজেন্ ছাড়া বাতাসে আর একটী জিনিশ আছে। সে জিনিশটী কি? কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্। অক্সিজেন্ আর নাইট্রোজেন্ যেমন গ্যাস্, কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ও তেমনি এক রকম গ্যাস্। বাতাসে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ খুবই কম আছে। পঁচিশ ভাগ বাতাসে এক ভাগের বেশী নাই। অক্সিজেন্ আমাদের যেমন উপকারী, কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ তেমনি অপকারী। আমরা ফি নিশ্বাসে ফুস্ফোর মধ্যে যে বাতাস লই, সেই বাতাসের অক্সিজেনেই আমাদের বাঁচাইয়া রাখে। বাতাসে অক্সিজেন্ ঠিক্ থাকিলে, ফি নিশ্বাসে রক্ত বেশ পরিষ্কার হয়, আর শরীরও বেশ সুস্থ থাকে। কিন্তু কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ যত বেশী থাকে, ফি নিশ্বাসে রক্ত তত অপরিষ্কার হয়, আর শরীরও তত অসুস্থ হয়। মোটা কথায়, বাতাসের অক্সিজেন্ আমাদের প্রাণ, আর কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ আমাদের বিষ। এই জন্যেই, অক্সিজেনকে আমরা প্রাণ-বায়ু বলি।

আমরা কি নিশ্বাসে বাতাসের সঙ্গে এই প্রাণ-বায়ু ফুস্কোর মধ্যে লই, আর তাতেই বাঁচিয়া থাকি। আমরা যত বার নিশ্বাস ফেলি, তত বার কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি করি। এতে আমাদের নিশ্বাসে নিশ্বাসে বাতাস কতই খারাপ হয়! ক্রমে বাতাসের অক্সি-জেন্ খুবই কমিয়া যায় আর কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড খুবই বাড়ে। শেষে সে বাতাস এক বারে বিষ হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্যে, বাহিরের ভাল বাতাস ঘরের মধ্যে ভাল করিয়া খেলিতে দেওয়া এত দরকার। ছোট এক খানি ঘরে দশ বার জন লোক শুইয়া আছে। ঘরে ঘুলঘুলি জানালা নাই। কাযেই, বাহিরের বাতাস ঘরের মধ্যে ভাল করিয়া খেলিতে পারে না। এক এক জনে কি নিশ্বাসে বাতাসের সঙ্গে ফুস্কোর মধ্যে অক্সিজেন্ লই-তেছে। আর যত বার নিশ্বাস ফেলিতেছে, তত বার কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি করিতেছে। এতে ঘরের মধ্যের বাতাস টুকুকে বিষ করিয়া তুলিতে দশ বার জন লোকের কত ক্ষণ লাগে?

শুদু যে আমাদের নিশ্বাস ফেলাতেই কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি হয়, তা নয়। যে রকম আগুনই কেন হোক্ না, জ্বলিবার সময় তা থেকে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড সৃষ্টি হয়। এই জন্যে, আমরা নিশ্বাস ফেলিলে

যেমন কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড স্থষ্টি হয়, আগুনজ্বলিলেও তেমনি কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ স্থষ্টি হয়। কি নিশ্বাসে বাতাসের সঙ্গে ফুস্কোর মধ্যে আমরা অক্সিজেন্ লই। কাযেই, কি নিশ্বাসে আমরা বাতাসের অক্সি-জেন্ কমাইয়া ফেলি। আগুন জ্বলিলেও ঠিক্ সেই রকম ঘটে। বাতাসের অক্সিজেন্ নৈলে আলো জ্বলে না। কাযেই, আলো জ্বলিবার সময় বাতাসের অক্সিজেন্ ক্রমে কমিয়া যায়। তা ছাড়া, আলো জ্বলিবার সময় নিয়ত কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ স্থষ্টি হয়। এই জন্যে আমাদের নিশ্বাসে নিশ্বাসে ঘরের মধ্যের বাতাস যেমন খারাপ হয়, আগুন জ্বলিলেও বাতাস তেমনি খারাপ হয়।

বাতাসের অক্সিজেন্ নৈলে যে আলো জ্বলে না, তা তুমি মনে করিলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। হাঁড়ি, মাল্‌শা কি শরা দিয়া যদি একটী জ্বলন্ত প্রদীপ ঢাকা দেও, তবে তখনই সে প্রদীপটী নিবিয়া যায়। কিন্তু সেই হাঁড়ি, মালশা কি শরার গায়ে গুটি কতক ছাঁদা কি বিঁধ্ করিয়া যদি ঢাকা দেও, তবে প্রদীপ নিবে না। যার ভিতর আলো থাকে, তার মধ্যে বাতাস যাইবার পথ না থাকিলে আলো কখনও জ্বলে না—নিবিয়া যায়। এই জন্যে, লাল্ঠনের গলায় আর মাথায় ছোট ছোট সূক্ষ্ম ছিদ্র

রাখে। কাদা কি ময়দা দিয়া যদি সেই ছিদ্র গুলি বুজাইয়া দেও, তবে তার ভিতরকার আলো ক্রমে নিস্তেজ হইয়া খানিক পরেই নিবিয়া যায়। শুদ্ধু বাতাসেরই অভাবে কি আলো এই রকম করিয়া নিবিয়া যায়? না। শুদ্ধু তা নয়। আলো নিবিয়া যাইবার আর একটা কারণ হয়। সে কারণটা কি? কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্। কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ কোথা থেকে আসে? জ্বলন্ত প্রদীপ থেকে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড সৃষ্টি হয়। যে বাতাসের অক্সি-জেন্ নৈলে আলো জ্বলে না, সে বাতাস যাওয়া বন্ধ হইল। আবার যে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিডের সঙ্গে ছোঁওয়া ছুঁয়ি হইলে আলো নিবিয়া যায়, সেই কার্ব্ব-ণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি হইতে লাগিল। লাল্ঠনের গলায় আর মাথায় যে চারি পাঁচ সারি ছাঁদা থাকে, তার উপরকার ছাঁদা গুলি দিয়া কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ বাহির হইয়া যায়। আর নীচেকার ছাঁদা গুলি দিয়া লাল্ঠনের মধ্যে বাতাস যায়। এতে, যে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিডে আলো নিবাইয়া দেয়, সেই কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ বাহির হইয়া যায়। আর যে অক্সিজেন্ নৈলে আলো জ্বলে না, বাতাসের সঙ্গে সেই অক্সি-জেন্ লাল্ঠনের ভিতর যায়। আর এতেই, লাল্-ঠনের ভিতর আলো জ্বলিবার কোনও ব্যাঘাত হয় না।

বাতাসে অক্সিজেন্‌ও আছে, নাইট্রোজেন্‌ও আছে। তবে কেমন করিয়া জানিলে যে বাতাসের অক্সিজেন্ নৈলে আলো জ্বলে না ? তা জানা শক্ত নয়। জ্বলন্ত শলিতা নিবাইয়া আগুন থাকিতে থাকিতে সেই শলিতা অক্সিজেনের শিশির মধ্যে দিবা মাত্র তখনই খুব তেজে জ্বলিয়া উঠে। নাইট্রোজেনের শিশির মধ্যে দিলে শলিতার আগুন নিবিয়া যায়।

ছোট এক খানি ঘরে দুওর জানালা বন্ধ করিয়া দশ বার জন শুইয়া আছে। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। তেল শলিতা সব ঠিক্ আছে। কিন্তু আলো ক্রমে কম হইয়া আসিতে লাগিল। শেষে নিবিয়া যাইবার মত হইল। তেল শলিতা সব ঠিক্ থাকিতে প্রদীপ নিবিয়া যাইবার মত হইল কেন ? নিবিয়া যাইবার মত হইবেই ত। কি নিশ্বাসে দশ বার জনে বাতাসের সঙ্গে ফুস্ফোর মধ্যে কত অক্সিজেন্ লইতেছে ! আর কি বারে নিশ্বাস ফেলিয়া তারা কত কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি করিতেছে ! এ দিকে প্রদীপ জ্বলাতেও ঠিক্ সেই ফল হইতেছে। এ কথা এর আগেই বলিছি। তবেই দেখ, ঘরের মধ্যের বাতাসে অক্সিজেন্‌ও কমিয়া গেল, আবার বাড়্‌তির ভাগ অত কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ জন্মা হইল। এতে প্রদীপ

নিবিয়া যাইবার মত হবে না ত আর কিসে হবে? যে অক্সিজেন্ নৈলে আলো জ্বলে না, সে অক্সিজেন্ কমিয়া গেল। আবার যে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিডে আলো নিবাইয়া দেয়, সেই কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ ঘরে জমা হইতে লাগিল। এতে তেল শলিতা সব ঠিক্ থাকিতেও প্রদীপ নিবিবার মত হবে নৈ আর কি? ঘরের মধ্যে যদি এত কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ জমিত যে, প্রদীপ নিবিয়া যাইত, তবে ঘরের মধ্যে এক জন লোকও স্থির হইয়া থাকিতে পারিত না। হাঁপাইয়া মরিলাম বলিয়া সকলকে ছুটিয়া বাইরের বাতাসে আসিতে হইত। তবেই দেখ; আমাদের জীবন আর আলো দুই-ই সমান। অক্‌সি-জেন্ নৈলে জীবন রক্ষা হয় না। তেমনি, অক্সিজেন্ নৈলে আলোও জ্বলে না। আবার, কার্ব্বণিক্ য়্যাসিডে জীবন নষ্ট করে। তেমনি, কার্ব্বণিক্ য়্যাসিডে আলোও নিবাইয়া দেয়। বাতাসে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ খুব কম আছে। পঁচিশ ভাগ বাতাসে কেবল এক ভাগ কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ আছে। যেখানকার বাতাসে এর চেয়ে বেশী কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ আছে, সেখানে আমরা সুস্থ থাকিতে পারি না। শীঘ্রই একটা না একটা শক্ত রোগ হয়। যেখানকার বাতাসে খুব বেশী কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্

আছে, সেখানে আলো লইয়া গেলে যেমন নিবিয়া যায়, জীবনের আলোও তেমনি নিবিয়া যায়। এই জন্যে, বাতাসের ভাল মন্দর আলো একটী বেশ পরীক্ষা। মনে কর, অনেক দিনের একটী এঁধো কুও আছে। সেই কুওটী ঝালাইবার দরকার হইল। কুওর মধ্যের বাতাসের অবস্থা তুমি জান না। সে বাতাসে কত বেশী কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ আছে, তা তোমার জানা নাই। না জানিয়া শুনিয়া যদি তার মধ্যে কুমর নামাইয়া দেও ত, চাই কি, সে হাঁপাইয়া মরিতে পারে। এই জন্যে, মোটা মোটা পাঁচ ছয়টী শলিতা ধরাইয়া একটী প্রদীপ দড়ির ছিকেতে ঝুলাইয়া আগে কুওর মধ্যে নামাইয়া দিবে। কুওর ভিতর খানিক দূর গিয়াই যদি প্রদীপটী নিবিয়া যায়, তবে সে কুওর মধ্যে কারুই নামিতে দিও না। তার মধ্যে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ এত বেশী আছে যে, তার মধ্যে যে নামিবে, সেই মরিবে। এ রকম দুর্ঘটনা অনেক জায়গায় ঘটিয়া থাকে। ঝুড়ি খানেক গুঁড় চূণ বেশ করিয়া ছড়াইয়া ছড়াইয়া কুওর মধ্যে ঢালিয়া দিবে। তার পর খানিক বাদে চূণের সেই ঝুড়িটা ছিকে করিয়া কুওর মধ্যে তলা পর্য্যন্ত এক বার করিয়া নামাও আর এক বার করিয়া উঠাও। বিশ পঁচিশ বার এই রকম কর। ঝুড়িটা ছোট না

হইয়া একটু ফেরাল হইলে ভাল হয়। কার্ব্বণিক্ য়্যাসিডের সঙ্গে আর চূণের সঙ্গে বড় সম্বন্ধ। চূণে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ খাইয়া ফেলে। চূণ ঢালিয়া দেওয়ার পর যা কিছু কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ অবশিষ্ট থাকে, খালি ঝুড়ি ঐ রকম করিয়া বার কত তুলিলে আর নামাইলে তাও কুণ্ড থেকে উঠাইয়া ফেলা যায়। এই সব করার পর সেই রকম জ্বলন্ত একটা প্রদীপ কুণ্ডর মধ্যে নামাইয়া দেও। এবারে প্রদীপ নিবিবে না। প্রদীপ না নিবিলেই জানিলে কুণ্ডর মধ্যে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ আর সে রকম নাই। তার মধ্যে এখন যে সে নির্ব্বিঘ্নে নামিতে পারে।

আমরা যত বার নিশ্বাস ফেলি, তত বার কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি করি। নিশ্বাসও আমরা কি মিনিটে আঠার বার ফেলি। শুদ্ধ আমরা নৈ, জীব জন্তু মাত্রেই এই রকম করিয়া কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি করে। পৃথিবীতে মানুষ আর জীব জন্তু কতই আছে! কি মিনিটে এরা কতই কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি করিতেছে! যেখানকার বাতাসে একটু বেশী কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ আছে, সেখানে আমরা সুস্থ থাকিতে পারি না। খুব বেশী থাকিলে তখনই হাঁপাইয়া মরি। তবে যে এই কোটি কোটি মানুষ আর জীব জন্তু মিনিটে মিনিটে এত কার্ব্বণিক্

য়্যাসিড্ সৃষ্টি করিতেছে, সে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিডে আমাদের অপকার করে না কেন? সে কার্ব্বণিক য়্যাসিড্ কি থাকিতে পায়, তাই অপকার করিবে? থাকিলে আমরা এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতাম না। শরীর থেকে বিষ ব্যাহির করিয়া আমরাই আবার সেই বিষে মরিতাম। এত কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ তবে কোথায় যায়? গাছে খাইয়া ফেলে। আমরা যেমন নিশ্বাস লই আর নিশ্বাস ফেলি, গাছ পালাও তেমনি নিশ্বাস লয় আর নিশ্বাস ফেলে। আমাদের নিশ্বাস লইবার আর নিশ্বাস ফেলিবার যন্ত্র ফুস্কো। গাছ পালার নিশ্বাস লইবার আর নিশ্বাস ফেলিবার যন্ত্র পাতা। এক একটা পাতার দুই পিঠেই এমন হাজার হাজার ছিদ্র আছে। উপরকার চেয়ে নীচেকার পিঠে ছিদ্র বেশী আর বড় বড়। এই সব ছিদ্র এত ছোট যে নজর হয় না। এই সব ছিদ্র দিয়া গাছ পালা নিশ্বাস লয় আর নিশ্বাস ফেলে। আমরা বারে বারে নিশ্বাস ফেলিয়া যে বিষ অর্থাৎ যে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি করি, গাছ পালা যত বার নিশ্বাস লয়, তত বারই সেই বিষ অর্থাৎ সেই কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ পাতার দুই পিঠের সেই সব ছিদ্র দিয়া আপনাদের শরীরের মধ্যে লয়। আমাদের পক্ষে যে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ বিষ সে

কার্ব্বণিক্ য়্যাসিডে আমাদের জীবন নষ্ট করে, সেই কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ তাদের আহার, সেই কার্ব্বণিক্ য়্যাসিডেই তাদের জীবন রক্ষা করে। অক্সিজেন্ যেমন আমাদের জীবন, কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ তেমনি তাদের জীবন। সে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ নৈলে গাছ পালা বাঁচে না, আমরা যত বার নিশ্বাস ফেলি তত বার সেই কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি করি। আবার যে অক্সিজেন্ নৈলে আমরা এক মুহূর্ত্তও বাঁচি না, গাছ পালা যত বার নিশ্বাস ফেলে তত বারই সেই অক্সিজেন্ সৃষ্টি করে। তবেই দেখ, গাছ পালার সঙ্গে আমাদের কেমন একটী আশ্চর্য্য সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধ না থাকিলে আমরাও বাঁচিতাম না, জীব জন্তুও বাঁচিত না, গাছ-পালাও বাঁচিত না। দিনের বেলায় গাছ-পালা যত বার নিশ্বাস লয়, পাতার দুই পিঠের ছিদ্র দিয়া তত বারই কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ আপনাদের শরীরের মধ্যে লয়। আর যত বার নিশ্বাস ফেলে, পাতার সেই সব ছিদ্র দিয়া তত বারই অক্সিজেন্ ছাড়ে। রাত্রে বড় একটা অক্সিজেন্ ছাড়ে না। বরং এক আধটু কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ ছাড়ে। এই জন্যে, রাত্রে গাছ-তলায় শুইয়া থাকা বড় দোষ; আর, ঘর দুয়ারের খুব কাছে গাছ-পালা থাকা ভাল নয়।

এর আগেই বলিছি, আগুন জ্বালিবার সময় কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি হয়। এতেও কম কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি হয় না। দিনে দেখ, কত কোটি কোটি লোকে রাঁধে! তা থেকে কতই কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি হয়! রাত্রেও রাঁধে, তা ছাড়া ঘরে ঘরে প্রদীপও জ্বলে। এই জন্যে, দিনের চেয়েও রাত্রে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ বেশী সৃষ্টি হয়। এত যে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি হয়, এ কোথায় যায়? এ কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ও গাছ-পালায় খাইয়া ফেলে। খাইয়া ফেলেই বল, আর নিশ্বাস লইবার সময় পাতার দুই পিঠের সেই সব ছিদ্র দিয়া আপনাদের শরীরের মধ্যে লয়ই বল। আকা (উনান) জ্বলিলে, প্রদীপ জ্বলিলে, তবে ত ঘরের মধ্যের বাতাস খারাপ হয়? খারাপ হয়ই ত। এই জন্যে, রান্নাঘরে ধোঁওয়া-ঘর তয়ের করে। সেই ধোঁওয়া ঘরের ঠিক্ নীচে আকা কাটে। সেই আকায় রাঁধিলে যত ধোঁওয়া—যত কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্, সব সেই ধোঁওয়া-ঘর দিয়া বাহির হইয়া যায়। প্রদীপের জন্যেও এই রকম ধোঁওয়া-ঘর থাকিলে ভাল হয়। জ্বলন্ত প্রদীপ থেকে কম কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি হয় না। প্রদীপের শিশ থেকেও কম ঝুল-কালি পড়ে না। আমরা বেশ দেখিতে পাই, প্রদীপের

শিশ থেকে স্পষ্ট ঝুল-কালি উঠে। প্রদীপের শিশের উপর কোন জিনিশ ধরিলে একটু খানির মধ্যেই সে জিনিশটা যেন এক বারে ভুষ মাখা হইয়া যায়। সে ঝুল-কালি কোথায় যায়? কতক ঘরেই থাকিয়া যায়——ঘরের দেযালে, কার্ণিশে, কড়ি বরগায়, আড়ায়,চালে লাগিয়া থাকে—কতক নিশ্বা-সের সঙ্গে আমাদেব নাকের মধ্যে যায়। ঘরে যে ঝুল পড়ে, সে কোথা থেকে পড়ে? প্রদীপেব শিশ থেকে যে ঝুল কালি উঠে, সেই ঝুল কালি থেকেই ঘরে ঝুল হয। ঝুল জিনিশটে কি? মাকসার জালে প্রদী-পের শিশের ঝুল-কালি পড়িলে ঝুল তয়ের হয। রান্নাঘরে এই রকম ঝুল খুব বেশী পড়ে। তা পড়িবেই ত। প্রদীপের ছোট একটী শিশ থেকে কতই বা ঝুল কালি পড়িবে। কিন্তু জ্বলন্ত আকা থেকে এক বারে রাশি রাশি ঝুল কালি উঠে। হাঁড়ির পাছার ভুষই তার প্রমাণ। যদি বল নিশ্বা-সের সঙ্গে নাকের মধ্যে যে ঝুল-কালি যায, তা কেমন করিয়া জানা যাবে? তা জানা শক্ত নয়। যে ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, সে ঘর খানি যদি খুব ছোট হয়, আর দুওর জানালা সব বন্ধ থাকে, তবে সে ঘরে খানিক ক্ষণ থাকিয়া খুব ফর্শা ন্যাকড়া দিয়া যদি দুই নাকের ভিতর মুচিয়া ফেল, তবে সেই

ন্যাক্ড়ায় ভুষ মোছার মত দাগ পড়িবে। ঘরে খুব বাতাস খেলিতে পারিলে বাতাসের সঙ্গে ঝুল-কালি অনেক বাহির হইয়া যায়। এই জন্যে, নাকের মধ্যে তেমন কালি পড়িতে পারে না। ধোঁওয়া-ঘরের নীচে প্রদীপ জ্বলিলে সব ঝুল কালি বাহির হইয়া যায়। ঘরেও ঝুল পড়িতে পায় না, নাকের মধ্যেও কালি পড়িতে পারে না। কোটা ঘরের চেয়ে খড়ো ঘরে তবু অনেক রক্ষা। ধোঁওয়া ঘর না থাকিলে কোটা ঘরের উপর দিয়া ঝুল-কালি বা ধোঁওয়া বাহির হইতে পারে না। কিন্তু খড়ো ঘরের মরুলির ফাঁক দিয়া তা বাহির হইয়া যাইতে পারে। এই জন্যেই, আমাদের পাড়াগাঁয়ে গরিব লোকেরা বাঁচে। তাদের এক খানি বৈ ঘর নয়; সেই ঘরেই রাঁধে, সেই ঘরেই প্রদীপ জ্বলে, আর সেই ঘরেই শুইয়া থাকে।

প্রদীপের শিশের ঝুল-কালি নিশ্বাসের সঙ্গে নাকের মধ্যে যাওয়ার একটা গল্প করি। আর বৎসর মাঘ মাসে স্থানান্তরে কোন এক ভদ্র লোকের বাড়ীতে গিইছিলাম। রাত্রে যে ঘরে শুইছিলাম, বাড়ীর এক জন চাকর সেই ঘরে কিরোসীনের প্রদীপ একটী জ্বালিয়া দুওর জানালা সব বন্ধ করিয়া গিইছিল। তার পর দিন সকালে

বাড়ী আসিলাম। পথে আসিতে আসিতে নাক শুড়্ শুড়্ করিতে লাগিল। আঙুলে কাপড় দিয়া নাকের ভিতর মুচিয়া ফেলিলাম। মুচিয়া দেখি কাপড়ের সেই জায়গাটা এক বারে ভুষ মাখা। যত বার মুচি, তত বারই ঐ রকম ভুষ বাহির হয়। তার পর গলা টানিয়া গয়ের ফেলিলাম। এক বারে যেন ঝুল-কালির মত গয়ের উঠিল। যত বার গয়ের তুলি, তত বারই ঐ রকম কাল গয়ের উঠে। বাড়ীতে আসিয়া ভিজে ন্যাকড়া দিয়া নাকের ভিতর পরিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। তার পর দু তিন দিন পর্যন্ত কাল গয়ের উঠিছিল। ঘরের দুশুব জানালা খোলা থাকিলে আমার নাকের ভিতরকার আর গয়েরের অত দুর্দ্দশা হইত না। আমাদের সাবেক প্রদীপের শিশ থেকে অত ঝুল কালি উঠে না। কিরোসীনের প্রদীপের শিশ থেকে রাশি রাশি ঝুল-কালি উঠে। দেশী তেলের প্রদীপ থেকে পাঁচ বছরে ঘরে যে ঝুল কালি না পড়ে, কিরোসীনের প্রদীপ থেকে এক মাসে তার চেয়ে বেশী ঝুল-কালি পড়ে। তবু লোকে কিরোসীনের যে কেন এত আদর করে, তা বলিতে পারি না। শুদ্ধ দুর্গন্ধেরই জন্যে কিরোসীন ব্যবহার করা উচিত নয়। যে তেলের প্রদীপ জ্বলিলে দুর্গন্ধে

ঘরে তিষ্ঠন যায় না, ঝুল-কালিতে দু দিনেই ঘর ডুবিয়া যায়, ঘরের কাপড় চোপড় জিনিশ পত্র সব তেল কালিতে ডুবিয়া যায়, নাকের ভিতর, টাক্‌রার ভিতর, বায়ুনলী আর ফুস্ফোর মধ্যে পর্য্যন্ত ঝুল-কালি পড়ে, সে তেল নেলে আজ কাল আমাদের প্রদীপ জ্বালা হয় না। প্রদীপে কিরোসীনের তেল ব্যবহার আরম্ভ হইয়া অবধি, বোধ করি, কাশ-রোগের অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। কিরোসীনের প্রদীপ বলিয়া বাজারে যে এক রকম টিনের দোয়াত বিক্রি হয়, সেই দোয়াতে কিরোসীন তেল আর শলিতা দিয়া জ্বালিলে কিরোসীনের ঐ সব দোষ টের পাওয়া যায়। ইংরাজিতে যাকে কিরোসিন্ ল্যাম্প্ বলে, সেই ল্যাম্পে কিরোসীন্ জ্বালাইলে তা থেকে ঝুল-কালি মোটেই উঠে না, কিরোসীনের দুর্গন্ধও টের পাওয়া যায় না, আর আলোও খুব ধব্‌ধবে পরিষ্কার হয়। কিরোসীন্ তেলের যা কিছু গুণ, কিরোসীন্ ল্যাম্প ব্যবহার করিলে তা জানা যায়। কিরো-সীনের কি গুণ? কিরোসীন্ তেলের আলো খুব ফর্শা, ঠিক যেন গ্যাসের আলো। একটা কিরো-সীন্ ল্যাম্প জ্বালিলে যে আলো হয়, পাঁচিশটা প্রদীপে সে আলো হয় না। টিনের দোয়াতে কিরোসীন্ জ্বালাইলে সে রকম আলো হওয়া

দূরে থাক, তার কাছাকাছিও হয় না। যে জন্যে কিরোসীন্ জ্বালা, তাই যদি না হইল, তবে মিছামিছি ঘর নোংরা আর কাশ রোগ সৃস্থ করিবার দরকার কি? এই জন্যে বলিতেছি, সাজ-পাট শুদ্ধ কিরোসীন্ ল্যাম্প যাঁরা ব্যবহার না করিতে পারিবেন, তাঁরা যেন আমাদের সাবেক প্রদীপই ব্যবহার করেন। কিরোসীন্ ল্যাম্প ব্যবহার করায় বিপদ্ নাই এমন নয়। কখন কখন বন্দুকের মত আওয়াজ হইয়া কিরোসীন্ ল্যাম্প ফাটিয়া যায়। ফাটিয়া গায়ে লাগিলে বড় বিপদ্। জায়গা বিশেষে লাগিলে মৃত্যুও হইতে পারে। তার পর বলি—তবেই দেখ, ঘরের মধ্যের বাতাসে যা থাকে, নিশ্বাসের সঙ্গে নাক দিয়া ফুল্‌কোর মধ্যে যায়। এক আধ দিনেই যে এক বারে শক্ত ব্যামো জন্মিয়া যায়, তা নয়। তবে বেশী দিন হইলে ফুল্কোর একটা না একটা ব্যামো হয়-ই। ফল কথা খারাপ বাতাস নিশ্বাসের সঙ্গে ফুল্কোর মধ্যে নিয়ত লইয়া কেহই অনেক দিন ভাল থাকিতে পারেন না। একটা শক্ত রকম কাশ রোগ তার হবই হয়। যারা বড় বড় আড়তে রোজ রোজ রাশি রাশি সরিষা মসিনার (তিষি) ওজন দেয়, নিশ্বাসের সঙ্গে ফুল্কোর মধ্যে ধুল গিয়া তাদের মধ্যে অনে-

কের অনেক রকম কাশ রোগ জন্মিয়া যায়। কারো ব্রংকাইটিস্ হয়, কারো নিমুমোনিয়া হয়, কারো বা ক্ষয়কাশ (থাইসিস্) হয়। ওজন দিবার সময় কাপড় দিয়া নাক মুখ জুত বরাত করিয়া ঢাকিতে পারিলে ফুস্কোর মধ্যে ধূল যাওয়া অনেক নিবারণ হয়। শুদ্ধ ধূল বলিয়া কেন, পরিষ্কার বাতাস ছাড়া নিশ্বাসের সঙ্গে ফুস্কোর মধ্যে আর যা যাবে, তাতেই ফুস্কোর ব্যামো হইবার কথা।

তার পর বলি। এর আগেই বলিছি যে ফুস্কোর মধ্যে হাজার হাজার নলি আছে, আর এই হাজার হাজার নলি থেকে এমন লক্ষ লক্ষ বায়ুকোষ তয়ের হইয়াছে। এই লক্ষ লক্ষ বায়ুকোষের গায়ে চুলের মত সরু এমন কোটি কোটি শির যেন জাল দিয়া ছাকিয়া রহিয়াছে। নিশ্বাস ফেলিয়া আবার নিশ্বাস লইতে যে একটু দেরি হয় বলিছি, সেই সময় টুকুর মধ্যে পরিষ্কার রক্ত অপরিষ্কার হইয়া চুলের মত সরু সেই কোটি কোটি শিরে আসিয়া জমে। এ দিকে যে নিশ্বাস লও, সেই লক্ষ লক্ষ বায়ুকোষ অমনি বাতাসে পুরিয়া যায়। রক্তে যে রাঙা আর শাদা বিন্দু আছে বলিছি, সেই সব রাঙা বিন্দুর এক একটীর মধ্যে খুব রাঙা রঙের একটী জিনিশ আছে। রাঙা রঙের সেই জিনিশটীতে লোওয়া (লৌহ) আছে।

এই জন্যে, লৌহ-ঘটিত অসুদ আমাদের এত কাযে লাগে। এর পর এ সব কথা ভাল করিয়া বলিব। রাঙা রঙের সেই জিনিশটার সঙ্গে আর অক্সিজেনের সঙ্গে এমনি সম্বন্ধ যে, বাতাসের সঙ্গে ছোওয়া ছুঁয়ি হইলে অমনি অক্সিজেন টানিয়া লয়। এই জন্যে, নিশ্বাস লইলে লক্ষলক্ষ বায়ুকোষ যে বাতাসে পূরিয়া যায়, বায়ুকোষের গায়ে চুলের মত যে সব সরু সরু শির জালের মত ছাকিয়া আছে, সেই সব শিরের ভিতরকার রক্তের রাঙা বিন্দু অমনি সেই বাতাসের অক্সিজেন্ টানিয়া লয়। যে টানিয়া লয়, সেই অমনি রক্তের রং রাঙা টকটকে হয়। আগেকার মত অপরিষ্কার আর কাল থাকে না। যত বার নিশ্বাস লও, তত বারই রক্তের রাঙা বিন্দু এই রকম করিয়া বাতাসের অক্সিজেন্ টানিয়া লয়। অক্সিজেন্ টানিয়া লইয়া কি করে? শরীরের সব জায়গায় দিয়া দিয়া বেড়ায়। ফুস্কোর বায়ুকোষের গায়ের শিরের রক্ত কেমন করিয়া সব জায়গায় যায়? এই সব চুলের মত সরু সরু শিরের রক্ত ফুস্কোর খুব বড় একটা শির দিয়া হৃৎপিণ্ডের (হার্টের) বাঁ কুটু-রিতে যায়। তার পর, হৃৎপিণ্ডের বাঁ কুটুরি থেকে খুব বড় একটা ধমনী দিয়া সেই রক্ত শরীরের সব জায়গায় যায়। ধমনী কাকে বলে, শির কাকে

বলে, আর ধমনী আর শিরের তফাত কি, এর আগেই সে সব বেশ করিয়া বলিছি। এখন ধমনী আর শির এ দুয়ে যেন গোলমাল করিও না। শরীরের মধ্যে যত ধমনী আর শির আছে, সব চেয়ে এই ধমনীটী বড়। হৃৎপিণ্ড থেকে উঠিয়াছে বলিয়া এই ধমনীকে হৃৎপিণ্ডের ধমনী বলে। ভাল বাঙ্গালায় হৃদ্ধমনী বলে। ডাক্তরেরা এয়র্টা বলেন। হৃৎপিণ্ডের ধমনী, হৃদ্ধমনী আর এয়র্টা, এর মধ্যে যে নামটী তোমার সোজা বলিয়া বোধ হবে, সেই নামটিই মনে করিয়া রাখ। গাছের গুঁড়ি আর হৃৎপিণ্ডের এই ধমনী সমান। গাছের গুঁড়ি থেকে যেমন ডাল পালা বাহির হয়, হৃৎপিণ্ডের ধমনী থেকে তেমনি সব ডাল পালা বাহির হইয়াছে। শরীরের মধ্যে যেখানে যে ধমনী দেখিবে, সে এই বড় বা গুঁড়ি ধমনীর ডাল। গাছের গুঁড়ি থেকেই কিছু সরু সরু ডাল বাহির হয় না। প্রথমে মোটা ডাল বাহির হয়। তার পর সেই মোটা ডাল থেকে সরু ডাল বাহির হয়। আবার সেই সরু ডাল থেকে তার চেয়েও সরু ডাল বাহির হয়। এই রকম করিয়া শেষে সরু একটী কাটির মত ডাল বাহির হয়। হৃৎপিণ্ডের এই গুঁড়ি ধমনী থেকেও ঠিক্ সেই রকম করিয়া ডাল বাহির হইয়াছে।

চুলের মত যে সব সরু ধমনী, সেই সব ধমনী এই গুঁড়ি-ধমনীর শেষ ডাল পালা। হৃৎপিণ্ডের এই গুঁড়ি-ধমনীর ডাল পালা এই রকম করিয়া শরীরের সব জায়গায় ছড়াইয়া আছে। তবেই দেখ, হৃৎ-পিণ্ডের এই গুঁড়ি-ধমনী দিয়া গিয়া রক্তের সেই সব রাঙা বিন্দু শরীরের সব জায়গায় অক্‌সিজেন্ দিয়া দিয়া বেড়াইতে পারে কি না। শরীরের সব জায়গা-তেই অক্‌সিজেনের দরকার। শরীরের মাংস, মাথার ঘিলু, আর পিঠের শিরদাঁড়ার ভিতরকার মাইজ্ (মজ্জা) এই তিনটী জিনিশে অক্সিজেনের যেমন দর-কার, এমন আর কিছুতেই নয়। এ সব কথা এর পর আর এক বার ভাল করিয়া বলিব। শরীরের সব জায়গায় এই রকম করিয়া অক্সিজেন্ দিয়া দিয়া বেড়া-ইতে রাঙা বিন্দু গুলির অক্সিজেন্ প্রায় ফুরাইয়া যায়। অক্সিজেনের বদলে সেই সব জাযগা থেকে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ রক্তে আসে। নিশ্বাস ফেলিয়া যে কার্ব্ব-ণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি করি বলিছি, সে এই কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্। এই জন্যে, রক্তের তেমন টক্‌টকে রাঙা রং আর থাকে না। এই অপরিষ্কার রক্ত শির দিয়া হৃৎপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরিতে যায়। তার পর, হৃৎ-পিণ্ডের ডাইন্ কুটুরি থেকে বড় একটা শির দিয়া ফুস্ফোর সেই লক্ষ লক্ষ বায়ুকোষের গায়ে চুলের

মত সরু সরু শিরে গিয়া উপস্থিত হয়। এই রকম করিয়া শরীরের মধ্যে রক্ত নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর মুহুর্মুহ অপরিষ্কার হইতেছে আর পরিষ্কার হইতেছে। হৃৎপিণ্ডের বাঁ কুটুরি থেকে হৃৎপিণ্ডের সেই গুঁড়ি ধমনী দিয়া শরীরের সব জায়গায়, শরীরের সেই সব জায়গা থেকে ছোট বড় শির দিয়া খুব বড় দুটী শিরে, এই দুটী বড় শির দিয়া হৃৎপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরিতে, তার পর হৃৎপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরি থেকে একটা ধমনী দিয়া ফুস্কোর সেই সব বায়ুকোষের গায়ে চুলের মত সরু সরু শিরে, শেষে সেই সব সরু সরু শির থেকে ফুস্কোর মোটা চারিটা শির দিয়া হৃৎপিণ্ডের বাঁ কুটুরিতে——এই রকম করিয়া শরীরের মধ্যে রক্ত নিয়ত ঘুরিয়া বেড়ায়। ডাক্তরেরা একেই সর্কুলেশন্ অব্ ব্লড্ বলেন। সর্কুলেশন্ অব্ ব্লড্ ইংরিজি কথা। এর ভাল বাঙ্গালা রক্তসঞ্চালন। হৃৎপিণ্ডের বাঁ কুটুরি থেকে শরীরের সব জায়গায় পরিষ্কার রক্ত যাইবার জন্যে যেমন একটী গুঁড়ি ধমনী আছে বলিছি; শরীরের সেই সব জায়গা থেকে হৃৎপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরিতে অপরিষ্কার রক্ত আসিবার তেমনি দুটী গুঁড়িশির আছে। একটী উপরকার গুঁড়ি শির, আর একটী নীচেকার গুঁড়ি-শির। উপরকার গুঁড়ি-শিরের

সঙ্গে আর হৃৎপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরির উপরের সঙ্গে যোগ আছে। আর নীচেকার গুঁড়ি শিরের সঙ্গে আর হৃৎপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরির নীচের সঙ্গে যোগ আছে। উপরকার গুঁড়ি-শির দিয়া শরীরের উপরকার অর্দ্ধেকের অপরিষ্কার রক্ত হৃৎপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরিতে আসে। আর নীচেকার গুঁড়ি-শির দিয়া শরীরের নীচেকার অর্দ্ধেকের অপরিষ্কার রক্ত হৃৎপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরিতে যায়। নীচেকার গুঁড়ি-শিরের চেয়ে উপরকার গুঁড়ি-শির ঢের ছোট। উপরকার গুঁড়ি-শির ৫। ৬ আঙুলের বেশী নয়। নীচেকার গুঁড়ি শির নাইয়ের সম্নাসম্নি জায়গা থেকে এক বারে বরাবরি লম্বা হইয়া হৃৎপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরির তলা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। আর উপরকার গুঁড়ি শির কণ্ঠার প্রায় নীচে থেকে হৃৎপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরির উপর পর্য্যন্ত নামিয়াছে। উপরকার গুঁড়ি-শিরটী দুটী মোটা শির দিয়া তয়ের হইযাছে। নীচেকার গুঁড়ি শিরও তেমনি দুটী মোটা শির দিয়া তয়ের হইযাছে। একটী গাছের যদি কেবল দুটী মোটা ডাল থাকে, আর সেই দুটী ডাল নীচের দিকে আছে আর গুঁড়িটী উপর দিকে আছে, ভাবিয়া লও, আর সেই ডাল দুটী দিয়া অর্থাৎ ডাল দুটী একত্র মিলিয়া গুঁড়ি তয়ের

হইয়াছে ভাব, তবে নীচেকার গুঁড়ি-শির মোটা দুটী শির দিয়া কেমন করিয়া তয়ের হইয়াছে বেশ বুঝিতে পারিবে। উপরকার গুঁড়ি-শিরের বেলায়ও ঠিক্ সেই রকম ভাবিবে। তবে তফাত এই, যে এবারে তোমাকে গাছটী উল্টাইয়া লইতে হইবে না। কেন না, যে দুটী মোটা শির দিয়া উপরকার গুঁড়ি-শির তয়ের হইয়াছে, সে দুটী মোটা শির উপরদিকে আছে। নীচেকার যে দুটী মোটা শির দিয়া নীচেকার গুঁড়ি-শির তয়ের হইয়াছে, নীচেকার অর্দ্ধেক শরীরে ছোট বড় যত শির আছে, সব শিরের রক্ত সেই দুটী মোটা শিরে যায়, আবার সেই দুটী মোটা শির থেকে নীচেকার গুঁড়ি-শিরে যায়। তেমনি, উপরকার যে দুটী মোটা শির দিয়া উপরকার গুঁড়ি শির তয়ের হইয়াছে, উপরকার অর্দ্ধেক শরীরে ছোট বড় যত শির আছে, সব শিরের রক্ত সেই দুটী মোটা শিরে যায়, আবার সেই দুটি মোটা শির থেকে উপরকার গুঁড়ি শিরে যায়। উপরকার গুঁড়ি শিরকে ডাক্তরেরা স্তুপিরিয়র্ ভীনা কেবা বলেন। ভাল বাঙ্গালায় ঊর্দ্ধ মহাশিরা বলা যায়। নীচেকার গুঁড়ি-শিরকে তাঁরা ইন্‌ফিরিয়র্ ভীনাকেবা বলেন। ভাল বাঙ্গালায় অধো-মহাশিরা বলা যায়।

এর আগে হৃৎপিণ্ডের কেবল ডাইন্ আর বাঁ কুটুরির কথা বলিছ। ফল কিন্তু তা নয়। হৃৎপিণ্ডের চারিটা কুটুরি আছে। হৃৎপিণ্ড জিনিশটা কি আগে বলি, তার পর হৃৎপিণ্ডের চারিটা কুটুরির কথা বলিব। হৃৎপিণ্ডকে ইংরিজিতে হার্ট বলে, এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। হৃৎপিণ্ড মাংসের একটী থলী বৈ আর কিছুই নয়। এই থলির উপর দিক্ মোটা, আর নীচের দিক্ সরু। মোটা দিক্কে হৃৎপিণ্ডের গোড়া বলে, আর সরু দিক্কে হৃৎপিণ্ডের আগা বলে। রোগা, কাহিল মানুষের বাঁ মাইয়ের নীচে হাত দিলে যে ধুক্-ধুক্ করা জানিতে পারা যায়, হৃৎপিণ্ডের আগা এক বার করিয়া উঠে আর পড়ে বলিয়া ও জায়গায় ও রকম ধুক্-ধুক্ টের পাও। হৃৎপিণ্ডের আগা ঐ জায়গায় পাঁজরে এক বার করিয়া আসিয়া লাগে আর সরিয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের আগা পাঁজরে ও রকম করিয়া আসিয়া লাগে আর সরিয়া যায় কেন? ১০৯র পাতে বলিছি, পিচ্কিরি করিয়া চালাইয়া দিলে, রক্ত যেমন সব শিরের মধ্যে চলিয়া যায়, এই যন্ত্রের (হৃৎপিণ্ডের) মধ্যে এমনি কল বল আছে, আর এর নিজেরই এমনি শক্তি আছে, যে ঠিক্ সেই রকম পিচ্কিরির

মত সব শিরের মধ্যে রক্ত চালাইয়া দেয়। হৃৎপিণ্ডের এই শক্তি কি রকম, এখন তাই বলিব। মনে কর, চামড়ার একটা থলি আছে। সেই থলীর এক মুড়োয় একটা কি দুট ফুট আছে। এই ফুটো দিয়া থলিতে জল পূর। জল পুরিয়া যে মুড়োয় ফুটো আছে, সেই মুড়ো উপর দিক্ করিয়া থলিটী হাতে করিয়া লও। কাইত বা উপুড় না করিয়া সেই ফুটো দিয়া যদি থলির জল বাহির করিয়া দিতে চাও, তবে কি করিবে? এক হাত দিয়াই হোক্, আর দু হাত দিয়াই হোক্, থলিটী ধরিয়া জোরে চাপন 'দলেই উপরকার ফুটো দিয়া জল বাহির হইয়া যাবে। পিচ্‌কিরির জল যেমন জোরে বাহির হইয়া যায়, থলির জলও তেমনি জোরে বাহির হইয়া যাবে। উপরকার ফুটো দিয়া জল বাহির করিয়া দিবার জন্যে জল-পোরা থলিটে তোমাকে হাত দিয়া চাপিতে হইল। হৃৎপিণ্ডের উপরকার ফুটো দিয়া হৃৎপিণ্ডের ভিতরকার রক্ত বাহির করিয়া দিবার জন্যে হৃৎপিণ্ডকে ও রকম করিয়া কারুই চাপিয়া ধরিতে হয় না। হৃৎপিণ্ড নিজেই জড়-শড় হইয়া চাপ দিয়া ভিতরকার রক্ত উপরকার ফুটো দিয়া বাহির করিয়া দেয়। হৃৎপিণ্ডের এই রকম জড় শড় হইয়া ভিতরকার রক্তের

উপর চাপ দেওয়াকে ডাক্তরেরা হৃৎপিণ্ডের কণ্ট্রাক্-শন বলেন। কণ্ট্রাকশন্ ইংরিজি কথা। এর ভাল বাঙ্গালা কথা সংকোচন। সংকোচনকে সোজা বাঙ্গালায় জড় শড় হওয়া বলে। হৃৎপিণ্ড জড়-শড় হইয়া ভিতরকার রক্তের উপর এই রকম করিয়া চাপ দেয় বলিয়াই হৃৎপিণ্ডের আগা বাঁ মাইয়ের নীচে পাঁজরে ঐ রকম করিয়া বারে বারে আসিয়া লাগে। হৃৎ-পিণ্ড জড়-শড় হইয়া ভিতরকার রক্তের উপর যখন এই রকম করিয়া চাপ দেয়, তখনই হৃৎপি-ণ্ডের আগা বাঁ মাইয়ের নীচে পাঁজরে আসিয়া লাগে, আর তখনই নাড়ীর ডুব্-ডুবুনি টের পাওয়া যায়। তবেই দেখ, এই তিনটী ঘটনা ঠিক্ এক সময়েই হয়। হৃৎপিণ্ড যে জড়-শড় হইয়া ভিতরকার রক্তের উপর এই রকম করিয়া চাপ দেয়, তা কিছু তুমি দেখিতে পাও না। তবে হাত ধরিয়া নাড়ী দেখিয়া তা বেশ ঠিক্ করিতে পার। রোগা, কাহিল মানুষের বাঁ মাইয়ের নীচে হাত দিয়াও তা ঠিক্ করিতে পার। এর আগেই বলিছি, হৃৎপিণ্ডের বলে শিরের মধ্যে যে রক্ত চলে, সে রক্ত বেগে চলে আর দমকে দমকে চলে। রক্ত এই রকম বেগে আর দমকে দমকে চলে বলিয়াই রাঙ্গা রক্তের শিরের (ধমনীর) ও রকম ডুব্-ডুবুনি টের

পাওয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের আবার বল কি? জড়-শড় হইয়া ভিতরকার রক্তের উপর চাপ দেওয়াকেই হৃৎপিণ্ডের বল বলে। এই জন্যে, নাড়ী দেখিয়া হৃৎপিণ্ডের ও রকম জড়-শড় হইয়া ভিতরকার রক্তের উপর চাপ দেওয়া ঠিক্ করিতে পার।

এখন হৃৎপিণ্ডের ভিতরকার কুটুরির কথা বলি। হৃৎপিণ্ডের ভিতরে চারিটী কুটুরি আছে। উপরে দুটী, নীচে দুটী। উপরকার দুটী কুটুরির মাঝের দেয়ালে কোন ফুটো, ফাটা, পথ বা দুওর নাই। কাযেই, এক কুটুরি থেকে আর এক কুটুরিতে রক্ত যাতায়াত করিতে পারে না। ছেলে যত দিন পেটে থাকে, তার হৃৎপিণ্ডের মাঝে ঐ দেয়ালে একটী গোল ফুটো থাকে। এই ফুটো দিয়া উপরকার ডাইন্ কুটুরির রক্ত বাঁ কুটুরিতে যায়। ছেলে যে ভূমিষ্ঠ হয়, সেই ও ফুটো দিয়া রক্ত যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়। ফুটোটীও আপনিই বুজিয়া যায়। ফুটোর কেবল দাগটী থাকে। নীচেকার দুই কুটুরির মাঝের দেয়ালের কোন ফুটো, ফাটা, পথ বা দুওর নাই। কাযেই, এক কুটুরি থেকে আর এক কুটুরিতে রক্ত যাতায়াত করিতে পারে না। উপরকার দুটী কুটুরির চেয়ে নীচেকার দুটী কুটুরি বড়। উপরকার ডাইন্ কুটুরি

থেকে নীচেকার ডাইন্ কুটুরিতে রক্ত আসিবার একটী পথ আছে। এই পথ একটী ফুটো বৈ আর কিছুই নয। এই ফুটো ঢাকিবাব বা বন্ধ করিবার একটী কপাট আছে। উপরকার ডাইন্ কুটুরিব মেজে আর নীচেকার ডাইন্ কুটুরির ছাদ যে এক, তা কি আর বলিতে হবে? উপরকাব বাঁ কুটুরি থেকে নীচেকার বাঁ কুটুরিতে রক্ত আসিবারও তেমনি একটী পথ আছে। এ পথও একটী ফুটো বৈ আর কিছুই নয়। এই ফুটো ঢাকিবার বা বন্ধ কবিবারও একটী কপাট আছে। উপরকার বাঁ কুটুরির মেজে আর নীচেকার বাঁ কুটুরির ছাদ এক। উপরকার ডাইন্ কুটুরি থেকে উপরকার বাঁ কুটু-রিতে রক্ত যাতাযাত করিবার যেমন কোনও পথ নাই, নীচেকার ডাইন্ কুটুরি থেকে নীচেকার বাঁ কুটুরিতেও রক্ত যাতায়াত করিবার তেমনি কোনও পথ নাই। অর্থাৎ নীচেকার দুই কুটুরির মাঝের দেয়ালেও কোন ফুটো, ফাটা, পথ বা দুওর নাই। এর আগেই বলিছি, হৃৎপিণ্ডের বাঁ কুটুরি থেকে হৃৎপিণ্ডের সেই গুঁড়ি-ধমনী আর তার ডালপালা দিয়া পরিষ্কার রক্ত শরীরের সব জায়গায় যায়। আবার এই মাত্র বলিলাম, হৃৎপিণ্ডের ভিতর চারিটী কুটুরি আছে। উপরকার

ডাইন্ কুটুরি, নীচেকার ডাইন্ কুটুরি; উপরকার বাঁ কুটুরি, আর নীচেকার বাঁ কুটুরি। তবে হৃৎপিণ্ডের বাঁ দিকের কোন্ কুটুরি থেকে হৃৎপিণ্ডের গুঁড়ি ধমনী আর তার ডাল-পালা দিয়া পরিস্কার রক্ত শরীরের সব জায়গায় যায়? হৃৎপিণ্ডের নীচেকার বাঁ কুটুরি থেকে হৃৎপিণ্ডের গুঁড়ি-ধমনী আর তার ডাল পালা দিয়া পরিষ্কার রক্ত শরীরের সব জায়গায় যায়। হৃৎপিণ্ডের নীচেকার বাঁ কুটুরির কোন্ দিকে হৃৎপিণ্ডের গুঁড়ি ধমনী লাগান আছে? উপর দিকে। এই জায়গায় একটী ফুটো আছে। এই ফুটোয় হৃৎপিণ্ডের গুঁড়ি-ধমনী ঠিক্ যেন একটী নলের মত লাগান আছে। এই ফুটো, পথ, বা দুওর ঢাকিবার একটী কপাট আছে। এর আগে বলিছি, ফুস্কোর লক্ষ লক্ষ বায়ুকোষের গায়ে জালের মত বিছান চুলের মত সরু কোটি কোটি শির থেকে ফুস্কোর মোটা শির দিয়া পরিষ্কার রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাঁ কুটুরিতে যায়। হৃৎপিণ্ডের বাঁ দিকের কোন্ কুটুরিতে যায়? উপরকার বাঁ কুটুরিতে যায়। ফুস্কোর অমন কয়টা মোটা শির দিয়া পরিষ্কার রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাঁ দিকের উপরকার কুটুরিতে যায়? চারিটী শির দিয়া। এই চারিটী শিরের দুটী হৃৎপিণ্ডের বাঁ দিকের উপরকার কুটুরির ডাইন্ দিকে,

আর দুটী তার বাঁ দিকে লাগান আছে। ফুস্কোর লক্ষ লক্ষ বায়ুকোষের গায়ে জালের মত বিছান চুলের মত সরু কোটি কোটি শির থেকে ফুস্কোর ঐ চারিটী মোটা শির দিয়া পরিষ্কার রক্ত হৃৎপিণ্ডের উপরকার বাঁ কুটুরিতে যায়; তার পর, উপরকার বাঁ কুটুরির তলায় বা মেজেতে যে ফুটো, পথ বা দুওর আছে বলিছি, সেই ফুটো দিয়া নীচেকার বাঁ কুটুরিতে যায়; শেষে নীচেকার বাঁ কুটুরি থেকে হৃৎপিণ্ডের গুঁড়ি ধমনী দিয়া শরীরের সব জায়গায় যায়। এর আগে বলিছি, নীচেকার অর্দ্ধেক শরীরের অপরিষ্কার রক্ত নীচেকার গুঁড়ি শির দিয়া, আর উপরকার অর্দ্ধেক শরীরের অপরিষ্কার রক্ত উপরকার গুঁড়ি-শির দিয়া হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্‌ কুটুরিতে যায়; তার পর, উপরকার ডাইন্‌ কুটুরির তলায় বা মেজেতে যে ফুটো, পথ বা দুওর আছে বলিছি, সেই ফুটো দিয়া নীচেকার ডাইন্‌ কুটুরিতে যায়; শেষে নীচেকার ডাইন্‌ কুটুরি থেকে ফুস্কোর একটা ধমনী দিয়া সেই অপরিষ্কার রক্ত ফুস্কোর সেই লক্ষ লক্ষ বায়ুকোষের গায়ে জালের মত বিছান চুলের মত সরু সরু শিরে গিয়া উপস্থিত হয়। হৃৎপিণ্ডের নীচেকার ডাইন্‌ কুটুরির কোন্‌ দিকে ফুস্কোর ঐ ধমনী লাগান আছে? উপর

দিকে। এই জায়গায় হৃৎপিণ্ডের গায়ে একটী ফুটো আছে। এই ফুটোয় ফুস্কোর ঐ ধমনী নলের মত লাগান আছে। এই ফুটো, পথ বা দুওর ঢাকিবার একটী কপাট আছে।

কিসের বলে আর কেমন করিয়া শরীরের মধ্যে রক্ত নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আর অপরিষ্কার রক্ত কেমন করিয়া পরিষ্কার হইতেছে, এক রকম মোটা-মুটি বলিলাম। আর এক বার ভাল করিয়া বলি। নীচেকার অৰ্দ্ধেক শরীরের অপরিষ্কার কাল রক্ত ছোট বড় অনেক শির দিয়া নীচেকার দুটী মোটা শিরে যায়। তার পর নীচেকার এই দুটী মোটা শির থেকে নীচেকার গুঁড়ি-শির (অধোমহা-শিরা—ইন্‌ফিরিয়র্ বীনা কেবা) দিয়া হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্ কুটুরিতে যায়। আর উপরকার অৰ্দ্ধেক শরীরের অপরিষ্কার কাল রক্ত ছোট বড় অনেক শির দিয়া উপরকার দুটী মোটা শিরে যায়। তার পর উপরকার এই দুটী মোটা শির থেকে উপরকার গুঁড়ি-শির (উৰ্দ্ধমহাশিরা—সুপিরিয়র্ বীনা কেবা) দিয়া হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্ কুটু-রিতে যায়। নীচেকার অৰ্দ্ধেক শরীরের অপরিষ্কার কাল রক্ত, আর উপরকার অৰ্দ্ধেক শরীরের অপরি-ষ্কার কাল রক্ত এই রকম করিয়া ঠিক্ এক সময়েই

হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্ কুটুরিতে গিয়া পড়ে। এই অপরিষ্কার কাল রক্ত হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্ কুটুরি থেকে নীচেকার ডাইন্ কুটুরিতে যায়। তার পর, নীচেকার ডাইন্ কুটরি থেকে ফুস্ফোর বড় ধমনী দিয়া ফুস্ফোর লক্ষ লক্ষ বায়ুকোষের গায়ে জালের মত বিছান চুলের মত সরু সরু শিরে যায়। এই লক্ষ লক্ষ বায়ুকোষের ভিতরকার বাতাসের অক্সিজেন্ লইয়া সেই অপরিষ্কার কাল রক্ত পরিষ্কার আর লাল টক্‌টকে হয়। তার পর, এই পরিষ্কার আর লাল টক্‌টকে রক্ত চুলের মত সেই সব শির থেকে ফুস্ফোর চারিটা মোটা শির দিয়া হৃৎপিণ্ডের উপরকার বাঁ কুটুরিতে যায়। তার পর, উপরকার বাঁ কুটুরি থেকে এই পরিষ্কার লাল রক্ত নীচেকার বাঁ কুটুরিতে যায়। শেষে নীচেকার বাঁ কুটুরি থেকে এই পরিষ্কার লাল রক্ত হৃৎপিণ্ডের গুঁড়ি ধমনী (হৃদ্ধমনী—এয়র্টা) আর তার ডাল-পালা দিয়া শরীরের সব জায়গায় যায়। এই রকম করিয়া শরীরের মধ্যে রক্ত নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর মুহুর্মুহু অপরিষ্কার হইতেছে আর পরিষ্কার হইতেছে।

তার পর বলি। এর আগেই বলিছি, মৃত্যু দু রকমে হয়। (১) যে কারণেই হোক, ফুস্ফোর

মধ্যে বাতাস যাওয়া বন্ধ হইলেই মৃত্যু হয়। ফুস্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়া বন্ধ হইলে কেন মৃত্যু হয়, এত ক্ষণ তাই বলিতেছিলাম। আর তাই বলিতে গিয়াই এত কথা বলিলাম। ফুস্কোর মধ্যে বাতসে যাওয়া বন্ধ হইলে যেমন করিয়া মৃত্যু হয়, ফুস্কোর মধ্যে বেশী কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ গেলেও তেমনি করিয়া মৃত্যু হয়। তবেই ফুস্কোর মধ্যে বাতাস না যাওয়ার যে ফল, ফুল্কোর মধ্যে বেশী কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ যাওয়ারও সেই ফল। অনেক দিনের এধো কুওর মধ্যে নামিলে কেন মৃত্যু হয়, এর আগেই তা বলিছি। (২) ১০৯র পাতে বলিছি, হৃৎপিণ্ডের কায (অর্থাৎ জড়-শড় হইয়া ভিতরকার রক্তের উপর চাপ দেওয়া) যত ক্ষণ থাকে, তত ক্ষণ শরীরের মধ্যে রক্ত চলা ফেরা করে, আর তত ক্ষণ জীবন থাকে। ওর কায বন্ধ হইলেই, রক্তের চলা ফেরা বন্ধ হয়, আর জীবনও যায়। তবেই, যে কারণে হৃৎপিণ্ডের এই কায হঠাৎ বন্ধ হয়, সেই কারণেই হঠাৎ মৃত্যু হয়। এমন অনেক বিষ আছে, যা খাইবা মাত্র হৃৎপিণ্ডের কায বন্ধ হয়। কাযেই মৃত্যুও তখনই হয়। হঠাৎ মূর্চ্ছা হইয়া যে মৃত্যু হয়, তাও হৃৎপিণ্ডের কায বন্ধ হইয়া হয়। মনে কর, খুব কাহিল রোগী, যাকে

ধরিয়া পাশ ফিরাইয়া দিতে হয়, তাকে যদি হঠাৎ উঠাইয়া বসাও বা দাঁড় করাও, তবে মূর্চ্ছা হইয়া তখনই তার মৃত্যু হইতে পারে। এর পর, এ সব কথা ভাল করিয়া বলিব। এখন মনে করিয়া রাখ যে (১) ফুস্‌ফুসের মধ্যে বাতাস যাওয়া বন্ধ হইলে, কি ফুস্‌ফুসের মধ্যে বেশী কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ গেলে মৃত্যু হয়। আর (২) যে কারণেই হোক্, হৃৎপিণ্ডের কায হঠাৎ বন্ধ হইলে মৃত্যুও হঠাৎ হয়।

যদি বল নিয়ুমোনিয়ার চিকিৎসার কথা বলিতে বলিতে এত কথা বলিবার দরকার কি? এত ফাল্‌তো কথা বলিয়া মিছামিছি পুথি বাড়াইবার দরকার কি? দরকার একটু আধটু নয়। খুবই দরকার। কি নিশ্বাসে আমাদের ফুস্‌ফুসের মধ্যে যে ব্যাপার ঘটিতেছে, আর যে ব্যাপার ঘটনার একটু এ দিক্ ও দিক হইলে আমাদের জীবন সংশয় হয়, ও রকম করিয়া তা বুঝাইয়া না বলিলে—পরিষ্কার বাতাস আমাদের কত দরকার; পরিষ্কার বাতাসের কেনই বা এত দরকার; ফুস্‌ফুস আমাদের কত বড় দরকারী যন্ত্র; এই যন্ত্রের কল বল সব ঠিক্ থাকা কত দরকার; ব্যারামে এই যন্ত্রের কল বল বিগ্‌ড়ে গেলে আমাদের কত বিপদ্ ঘটিতে পারে; ফুস্‌ফুসে কোন ব্যারাম হইলে তা শীঘ্র ভাল করা কত

দরকার ; নিয়ুমোনিয়াকে ডাক্তরেরা কেন এত ভয় করেন ; কেনই বা তাঁরা নিয়ুমোনিয়াকে এত শক্ত রোগ বলেন ; আর নিয়ুমোনিয়া রোগ বুঝিতে না পারিলে, কি নিয়ুমোনিয়ার ঠিক্ চিকিৎসা করিতে না পারিলে রোগী কেন অত শীঘ্র মারা পড়ে—— ও রকম করিয়া বুঝাইয়া না বলিলে, এ সব তুমি কখনই তলিয়ে বুঝিতে পারিতে না। ফুল্‌কো আমাদের কি রকম দরকারী যন্ত্র, ফুল্‌কোর কোন শক্ত ব্যামো হইলে আমাদের কি রকম সতর্ক আর সাবধান হওয়া উচিত, তা বুঝাইয়া বলিবার জন্যে বেশী কথা বলিবার দরকার নাই। তোমাকে তা এক কথায় বলিয়া দিতেছি। দশ দিন আহার না পাইলেও আমরা বাঁচিয়া থাকি। এক দিন জল না পাইলেও বাঁচিয়া থাকি। কিন্তু ফুল্‌কোর মধ্যে বাতাস না গেলে আমরা এক মুহূর্ত্তও বাঁচি না।

তার পর বলি। সহজ মানুষ যে ঘরে থাকে, সে ঘরের চেয়ে রোগীর ঘরে দিন রাত বাহিরের পরিষ্কার বাতাস খেলার আরও বেশী দরকার। রোগীর ঘরে আরও বেশী পরিষ্কার বাতাসের দরকার কেন? সহজ মানুষের চেয়ে রোগীর গা থেকে আর ফুল্‌কো থেকে বেশী কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ বাহির হয়। এর আগেই বলিছি, আমরা যত বার

নিশ্বাস ফেলি, তত বারই নিশ্বাসের সঙ্গে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ বাহির হয়। ফল কথা, নিশ্বাস ফেলিলে নাক দিয়া যে একটা বাতাস বাহির হয়, সে বাতাসটা কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ বৈ আর কিছুই নয়। আমাদের গায়ের চামড়ায় এমন লক্ষ লক্ষ ছিদ্র আছে। সেই লক্ষ লক্ষ ছিদ্র দিয়াও কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ বাহির হয়। সহজ বেলার চেয়ে, ব্যামো হইলে নাক দিয়া আর চামড়ার সেই লক্ষ লক্ষ ছিদ্র দিয়া বেশী কার্ব্বনিক্ য়্যাসিড্ বাহির হয়। এই জন্যে, সহজ মানুষের ঘরের চেয়ে রোগীর ঘরে পরিষ্কার বাতাসের বেশী দরকার। এ কথাটা যেন কখনও ভুলিও না। আর এই জন্যেই, রোগীর ঘরে লোক জন যত কম থাকে, ততই ভাল। কেন, তা কি আবার বলিতে হইবে? ঘরে লোক বেশী থাকিলে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ বেশী সৃষ্টি হয়। যে ঘরে রোগী থাকে, সে ঘরে কেমন একটা ভারি দুর্গন্ধ হয়। এ রকম দুর্গন্ধ কেন হয়? রোগীর গা থেকে বেশী কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ ত বাহির হয়ই। তা ছাড়া, তার গা থেকে একটা দুর্গন্ধ বাহির হয়। এই দুর্গন্ধে ঘরের বাতাস খুব খারাপ হয়। এই জন্যে, রোগীর ঘরে পরিষ্কার বাতাস খেলার আরও বেশী দরকার। রোগীর গা থেকে যে দুর্গন্ধ বাহির হয়,

৪৫০ রোগীর ঘরের কড়িতে বা আড়ায় ঝুড়ি করিয়া কয়লা টাঙাইবে

তা দূর করিবার একটী উপায় আছে। উপায়টীও খুব সহজ। কয়লার একটী গুণ আছে। সকলে তা জানেন না। জানিলে কয়লা এত দিন খুব আদরের জিনিশ হইয়া পড়িত। সে গুণটী কি? কয়লা দুর্গন্ধ খাইয়া ফেলে। রোগীর ঘরের কড়িতে কি আড়ায় ঝুড়ি করিয়া কয়লা টাঙাইয়া রাখিলে রোগীর গা থেকে যে দুর্গন্ধ উঠে, তা ঐ কয়লায় খাইয়া ফেলে। কাযেই, রোগীর ঘরের বাতাস আর খারাপ হইতে পারে না। হাঁস্পাতালে যেখানে অনেক রোগী থাকে, সেখানে ও রকম করিয়া কয়লা টাঙাইয়া না রাখিলে রোগিদের গায়ের গন্ধে হাঁস্পাতালে কেহ তিষ্ঠুতে পারিত না। মেডিকেল্ কলেজের হাঁস্পাতালে গিয়া যদি এক বার দেখ, তবে রোগিদের ঘরে ঘরে কয়লার ঝুড়ির কেমন সব রচনা ঝুলিতেছে দেখিতে পাইবে। কয়লার এ গুণটীও ভুলিও না, রোগীর ঘরের আড়ায় কি কড়িতে ঝুড়ি করিয়া কয়লা টাঙাইতেও ভুলিও না। তিন চারি দিন অন্তর ঝুড়ির কয়লা খুব খোলা জায়গায় বাতাসে বেশ করিয়া ছড়াইয়া দিতে হয়। বাতাসে এ রকম করিয়া ছড়াইয়া দিলে কয়লার ভিতরকার সব খারাপ গন্ধ বাহির হইয়া যায়। তার পর সেই

কয়লা আবার নূতন কয়লার মত ব্যবহার করিতে পার। কয়লার ভিতরে খারাপ গন্ধ কোথা থেকে আসিল? রোগীর গা থেকে যে দুর্গন্ধ উঠে, তাই কয়লার ভিতরে গিয়া জমা হয়। তাতেই বলিছি যে, কয়লা দুর্গন্ধ খাইয়া ফেলে। পোনর দিন অন্তর ঝুড়ির কয়লা বদ্‌লাইয়া ফেলিবে। পুরাণ কয়লা ফেলিয়া দিয়া ঝুড়িতে নূতন কয়লা পুরিয়া রাখিবে। মনে কর ত দু বেলা কয়লা বদ্‌লাইতে পার। কেন না, কয়লা কিনিতেও হয় না, কয়লা তয়ের করিবার জন্যে কিছু খরচ করিতেও হয় না। দু বেলা ভাত তরকারি রাঁধিবার জন্যে আকায় (উননে) রোজ রোজ যে কয়লা তয়ের হয়, সেই কয়লা নষ্ট না করিয়া রাখিলে তোমার কয়লার অভাব কখনই হয় না। রাঁধা বাড়ার পর আকার (উননের) আগুন যদি না নিবাও, তবে কয়লা না হইয়া সব ছাই হইয়া যায়। এই জন্যে, দু বেলাই জলের আছড়া দিয়া আকার আগুন নিবাইয়া রাখিবে। এই রকম করিয়া রোজ রোজ যে কয়লা তয়ের হবে, একটা ঢাকা জায়গায় গাদা করিয়া রাখিয়া দিবে। বৃষ্টিতে ভিজিতে দেওয়া হবে না।

দো-তলা কি তে-তলায় শুক্ন খট্‌খটে ঘরে খাটের উপর খুব পুরু আর পরিষ্কার বিছানায়,

নিয়ুমোনিয়া-রোগীকে শোওয়াইবে বলিলে কাঙাল গরিবের উপায় কি হবে? বড় মানুষেরা তোমার সব রকম নিয়মই পালন করিতে পারে। টাকায় সবই হয়। কিন্তু যারা পরিবারের ভাত কাপড় যোগাইতে পারে না, তাদেরই মুস্কিল। ভিজে সোঁতা মাটিতে শুইলে সহজ মানুষেরও ব্যামো হয়। কাযেই, হাজার গরিব হইলেও রোগীকে তেমন জায়গায় শুইতে দেওয়া উচিত নয়। এই জন্যে, ভিজে সোঁতা মাটিতে নিয়ুমোনিয়া রোগীকে কখনও শুইতে দিবে না। শুদ্ধ নিয়ুমোনিয়া-রোগী বলিয়া কেন? কোনও রোগীকেই ভিজে সোঁতা মাটীতে শুইতে দেওয়া উচিত নয়। রোগীর কথা ছাড়িয়া দেও। সহজ মানুষেরও পক্ষে তা ব্যবস্থা নয়। যাদের আর ঘর নাই, খাট তক্তপোষ কিনিবার উপায় নাই, ভিজে সোঁতা মাটিতে না শুইলে যাদের চলে না, তাদের উপায় তবে কি হবে? উপায় আছে। সহজ উপায়ই আছে। গুঁড় চুণ ঘরের মেজেতে পুরু করিয়া ছড়াইয়া দিয়া তার উপর শুক্‌ন বিচিলি কি পল পাতিলে ভিজে সোঁতা মেজের দোষ অনেক কাটিয়া যায়। সেই শুক্‌ন বিচিলি কি পলের উপর বিছানা করিয়া রোগীকে শোওয়াইলে তার কোনও অনিষ্ট হয় না। ভিজে

সোঁতা মেজের রস চূণ কুঁড়িয়া উঠিয়া রোগীর বিছানা কি গা নরম করিতে পারে না। চূণের এ গুণটী কখনও ভুলিও না। এ রকম যুক্তি না করিলে কাঙাল গরিবের আর উপায় নাই। আমাদের দেশের পোনর আনা লোক নিস্ব। যে ঘরের মেজে অত ভিজে সোঁতা, তার দেয়ালও ভিজে সোঁতা। দেয়ালের গোড়ায় যদি রোগীর বিছানা করিতে হয়, তবে শুষ্ক বিচিলির ফাঁপ তয়ের করিয়া দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়া রাখিয়া তবে তার বিছানা করিবে।

আর একটী কথা বলিলেই নূতন নিয়ুমোনিয়ার চিকিৎসার কথা বলা সারা হয়। এর আগেই বলিছি, নিয়ুমোনিয়া-রোগীর ঘর দিন রাত সমান গরম রাখা বড় দরকার। নৈলে, ব্যামো শীঘ্র সারে না। ব্রংকাইটিস্ রোগেও রোগীকে ঠিক্ সেই নিয়মে রাখিতে হয়। রোগীর ঘর ত দিন রাত সমান গরম রাখা চাই-ই। তা ছাড়া, খুব গরম জলের ভাব ঘরের মধ্যে নিয়ত দিতে পারিলে রোগী খুব আরাম বোধ করে। বাতাসের সঙ্গে গরম জলের ভাব ফুল্‌কোর মধ্যে গেলে কাশি কমে, হাঁপ কমে, কাশিতে কি নিশ্বাস লইতে বুকের ভিতরকার ব্যথা কমে, শ্লেষ্মা সরল হয়, সহজেই গয়ের তুলিতে

পারে। বুকে, পিঠে, পাঁজরে তার্পিণের সেক দিলে যে উপকার হয়, খুব গরম জলের ভাব বাতাসের সঙ্গে ফুল্‌কোর্‌ মধ্যে গেলে তার চেয়ে কম উপকার হয় না। গরম জলের ভাবের এ গুণটী কখনও ভুলিও না। গরম জলের ভাব ঘরের মধ্যে কেমন করিয়া দিবে? ঘর খানি যদি ছোট হয়, তবে ৫। ৬ হাঁড়ি ফুটন্ত গরম জল ঘরের মধ্যে আনিয়া হাঁড়ির মুখের শরা খুলিয়া দিলে গরম জলের ভাবে ঘর খানি এক বারে পুরিয়া যাবে। ঘর যদি বড় হয়, তবে রোগীর বিছানায় মশারি খাটাইয়া তার ভিতর ঐ রকম করিয়া গরম জলের ভাব দিবে। মশারির ভিতর ফুটন্ত গরম জলের ৪। ৫টী হাঁড়ি লইয়া গেলে বড় গরম হয়, আর সে গরমে রোগীর কষ্ট হয়। এই জন্যে, মশারির চারি কোণে চারিটী হাঁড়ি এমনি জুত বরাত করিয়া বসাইবে, যে হাঁড়ির কেবল মুখটী মশারির ভিতর থাকে, আর সব বাহিরে থাকে। হাঁড়ির গলা পেঁচিয়া মশারি বাঁধিয়া কোনও দিকে ফাঁক না থাকে এমন করিয়া মশারি ঝুলাইয়া দিলে মশারির মধ্যে গরম জলের ভাব যাবে, অথচ তার ভিতর তেমন গরম হবে না। ব্রং-কাইটিস্‌ই হোক্‌, নিয়ুমোনিয়াই হোক্‌, প্লুরিসিই হোক্‌, আর যে কোন কাশ-রোগই হোক্‌, ফুটন্ত গরম

জলের ভাব বাতাসের সঙ্গে রোগীর ফুস্কোর মধ্যে গেলে তার অনেক কষ্ট নিবারণ হয়। যেমন কাশি তেমনি হাঁপ, গয়ের তুলিতে তেমনি কষ্ট, আবার কাশিবার সময় বুকের ভিতর তেমনি ব্যথা। এ সব অসুখ দূর করিবার যেমন অসুদ ফুটন্ত গরম জলের ভাব, এমন আর কিছুই নয়। ফুটন্ত গরম জলের ভাব খানিক ক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ রকম করিয়া ফুস্‌কোর মধ্যে লইলে কাশি কমে, হাঁপ কমে, শ্লেষ্মা সরল হয়, গয়ের তুলিতে তত কষ্ট হয় না, গয়ের সহজে উঠে, আর কাশিবার সময় বুকের ভিতরকার ব্যথাও কমে। নিয়ুমোনিয়া, ব্রংকাইটিস্, প্লুরিসি ও আর সব কাশ রোগে রোগীর ঘর দিন রাত সমান গরম রাখা, আর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫।৬ বার করিয়া ফুটন্ত গরম জলের ভাব ঘরের মধ্যে বা মশারির ভিতর ঐ রকম করিয়া দেওয়া, এই সব রোগের প্রধান চিকিৎসা—এ কথা যেন কখনও ভুলিও না। ফুটন্ত গরম জলের ভাবের যে কত গুণ তা বলা যায় না। এর পর, এ সব ভাল করিয়া বলিব।

(২) পুরাণ নিয়ুমোনিয়া——নূতন নিয়ুমোনিয়া ক্রমে পুরাণ পড়িয়া যাইতে পারে, কিম্বা গোড়া থেকেই নিয়ুমোনিয়ার পুরাণ ভাব হইতে পারে।

নূতন নিয়ুমোনিয়া থেকে পুরাণ নিয়ুমোনিয়া খুব কম হয়। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া থেকেই পুরাণ নিয়ু-মোনিয়া বেশী হয়। ব্রংকাইটিস্ থেকে যে নিয়ু-মোনিয়া হয়, সেই নিয়ুমোনিয়াকে ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া বলে। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়ার কথা এর পরই বলিব। প্লুরিসি থেকেও পুরাণ নিয়ুমোনিয়া হইতে পারে। কখন কখন এ রকম ঘটে যে, ফুল্‌কোর মধ্যে বাতাস যাইতে না পারিলে ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ রোগে ফুল্‌কো ক্রমে চেপ্টা, শক্ত, আর জমাট হইয়া যায়। (২৫৫—২৫৬র পাত দেখ)। ফুল্‌কোর এ রকম অবস্থা থেকেও পুরাণ নিয়ুমোনিয়া হয়। ক্ষয়কাশ (থাইসিস্) থেকেও পুরাণ নিয়ুমোনিয়া হয়। ধূল, বালি, চূণ, তুলর আঁশ. লোওয়া কি আর কোন ধাতুর গুঁড়, কয়লার গুঁড় ফুল্‌কোর নলির মধ্যে গেলেও পুরাণ নিয়ুমোনিয়া ক্রমে ঘটে খনিতে যারা কায করে, কামার, যারা জাঁতার কায করে, যে সব মিস্ত্রি পাতরের কায করে, তাদেরই পুরাণ নিয়ুমোনিয়া বেশী হয়। ফল কথা, কোন রকম খারাপ গুঁড় কি ধূল নিশ্বাসের সঙ্গে যাদের ফুল্‌কোর মধ্যে যায়, তাদেরই পুরাণ নিয়ুমোনিয়া বেশী হয়। ক্ষয়কাশের কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব।

তার পর, ব্যামো হইয়া যে ফুল্‌কোটী খারাপ হইয়া যায় তার আকার প্রকার কেমন হয় তা বলি। কোন কোন রোগীর, বিশেষ যাদের ফুল্‌কোর মধ্যে ধূল বালি গিয়া পুরাণ নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে, তাদের ফুল্‌কোর রং প্রায় হইয়া যায়।

ব্যামোর গোড়ায় ফুল্‌কোর ভিতর খুব রক্ত জমে। তার পর ফুল্‌কোয় তেমন রক্ত জমিয়া থাকে না। ফুল্‌কোর রং ফ্যাকাশে হইয়া যায়। শেষে ফুল্‌কোর আকার প্রকার এমনি বদ্‌লাইয়া যায় যে, সে রকম ফুল্‌কো যে এক বার দেখিয়াছে, তার আর ভুল হয় না। ফুল্‌কো কুঁক্‌ড়ে শুঁক্‌ড়ে জড়-শড় হইয়া যায়। আর তেমন যে নরম ফুল্‌কো এক বারে এমনি শক্ত হইয়া যায় যে, হাত দিয়া ছেঁড়া যায় না, আর কাটিলে কর্ কর্ শব্দ হয়। কাটা জায়গা তেলা, শুক্‌, আর মারবেলের মত ছিট-ফোটা; আর কাটা জায়গায় শুক্‌ নাড়ীর মত দড়ি দড়ি সব কি দেখা যায়। এ সব কি? শির আর বায়ুনলি বুজিয়া গিয়া আর মোটা হইয়া ও রকম দড়ি দড়ি হইয়া থাকে। ফুল্‌কোর অনেক খানি এই রকম করিয়া খারাপ হইতে পারে; আবার একটু খানিও খারাপ হইতে পারে। কেবল একটা ফুল্‌কোরই এ রকম দুর্দ্দশা হয়। দুটো ফুল্‌কোর

হয় না। পুরাণ নিয়ুমোনিয়ার এই একটী বিশেষ চিহ্ন। ফুল্কোর এ রকম দুর্দ্দশা হয় কেন? পুরাণ নিয়ুমোনিয়াতে বায়ুকোষ গুলির গা খুব পুরু হয়, কাযেই তাদের খোল কমিয়া যায়। ফল কথা, ফুল্কোর যে খানিতে ব্যামো হয়, সে খানির ফোঁপড়া ভাব (স্পঞ্জের মত) কমিয়া যায়, আর নিরেট ভাবই বেশী হয়। স্পঞ্জের মত নরম আর ফোঁপড়া বলিয়াই ফুল্কোর ভিতর বাতাস সহজেই যায়, আর কি নিশ্বাসে অমন ফাঁপিয়া উঠে। কাযেই, ফুল্কো সে রকম ফোঁপড়া আর নরম না থাকিলে, আর বায়ুকোষ গুলির খোল কমিয়া গেলে, বাতাস সহজেও যাইতে পারে না, আবার কি নিশ্বাসে যত-টুকু বাতাস যাইবার কথা তাও যায় না। কাযেই, ফুল্কো কুঁক্ড়ে শুঁক্ড়ে জড়-শড় হইয়া যাইবে বৈ আর কি? এ দিকে ফুল্কো কুঁক্ড়ে শুঁক্ড়ে জড়-শড় হয়, ও দিকে বায়ুনলি গুলির খোল বড় হয় আর বুকের বা পাঁজরের সেই জায়গায় বসিয়া যায়। বুকের বা পাঁজরের সে জায়গাটা অমন করিয়া বসিয়া যায় কেন? আগে কি নিশ্বাসে ফুল্কো একবারে এমন ফাঁপিয়া উঠিত যে, বুকের খোল একবারে পুরিয়া যাইত। এমন ফুল্কোর ভিতর সে রকম বাতাসও যায় না, ফুল্কো ফাঁপিয়াও

উঠে না, কি নিশ্বাসে বুকের খোলও পুরিয়া উঠে না। উপরে বাতাসের চাপ্, নীচে বাতাস নাই, কাযেই বুকের কি পাঁজরের সেই জায়গা বসিয়া যায়। গয়ের এক জায়গায় জমিয়া পচে বলিয়া বায়ুনলি গুলির খোল আরও বড় হয়। আর সেই সব বায়ুনলির চারি দিকে ফুল্কো আরও খারাপ হইয়া যায়। এ ব্যামো এক দিক্‌কার ফুল্‌কোর সব খানিতে হইতে পারে, ফুল্‌কোর্ কেবল গোড়ার দিকেই হইতে পারে, ফুল্‌কোর কেবল আগাতেই হইতে পারে, কিম্বা ফুল্‌কোর কেবল মাঝ-খানেই হইতে পারে। বুকের খোল আর ফুল্‌কো যে একটী সরু পর্দ্দা দিয়া ঢাকা, সেই পর্দ্দাটী সচরাচর পুরু হয়, আর গায়ে গায়ে লাগিয়া যায়। এই পর্দ্দাটীকে ডাক্তরেরা প্লুরা বলেন। এই পর্দ্দা খুব পুরু হইয়া ফুল্‌কোকে এক বারে চাপিয়া কষিয়া ধরে। তাতেই ফুল্‌কো ক্রমে চেপ্টা, শক্ত আর জমাট হইয়া যায়। উপরকার বায়ুকোষ গুলি সেই কষুণিতে এক রকম বুজিয়া যায়। প্লুরিসি থেকে এই রকম করিয়া পুরাণ নিয়ুমোনিয়া হয়। ফুল্‌কোর্ যে টুকুতে এই ব্যামো হয়, সে টুকু ছাড়া আর সব খানির বায়ুকোষের খোল বড় হয়। খোল বড় হয় কেন? বায়ুকোষ-

গুলির ভিতরে বেশী বাতাস যায় বলিয়া তাদের খোল বড় হয়। বায়ুকোষ গুলিতে বেশী বাতাস যায় কেন? ফুল্‌কোর যে খানিতে ব্যামো হয়, সে খানির বায়ুকোষ গুলির খোল কমিয়া যায় বলিয়া তাতে যত টুকু বাতাস যাইবার কথা, তা যাইতে পারে না। কাযেই, ফুল্‌কোর যে খানি ভাল থাকে, সেই খানির বায়ুকোষ গুলির মধ্যে বেশী বাতাস যায়। এই জন্যে, যত টুকু বাতাস যাওয়ার কথা, তার চেয়ে বেশী বাতাস নিয়ত যায় বলিয়া বায়ুকোষগুলির খোল বড় হইয়া যায়। বায়ুকোষ গুলির এই রকম করিয়া খোল বড় হইয়া যাওয়াকে ডাক্তরেরা এম্ফী-সিমা বলেন। এর পর এ রোগের কথা ভাল করিয়া বলিব। বায়ুকোষ গুলির ভিতরে এত বাতাস যাইতে পারে, যে তাতেই বায়ুকোষ ফাটিয়া যাইতে পারে। ফাটিয়া গেলে তার ভিতর-কার বাতাস বাহির হইয়া পড়ে। বায়ুকোষ গুলি যে সুত বা আঁশ দিয়া সব গায়ে গায়ে গাঁথা, সেই সুত বা আঁশের ভিতর আসিয়া বাতাস জমা হয়। এ ছাড়া, যে সব রোগে পুরাণ নিয়ুমোনিয়া হয় বলিছি, সে সব রোগেরও চিহ্ন পাওয়া যায়।

লক্ষণ—সচরাচর যে নিয়ুমোনিয়া হইয়া থাকে, সে নিয়ুমোনিয়া সারিতে গৌণ হইলে তার যে সব

লক্ষণ হয়, প্রথমে পুরাণ নিয়ুমোনিয়ারও সেই সব লক্ষণ বৈ আর কিছু জানিতে পারা যায় না। নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় ফুস্কো নিরেট হইয়া গেলে পিঠে আর পাঁজরে ঘা দিলে যেমন নিরেট শব্দ বাহির হয়, এখানেও সেই রকম নিরেট শব্দ বাহির হয়। কিন্তু যত দিন পাঁজরের এক দিক বসিয়া না যায়, আর বায়ুনলিগুলির খোল বড় না হয়, তত দিন পুরাণ নিয়ুমোনিয়ার কোনও নিশ্চিত চিহ্ন পাওয়া যায় না। জ্বর বড় একটা মালুম হয় না। রাত্রে প্রায়ই খুব ঘাম হয়। এই ঘামেতেই রোগীকে ভারি দুর্ব্বল আর কাহিল করিয়া ফেলে। উঠিতে বসিতে, কি কোন কাজ কর্ম্ম করিতে হাঁপ লাগা ছাড়া অনেক দিন পর্য্যন্ত আর কোনও রকম অসুখের পরিচয় পাওয়া যায় না। এ ছাড়া, কাশিও একটু হয়, গয়েরও একটু একটু উঠে। যে দিকের ফুস্কোর ব্যামো, সেই দিকের পিঠে পাঁজরে ঘা দিলে নিরেট শব্দ বাহির হয়। এই রকম নিরেট শব্দ বরাবরি থাকিয়া যায়। নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় সে দিকের বুক কি পাঁজর এত কম নড়ে যে, তা বড় একটা মালুম হয় না। সহজ বেলায় নিশ্বাস লইলে আর নিশ্বাস ফেলিলে বুক আর পাঁজর কেমন ফুলিয়া উঠে আর কমিয়া

যায় তা সকলেই দেখিয়াছেন। নিশ্বাস লইলে ফুল্কো বাতাসে পূরিয়া যায়, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বুকও ফুলিয়া উঠে। নিশ্বাস ফেলিলে বাতাস বাহির হইয়া আসে বলিয়া ফুল্কো যেন চুপ্সে যায়; সেই সঙ্গে সঙ্গে বুকও কমিয়া যায়। যত বার নিশ্বাস লওয়া যায় আর নিশ্বাস ফেলা যায়, তত বারই এই রকম করিয়া বুকের ছাতি ফোলে আর কমিয়া যায়। পুরাণ প্লুরিসি রোগে বুকের ভিতর জল জমিলে বুক কি পাঁজর যত বসিয়া যায়, হৃৎপিণ্ড আর পেটের ভিতরকার সব যন্ত্র আপন আপন জায়গা থেকে যত দূর সরিয়া যায়, পুরাণ নিয়ুমোনিয়ায় তত নয়। কিন্তু পুরাণ নিয়ুমোনিয়াতে কণ্ঠার খোল সচরাচর বেশী হয়, আর পাঁজরের হাড়ের মাঝের জায়গা বসিয়া যায়। বায়ুকোষ ছিঁড়িয়া তার বাহিরের বাতাস আনিলে কণ্ঠার ও রকম খোল বুজিয়া যায়, পাঁজরের হাড়ের মাঝের জায়গাও পূরিয়া যায়। বায়ু-নলিগুলির খোল বড় হইলে লক্ষণেরও একটু তফাত হয়। গয়ের বেশী উঠে। অল্প সবুজ কি অল্প নীল রঙের গয়ের উঠে। গয়ের যদি খুব বেশী উঠে তু তার রং অল্প জরদা মালুম হয়। এই গয়ের প্রায়ই দুর্গন্ধ। কাশির সঙ্গে রক্ত উঠে। কাশির সঙ্গে রক্ত উঠাকে ডাক্তরেরা হিমপ্টিসিস্ বলেন। কাশির

সঙ্গে রক্ত উঠা পুরাণ নিমুমোনিয়ার একটী সাধারণ লক্ষণ। ফুস্‌কোর ভিতর দিয়া রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত হয়। ফুস্কোর ভিতর দিয়া রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত ঘটিলে হৃৎপিণ্ডের কি দোষ হয়? হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্ কুটুরি আর নীচেকার ডাইন্ কুটুরির খোল বড় হয়। খোল বড় হইবেই ত। এর আগেই বলিছি যে, নীচেকার অর্দ্ধেক শরীরের অপরিষ্কার কাল রক্ত নীচেকার দুটী মোটা শির দিয়া নীচেকার গুঁড়ি শিরে যায়, তার পর সেই গুঁড়ি-শির দিয়া হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্ কুটুরিতে যায়। আর উপরকার অর্দ্ধেক শরীরের অপরিষ্কার কাল রক্ত উপরকার দুটী মোটা শির দিয়া উপরকার গুঁড়ি শিরে যায়, তারপর সেই গুঁড়ি-শির দিয়া হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্ কুটুরিতে যায়। সব শরীরের এই অপরিষ্কার কাল রক্ত হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্ কুটুরি থেকে নীচেকার ডাইন্ কুটুরিতে যায়। শেষে নীচেকার ডাইন্ কুটুরি থেকে ফুস্‌কোর বড় ধমনী দিয়া ফুস্‌কোর ভিতরে যায়। তবেই দেখ, ফুস্কোর ভিতরে রক্ত যাওয়ার কোনও ব্যাঘাত ঘটিলে হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্ কুটুরি আর নীচেকার ডাইন্ কুটুরি রক্তে পুরিয়া থাকিবার কথা কি না। রক্তে নিয়ত

রকম পুরিয়া থাকিলে, মাংসের থলির খোল বাড়িয়া যাবে, আশ্চর্য্য কি? ফুল্‌কোর ভিতরে রক্ত যাওয়ার কোনও ব্যাঘাত ঘটিলে, হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্‌ কুটুরিতে আর নীচেকার ডাইন্‌ কুটুরিতে রক্ত জমে। আবার হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্‌ কুটুরিতে আর নীচেকার ডাইন্‌ কুটুরিতে রক্ত যাইবার জো থাকে না বলিয়া, উপরকার দুটি মোটা শিরে আর উপরকার গুঁড়ি শিরে, আর নীচেকার দুটী মোটা শিরে আর নীচেকার গুঁড়ি-শিরে রক্ত জমে। ফল কথা, শরীরের মধ্যে ছোট বড় যত শির আছে, সব শিরে ঐ রকম করিয়া রক্ত জমে। অপরিষ্কার কাল রক্ত যার ভিতরে থাকে, এখানে তাকেই শির বলিতেছি। এ কথাটা যেন মনে থাকে। এই রকম করিয়া রক্ত জমে বলিয়া সব শির মোটা আর উঁচু হইয়া উঠে। শরীরের যে জায়গায় শির দেখা যাইবার কথা নয়, সেখানেও দেখা যায়। এই জন্যে, রোগীর শরীর কখন কখন যেন নীল-বর্ণ হয়। আর এই জন্যে, তার সব শরীরে শোথ হয়। শোথ আর উদরীর কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। ফুল্‌কোর ভিতরে রক্ত যাওয়ার ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া হৃৎপিণ্ডের গুঁড়ি-ধমনী (এর্টা) আর তার ডাল-পালা দিয়া শরীরের সব জায়গায়

তেমন জোরে রক্ত যাইতেপারে না। এই জন্যে, নাড়ী সরু আর খুব দুর্ব্বল মালুম হয়। যে বায়ুনলি-গুলির খোল বড় হইয়াছে, সে সব যদি বুকের কি পাঁজরের ঠিক্ নীচে থাকে, তবে বুকে কিপাঁজরে ঘা দিলে খুব ফাঁপা শব্দ বাহির হয়। সহজ বেলায় তেমন ফাঁপা শব্দ বাহির হয় না। সেই সব নলির মধ্যে যদি শ্লেষ্মা থাকে, তবে ষ্টিথস্কোপ্ দিয়া শুনিলেবড় বুড়্ বুড়ির শব্দ শুনিতেপাওয়া যায়। আর নলিগুলির ভিতর যদি শুষ্ক হয়, তবে নলের ভিতর ফুঁ দিলে যেমন শব্দ হয়, সেই রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। রোগীকে এক—দুই—তিন গুণিতে বলিলে তার আওয়াজ তোমার কাণে আসিয়া কন্ কন্ করিয়া বাজে। ৩৫৯—৩৬:রপাতেএ রকমপরীক্ষার কথা বেশ করিয়া বলিছি। বায়ুনলি গুলির যে খোল বড় হইয়াছে,তার আর একটা খুব ভাল চিহ্ন আছে। এই চিহ্নটাই সব চেয়ে ভাল। সে চিহ্নটা কি? রোগী থাকিয়া থাকিয়া এক এক বারে অনেক খানি করিয়া দুর্গন্ধ গয়ের তুলিলেই জানা গেল, যে তার বায়ুনলিগুলির খোল বড় হইয়াছে। বায়ুনলির খোল বড় না হইলে, অত গয়ের কোথায় জমিয়া থাকিবে? আর জমিয়া না থাকিলে গয়ের দুর্গন্ধও হয় না, এক এক বারে অত খানি করিয়াও উঠে না।

পুরাণ নিয়ুমোনিয়া রোগে মৃত্যু হইবার আগে কি কি লক্ষণ দেখা দেয়? রক্ত উঠে, উদরী হয়, পেট নাবে, পেটের ব্যামো হয়, সব শরীর ক্ষয় পাইয়া যায়, কিম্বা ভাল ফুস্কোটিতেও ব্যামো হয়।

চিকিৎসা—এখন পুরাণ নিয়ুমোনিয়ার চিকিৎসার কথা বলি। পুরাণ নিয়ুমোনিয়ার চিকিৎসা আর কোন কোন রকম ক্ষয়কাশের (থাইসিস্) চিকিৎসা প্রায় সমান। পুরাণ নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় ফুস্কোর নিরেট ভাব ঘুচাইবার চেষ্টা করিবে। ফল কথা, এ রোগের সূত্রপাতেই এইটীই প্রধান চিকিৎসা। ফুস্কোর নিরেট ভাব ঘুচাইবার উপায় কি? পিঠে, পাঁজরে, বুকে টিংচর আয়োডীন্ লাগাইলে খুব উপকার হয়। ফুস্কোর নিরেট ভাব শীঘ্রই ঘুচিয়া যায়। ডিস্পেন্সেরিতে সচরাচর যে টিংচর আয়োডীন্ তয়ের থাকে, তার চেয়ে তেজাল হইলে বেশী ফল পাওয়া যায়। লিবরে (যকৃতে) রক্ত জমিলে ডাইন্ দিকে লিবরের জায়গায় যে টিংচর আয়োডীন্ লাগাইতে বলিছি, এখানেও সেই টিংচর আয়োডীন্ লাগাইবে। সে টিংচর আয়োডীন্ কেমন করিয়া তয়ের করিতে হয়, ১৩১র পাতে তা লিখিয়া দিইছি। জায়গা বদলাইলে (স্থান পরিবর্ত্তন করিলে) রোগীর খুব উপকার হয়। ফল

কথা, স্থান পরিবর্ত্তনে পুরাণ নিয়ুমোনিয়া রোগীর যেমন উপকার হয়, এমন আর কিছুতেই নয়। তবে সামান্য গৃহস্থ কিম্বা কাঙাল গরিবের পক্ষে স্থান পরিবর্ত্তন ব্যবস্থা হইতে পারে না। কেন না, স্থান পরিবর্ত্তন কেবল বড় মানুষদেরই ঘটিতে পারে। যে পরিবারের ভাত কাপড় যোগাইতে পারে না, তাকে বলিলে, তুমি মুঙের গিয়া দু তিন মাস বাস না করিলে তোমার এ ব্যামো সারিবে না! তাকে এ রকম ব্যবস্থা দেওয়ারও যে ফল, তোমার ব্যামো সারিবার কোনও উপায় নাই বলারও সেই ফল। গায়ে বল হয়, এমন আহার রোগীকে দেওয়া চাই-ই। তা নৈলে তার জীবন রক্ষা হওয়া ভার। গায়ে বল হয়, এমন আহার কি? দুধ আর মাংসের ক্বাথ। মাংসের ক্বাথের কথা ১৫৮—১৬২র পাতে বেশ করিয়া বলিছি। মাংসের ক্বাথের সঙ্গে ব্রাণ্ডি দিলে আরও উপকার হয়। এক এক বারে দু ঔন্স (এক ছটাক) ক্বাথ আর দু ড্রাম্ (আধ কাঁচ্চা) ব্রাণ্ডি (১র নম্বর) দিবে। রোগীর অবস্থা বুঝিয়া দু ঘণ্টা অন্তরও দিতে পার, তিন ঘণ্টা অন্তরও দিতে পার। এর আগেই বলিছি যে, কড্‌লিবর্ অইল আর হাইপোফস্ফাইট্ অব্ লাইম্ সব রকম, বিশেষ পুরাণ কাশরোগের খুব ভাল অষুদ। এই জন্যে,

পুরাণ নিয়ুমোনিয়া রোগে কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ আর হাই-পোফস্ফাইট্‌ অব্‌ লাইম্‌ ব্যবস্থা করিবে। এই দু রকম অসুদ কখন্‌ কি রকম করিয়া খাইতে হয়, ৩১০—৩১২ আর ৩৩১—৩৩৩র পাতে সে সব বেশ করিয়া লিখিয়া দিইছি। কাশি নিবারণের জন্যে কম্পাউণ্ড টিংচর অব্‌ ক্যাম্ফর দিবে। কম্পাউণ্ড টিংচর অব্‌ ক্যাম্ফর্‌ কিসের সঙ্গে কি রকম করিয়া দিতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

টিংচর ক্যাম্ফ র্‌ কো	...	৩ ড্রাম
ডিল ওয়াটার (য্যাকুঅ য়্যানথাই)	...	৬ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও। যখন দেখিবে যে রোগী বেশী কাশিতেছে, তখনই এক দাগ অসুদ খাওয়াইয়া দিবে। তার যাতে অগ্নি বৃদ্ধি হয়, তা করিবে। যে অসুদে অগ্নি বৃদ্ধি হয়, সে অসুদটী নীচে লিখিয়া দিলাম।

স্যালিসিন্‌	... ...	৫ গ্রেন্‌
সোডি বাইকার্ব (বাইকার্ব নট অব সোডা)		৫ গ্রেন্‌
পল্‌ব ইপেক (ইপেকাকুয়ানা পাউডর)		⅙ গ্রেন্‌ (এক গ্রেনের ৬ ভাগের এক ভাগ)।
পেপ সন	... ...	৩ গ্রেন্‌

একত্র মিশাইয়া একটী পুরিয়া তয়ের কর।

এই রকম ১২টী পুরিয়া তয়ের করিয়া রোগীকে রোজ ৩টী করিয়া পুরিয়া খাইতে দিবে। এ অসুদ-টীতে যে কেবল অগ্নি বৃদ্ধি হয় তা নয়, রাত্রে

রোগীর যে ঘাম হয়, সে ঘামও কমিয়া যায়। পুরাণ নিয়ুমোনিয়া আর ক্ষয়কাশ (থাইসিস্) রোগে রাত্রে রোগীর যে ঘাম হয়, সেই ঘামেতেই রোগীর শরীর এক বারে ক্ষয় পাওয়াইয়া দেয়। যে অসুদে সেই ঘাম কমে, তার চেযে ভাল অসুদ আর কি হইতে পারে? স্যালিশীন্ এ রকম ঘামের যেমন অসুদ, হাইপোফস্ফাইট্ অব্ লাইম্ও তেমনি অসুদ। ক্ষয়-কাশ (থাইসিস্ রোগের কথা যখন বলিব, তখনই এ সব কথা ভাল করিয়া বলিব। রোগ পাকিয়া দাঁড়াইলে অনেক রকম উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। কাশির সঙ্গে রক্ত উঠিতে আরম্ভ হইলে রোগীকে বিছানা থেকে মোটে উঠিতে দিবে না। ১৫ গ্রেন্ করিয়া গ্যালিক্ য়্যাসিড্ তিন চারি ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে। পেটের ব্যামো হইলে—পেট নামিতে আরম্ভ হইলে শুগার অব্ লেড্ আর আফিং দিবে। শুগার অব্ লেড্ আর আফিং এ রকম পেটের ব্যামোর যেমন ধারক অসুদ, তেমন আর কিছুই না। শুগার অব্ লেড্ আর আফিং একত্র কি রকম করিয়া দিতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

সুগার অব্ লেড (য়্যাসিটেট্ অব্ লেড্)	৩ গ্রেণ
আফিং	½ (আধ) গ্রেণ

এক্‌স্‌ট্রাক্ট জেন্‌শন ... ... যতটুকু দরকার

একত্র মিশাইয়া একটী বড়ি তয়ের কর।

এই রকম ১২টী বড়ি তয়ের করিয়া একটী কটোয় করিয়া রাখ। প্রতিবার বাহ্যের পর একটী করিয়া বড়ি খাইতে দিবে। রোগীর গয়েরও বেশী উঠিতে দিবে না। কেন না, বেশী গয়ের উঠিলে রোগী ভারি দুর্ব্বল আর কাবু হইয়া পড়ে। বেশী গয়ের উঠিতে না পায়, তার উপায় কি? কেট্‌লি কিম্বা হাঁড়ি করিয়া জল ফুটাইয়া, সেই ফুটন্ত গরম জলে তার্পিণ কিম্বা ক্রিয়েসোট ঢালিয়া দিবে। ঢালিয়া দিয়াই সেই ভাব নাক দিয়া টানিয়া লইবে। যত ক্ষণ ভাব উঠিবে, তত ক্ষণ ঐ রকম করিয়া নিশ্বাসের সঙ্গে ফুস্ফোর মধ্যে ঐ ভাব লইবে। দিন রাতের মধ্যে তিন চারি বার এই রকম করিয়া ভাব লইবে। এ ছাড়া, রোগীকে পোর্ট ওয়াইন্, লৌহ ঘটিত অসুদ আর কুইনাইন্ দিবে। লৌহ-ঘটিত অসুদ আর কুইনাইন্ একত্র কি রকম করিয়া দিতে হয়, এখানে তা লিখিয়া দিলাম।

কুইনাইন ... ... ২৪ গ্রেণ
টিংচর ফেরি মিউরিয়েটিস্ ... ... ২ ড্রাম্
টিংচর ডিজিটেলিস্ ... ... ১ ড্রাম্
ক্লরেট অব পটাশ ... ... ১ ড্রাম্
ইন্‌ফিয়ুশন কোয়াসিয়া ... ... ১২ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। রোজ তিন দাগ করিয়া অসুদ খাইবে। সকালে এক দাগ, দুপরে এক দাগ, আর সন্ধ্যার আগে এক দাগ। রোগীর শোথ কি উদরি থাকিলেও এ অসুদে খুব উপকার হয়।

(৩) ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া———এর আগেই বলিছি যে ব্রংকাইটিস্ থেকে যে নিয়ুমোনিয়া হয়, তাকে ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া বলে। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া ছেলে-বয়সের রোগ। এ রোগ কেবল ছোট ছেলেদেরই হয়। বেশী বয়সে এ রোগ হয় না, এমন নয়। হয়, তবে খুব কমই হয়। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া হইবার আগে ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ হইতেই চায়। তবে কচিৎ কখনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। ছোট ছেলেদের হাম কিম্বা হুপিং-কফ হইলে এই ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ হয়। হুপিং-কফ্ ছেলেদের এক রকম কাশি। এ কাশি দমকে দমকে হয়। কাশি উপস্থিত হইলে কাশিতে কাশিতে ছেলের চক মুখ এক বারে রাঙা হইয়া যায়। তার পর একটা হুপ্ শব্দ হইয়া কাশি থামিয়া যায়। হুপিং কফ্ ছোঁয়াচে রোগ। এর পরে এ রোগের কথা বলিব। ব্রংকাইটিস্ রোগে ফুস্ফোর খানিক চেপ্টা, শক্ত আর জমাট হইয়া গেলে, তা

থেকেও ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া প্রায়ই হয়। ব্রংকাইটিস্ রোগে ফুল্‌কোর খানিক কেমন করিয়া চেপ্টা, শক্ত আর জমাট হইয়া যায়, ২৫৪—২৫৬র পাতে সে সব বেশ করিয়া বলিছি। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগ থেকেও ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া হয়। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা এক রকম শর্দ্দি-রোগ। এ রোগ যখন হয়, এক বারে হাজার হাজার লোকের হয়। এ রোগেরও কথা এর পর বলিব। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া এই রকম করিয়া সৃষ্টি হয়। নূতন নিয়ুমোনিয়াতে ফুল্কোর অনেক খানিতে যেমন এক বারে প্রদাহ হয়, ব্রংকো নিয়ুমোনিয়াতে তেমন হয় না। ব্রংকো নিয়ুমোনিয়াতে ফুল্কোর জায়গায় জায়গায় খানিক খানিক লইয়া প্রদাহ হয়। তবেই দেখ, নূতন নিয়ুমোনিয়া আর ব্রংকো নিয়ুমোনিয়া, এই দুই রকম নিয়ুমোনিয়ায় এতেও খুব তফাত। ব্রংকো নিয়ুমোনিয়াতে এখানে এক খাম্‌চা, ওখানে এক খামচা, ফুল্‌কোর জায়গায় জায়গায় এই রকম করিয়া প্রদাহ হয়। নূতন নিয়ুমোনিয়াতে ফুল্‌কোর এক বারে অনেক খানির প্রদাহ হয়। এই দু রকম নিয়ুমোনিয়ার এ তফাতটী মনে করিয়া রাখা বড় দরকার। যদি বল এ তফাতটী কেমন করিয়া জানা যাবে? বাইরের লক্ষণে ত এ তফাতের

কোনও পরিচয় পাওয়া যাবে না। তা জানা শক্ত নয়। বুক পরীক্ষার যন্ত্র (ষ্টিথস্কোপ্) বুকে পিঠে পাঁজরে দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কিছুই ছাপা থাকে না। ব্রংকোনিয়ুমোনিয়াতে ফুল্‌কোব জায়গায় জায়গায় নিয়ুমোনিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। নূতন নিয়ুমোনিয়াতে ফুল্‌কোর এখানে একটু, ওখানে একটু প্রদাহ হইয়াছে—এ রকম পার চয় পাওয়া যায় না। ফুল্‌কোর এক জায়গায় এক বারে অনেক খানির প্রদাহ হইয়াছে; তাই জানিতে পারা যায়। বুক পরীক্ষার যন্ত্র (ষ্টিথস্‌কোপ) দিয়া বুক পিঠ পাঁজর পরীক্ষা করিয়া দেখিলে নিয়ুমোনিয়ার কি রকম পরিচয় পাওয়া যায়, ৩৫১—৩৬২র পাতে তা বেশ করিয়া বলিচি।

লক্ষণ——প্রথমে ব্রংকাইটিস্ হয়। তার পর রোগা দুর্ব্বল ছেলেদের (বিশেষ যে সব ছেলে আহারের ত্রুটিতে কাহিল হইয়াছে, তাদের) এই ব্রংকাইটিস্ ক্রমে বাড়িয়া শেষে নিয়ুমোনিয়াতে গিয়া দাঁড়ায়। ব্রংকাইটিস্ থেকে নিয়ুমোনিয়া হওয়া কিছু শক্ত নয়। বায়ুনলির প্রদাহ বায়ুকোষে গিয়া উপস্থিত হইলেই আর কি, নিয়ুমোনিয়া হইল। নূতন নিয়ুমোনিয়ায় যেমন কম্প হয়, এ নিয়ুমোনিয়ায় তেমন কম্প হয় না। কেবল হাঁপ বাড়ে, নিশ্বাস

খুব ঘন ঘন পড়ে, ছেলে অস্থির হয়, আর কাশি আসিলেও ব্যথার ভয়ে কাশিতে চায় না। ব্যথা কোথায়? ৩৬১র পাতে বলিছি, পাকা ফোড়ার উপর ঘা দিলে যেমন লাগে, নিয়ুমোনিয়া রোগী কাশিলে বুকের মধ্যে ফুল্‌কোয় তেমনি লাগে। লাগিবার ত কথাই বটে। গায়ের কোন জায়গার প্রদাহ হইলে—ফুলিলে, রাঙা হইলে, ব্যথা হইলে—সেখানে কোন রকম চাপ লাগা দূরে থাক্ হাত পর্য্যন্ত সয় না। ফুল্‌কোর প্রদাহ হইলে সে রকম ত আরও হবে। কাশিবার সময় ফুল্‌কোর উপর যে বুকের চাপ লাগে, তা কি আর বলিতে হবে? এ ছাড়া গায়ের তাত বাড়ে। সহজ বা সামান্য ব্রংকাইটিসে ছেলেদেরও গায়ের তাত ১০২ ডিগ্রী বা অংশের উপর প্রায় উঠে না। অর্থাৎ বগলে তাপমান যন্ত্র দিলে পারা ১০২র দাগ ছাড়াইয়া প্রায় উঠে না। কিন্তু ব্রংকাইটিস থেকে নিয়ুমোনিয়া যে হয়, সেই গায়ের তাত ১০৩, ১০৪, কিম্বা ১০৫ ডিগ্রী বা অংশ হয়। নাড়ীরও বেগ বেশী হয়। ফুল্‌কোর জায়গায় জায়গায় প্রদাহ (নিরেট ভাব) হয় বলিয়া, বুক-পরীক্ষার যন্ত্র (ষ্টিথস্‌কোপ্) দিয়া নিয়ুমোনিয়ার পরিচয় প্রথমে বেশ স্পষ্ট পাওয়া যায় না। সচরা-

চর দুট ফুল্‌কোতেই প্রদাহ হয়। প্রথমে ফুল্কোর গোড়ার পিছন দিকে প্রদাহ হয়। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া হইবার আগে ফুল্‌কোর খানিক চেপ্টা শক্ত আর জমাট হইয়া যায় বলিয়া, বুকে পিঠে পাঁজরে আঙুলের ঘা দিলে আর এক রকম শব্দ বাহির হয়। নূতন নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায়, অর্থাৎ ফুল্‌কোর নিরেট ভাব হইলে, বুকে পিঠে পাঁজরে আঙুলের ঘা দিলে যে রকম নিরেট শব্দ বাহির হয়, এখানে সে রকম নিরেট শব্দ বাহির হয় না। তার চেয়ে কম নিরেট শব্দ বাহির হয়—বরং একটু ফাঁপা গোচের শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু রোগ বাড়িয়া ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া আর নূতন নিয়ুমোনিয়ার লক্ষণ বা চিহ্ন গুলি সমান হইয়া দাঁড়ায়। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া ফুল্‌কোর গোড়ার পিছন দিকে চারি পাশে সমান হইয়া আরম্ভ হয়; আর সমুখের দিকে ক্রমে ছড়াইয়া পড়ে বা সরিয়া যায় কিন্তু নূতন নিয়ুমোনিয়া এক জায়গায় আরম্ভ হয়, আর সেই খান থেকে যে দিকে সে দিকে ছড়াইয়া পড়ে। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া শীঘ্র বাড়িয়া উঠে না। তবে কখন কখন দুই এক দিনেই এত বাড়িয়া উঠে যে, রোগী তাতেই মারা পড়ে। ৩৬০র পাতে বলিছি, নিয়ুমোনিয়া রোগের

স্বভাবই এই যে, ভালও হঠাৎ হয়, মন্দও হঠাৎ হয়। এ রকম স্বভাব কেবল নূতন নিয়ুমোনিয়ারই জানিয়া রাখ। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়ার স্বভাব এ রকম নয়। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া ভালও হঠাৎ হয় না, মন্দও হঠাৎ হয় না, ক্রমে ভাল হয়, নয় ক্রমে মন্দ হয়। এই জন্যে, যদি আর আর চিহ্নও উপস্থিত না থাকে তবু এত টুকু তফাত ধরিয়াও কোন্ রকম নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে ঠিক্ করিতে পারা যায়। কেন না, তোমার জানা আছে. নূতন নিয়ুমোনিয়া ভালও হঠাৎ হয় , মন্দও হঠাৎ হয় , কিন্তু ব্রংকো নিয়ুমোনিয়া ক্রমে ভাল হয়, নয়, ক্রমে মন্দ হয়। ব্রংকো নিয়ুমোনিয়ার প্রথমে গায়ের তাত সকাল বেলা দু ডিগ্রী বা অংশ কিম্বা তারও চেয়ে বেশী কমে। গায়ের তাত কমিবার সময়টা ঠিক্ও না থাকিতে পারে। রোগীর প্রায়ই বেশ ঘাম হয়। নূতন নিয়ুমোনিয়াতে রোগীর গায়ে, বিশেষ বুকে পিঠে হাত দিলে হাত যেন পুড়িয়া যায় বোধ হয়, ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়াতে সে রকম হয় না, গায়ের তাত হাতে সে রকম বোধ হয় না। ব্রংকো নিয়ুমোনিয়া একবার হইলে শীঘ্র সারিতে চায় না; অনেক দিনে একটু একটু করিয়া সারে। ফুল্‌কোর নিরেট ভাব ঘুচন বড় শক্ত। ফুল্‌কোর

অনেক খানি চেপ্টা, শক্ত, জমাট আর নিরেট হইয়া গেলে রোগী হাঁপাইয়া মরে, কিম্বা অনেক দিন ভুগিয়া ভুগিয়া ক্রমে অবসন্ন হইয়া আর ক্ষয় পাইয়া রোগী মারা পড়ে।

এর আগেই বলিছি, নূতন নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় ফুল্‌কো ছুরি দিয়া কাটিলে বা ছিঁড়িয়া ফেলিলে কাটা বা ছেঁড়া জায়গায় দানা দানা দেখা যায়। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়ায় ফুল্‌কো কাটিলে সে রকম দানা দানা দেখা যায় না। কাটা জায়গা বেশ এক সমান আর তেলা দেখায়।

চিকিৎসা——ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ (খুব সরু নলি গুলির প্রদাহ) থেকে হয় বলিয়া, ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়ার চিকিৎসা প্রথমে ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের চিকিৎসার মত। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের চিকিৎসা ২৫৮—২৬২র পাতে লিখিয়া দিইছি। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া যে দুর্ব্বল আর রোগা ছেলে-দেরই বেশী হয়, চিকিৎসার সময় এ কথাটা যেন মনে থাকে। এ রোগের চিকিৎসার ভাল আহার আর ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক) অষুদ ভারি দরকার। ভাল আহার আর কি? দুধ আর মাংসের ক্বাথ। মাংসের ক্বাথের সঙ্গে ১র নম্বর ব্রাণ্ডি একটু একটু দিলে আরও ভাল হয়। ২১২র পাতে যে কার্ব্বণেট্

অব্ য়্যামোনিয়া মিক্শ্চর লেখা আছে, যে সব রোগে কাশি হয়, গয়ের তুলিতে রোগীর কষ্ট হয়, সে সব রোগের তার চেয়ে ভাল ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক) অসুদ আর নাই। ২১২র পাতে কার্ব্বণেট্ অব্ য়্যামোনিয়া মিক্শ্চর পূর মাত্রায় লেখা আছে। ছেলের বয়স বুঝিয়া কার্ব্বণেট্ অব্ য়্যামোনিয়া মিক্শ্চরের মাত্রা ঠিক্ করিয়া লইবে। বয়স বুঝিয়া অসুদের মাত্রা কেমন করিয়া ঠিক্ করিতে হয়, ৩১৮—৩২০র পাতে তা বেশ করিয়া বলিছি। এ ছাড়া, কড্লিবর্ অইল্ আর হাইপোফস্ফাইট্ অব্ লাইম্ও দিবে। এর আগেই বলিছি যে, হাইপোফস্ফাইট্ অব্ লাইম্ আর কড্লিবর্ অইল্, সকল কাশ রোগেরই অতি চমৎকার অসুদ। ৩১১—৩১২র পাতে হাইপোফস্ফাইট্ অব্ লাইমের কথা বলিছি। আর ৩২১—৩৩৩র পাতে কড্লিবর্ অইলের কথা বলিছি। কুইনাইন্ জ্বরের যেমন অসুদ, কাশ রোগেরও তেমনি অসুদ—এ কথাটা যেন এখানেও মনে থাকে। দরকার হয় ত কুইনাইনের সঙ্গে লৌহ ঘটিত অসুদ দিবে। লৌহ-ঘটিত অসুদ এর আগেই লিখিয়া দিইছি। যদি বল লৌহ-ঘটিত অসুদ দেওয়া দরকার কি না, কেমন করিয়া বুঝিব। তা বুঝা শক্ত নয়। রক্ত

কমিয়া গেলে, রোগীর গায়ের রং ফ্যাকাশে হইলে তাকে কুইনাইনের সঙ্গে লৌহ ঘটিত অষুদ দেওয়া বড় দরকার। নৈলে রক্ত আরও কমিয়া গিয়া রোগীর শোথ, উদরী জন্মিতে প্যারে। এ সব কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব।

৩। প্লুরিসি——প্লুরিসিও কম শক্ত রোগ নয়। নূতন নিয়ুমোনিয়া সারে ত শীঘ্রই সারে। প্লুরিসি শীঘ্র সারিতে চায় না। বুকের মধ্যের খোল আর ফুস্কো যে একটী সরু পর্দ্দা দিয়া ঢাকা, সেই পর্দ্দাটীকে ডাক্তারেরা প্লুরা বলেন। ফুস্কোর নলিগুলির প্রদাহকে যেমন ব্রংকাইটিস্ বলে, বায়ুকোষগুলির প্রদাহকে যেমন নিয়ুমোনাইটিস্ বা নিয়ুমোনিয়া বলে, প্লুরার (ঐ সরু পর্দ্দাটীর) প্রদাহকে তেমনি প্লুরাইটিস্ বা প্লুরিসি বলে। নিয়ুমোনাইটিস্ আর নিয়ুমোনিয়া, এই দুটী নামের মধ্যে নিয়ুমোনিয়া নামটী যেমন চলিত, প্লুরাইটিস্ আর প্লুরিসি, এই দুটী নামের মধ্যে প্লুরিসি তেমনি চলিত। ডাক্তারেরা প্রায় সব রোগেরই এক একটী বাঙ্গালা নাম দিয়াছেন। ব্রংকাইটিস্কে বাঙ্গালায় বায়ুনলিভুজপ্রদাহ বলে। নিয়ুমোনিয়াকে ফুস্ফুসপ্রদাহ বলে। এ সব কথা এর আগেই বলিছি। প্লুরিসিকে বাঙ্গালায়

ফুস্ফুসবেষ্টপ্রদাহ বলা যায়। ফুস্ফোর ভাল কথা ফুস্ফুস; আর যা দিয়া কোন জিনিশ ঘেরা বা ঢাকা থাকে, ভাল কথায় তাকে তার বেষ্ট বলে। এই জন্যে, প্লুরাকে বাঙ্গালায় ফুস্ফুসবেষ্ট বলা যায়। বায়ুনলিভুজপ্রদাহের চেয়ে ব্রংকাইটিস্ বলা যেমন সোজা, ফুস্ফুসপ্রদাহের চেয়ে নিয়ুমোনিয়া বলা যেমন সোজা, ফুস্ফুস্ বেষ্ট প্রদাহের চেয়ে প্লুরিসি বলা তেমনি সোজা। প্লুরিসি প্রায়ই এক দিকে হয়। কখন কখন দু দিকেই হয়। রক্ত দোষে যে প্লুরিসি হয়, সেই প্লুরিসিই দু দিকে হয়। দু দিকে নিয়ুমোনিয়া হইলে তাকে যেমন ডবল্ নিয়ুমোনিয়া বলে, দু দিকে প্লুরিসি হইলে তাকে তেমনি ডবল্ প্লুরিসি বলে। প্লুরিসির সঙ্গে যদি আর কোনও রোগ আসিয়া উপস্থিত না হয়, তবে শুদ্ধ প্লুরিসি রোগে রোগী প্রায় মারা যায় না।

প্লুরিসি দু রকম। নূতন আর পুরাণ। এই দু রকম প্লুরিসির কথা এখন এক এক করিয়া বলিব।

(১) নূতন প্লুরিসি——কারণ। যাদের ক্ষয়-কাশের ধাত (ধাতু), যাদের ফুস্ফোয় গুটি আছে, যারা রোগা আর দুর্ব্বল, ফল কথা, যাদের শরীর সুস্থ নয়, হিম বাত ভোগ করিলে, বৃষ্টিতে ভিজিলে কিম্বা ভিজে কাপড় চোপড়ে থাকিলে, তাদেরই প্লুরিসি

বেশী হয়। ক্ষয়কাশের (থাইসিসের) কথা, ফুস্ফোয় গুটি হওয়ার কথা এর পরই বলিব। ৩৩৫এর পাতে বলিছি, শরীর সুস্থ আর খুব সবল থাকিতে হিমবাত ভোগে নিয়ুমোনিয়া হয় না। সুস্থ আর সবল শরীরে হিমবাত ভোগ করিলে তেমনি প্লুরিসিও হয় না। মোটামুটি ধরিতে গেলে, ব্রংকাইটিস্, নিয়ু-মোনিয়া, প্লুরিসি, এ তিন রোগেরই কারণ এক। যার শরীরের যেমন অবস্থা, তার তেমনি রোগ হয়। যার শরীর যত অসুস্থ আর দুর্ব্বল, অত্যাচারে তার তত শক্ত রোগ হয়। হিম বাত ভোগ করিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া কারো সামান্য শর্দ্দি হয়, কারো ব্রংকাইটিস্ হয়, কারো প্লুরিসি হয়, কারো বা নিয়ু-মোনিয়া হয়। ব্রংকাইটিসের চেয়ে প্লুরিসি শক্ত রোগ। আবার প্লুরিসির চেয়ে নিয়ুমোনিয়া শক্ত রোগ। মনে কর, তোমরা পাঁচজন বৃষ্টিতে ভিজিলে। এক জনের কোন অসুখই হইল না। এক জনের সামান্য শর্দ্দি হইল। এক জনের ব্রংকাইটিস্ হইল। এক জনের প্লুরিসি হইল। আর এক জনের নিয়ু-মোনিয়া হইল। পাঁচ জনেই এক অত্যাচার করিলে তবে পাঁচ জনের পাঁচ রকম ফল হইল কেন? তা হইবেই ত। পাঁচ জনেই যদি সমান সুস্থ আর সবল হইত, তবে পাঁচ জনের এক জনেরও কোন

অসুখ হইত না। যার শরীর বেশ সুস্থ আর সবল সে বৃষ্টিতে ভিজিয়া পার পাইল। যার শরীর তত সবল নয়, তার সামান্য শর্দ্দি দিয়াই গেল। যার শরীর তার চেয়েও অসুস্থ আর দুর্ব্বল, সে অল্পে পার পাইল না, তার ব্রংকাইটিস্ হইল। আর দু জনের শরীর বেশ অসুস্থ আর দুর্ব্বল বলিয়া তাদের এক জনের প্লুরিসি হইল, আর এক জনের নিয়ুমোনিয়া হইল। তবেই দেখ, হিম বাত ভোগ কিম্বা বৃষ্টিতে ভেজাই যে নিয়ুমোনিয়া কিম্বা প্লুরিসির আসল কারণ, তা নয়। শরীরের অসুস্থ আর দুর্ব্বল অবস্থাই আসল কারণ। হিম বাত ভোগ, কি বৃষ্টিতে ভেজা কেবল উপলক্ষ মাত্র। রোগের নিকট কারণ আর দূর কারণ বলিবার সময় এ সব কথা বেশ করিয়া বলিছি। ২৯৯ থেকে ৩০৫র পাত আর এক বার ভাল করিয়া পড়। বেড়া যখন শক্ত থাকে, তখন তার মধ্যে ষাঁড়ও যাইতে পারে না। কিন্তু ভাঙা বেড়ায় ছাগলও রক্ষা হয় না। তেমনি, শরীর যখন সুস্থ আর সবল থাকে, তখন গায়ের উপর দিয়া ঝড় বৃষ্টি গেলেও অসুখ হয় না। কিন্তু অসুস্থ শরীরে সামান্য শীত-বাতও সয় না। জ্বরের রোগী দেখিয়া তার বুক পরীক্ষা করিয়া প্লুরিসি কিম্বা নিয়ুমোনিয়া

পরিচয় পাইলেই তাকে জিজ্ঞাসা করি "তোমার শরীর অসুস্থ হইলেও কি তা না মানিয়া হিম জলে দস্তুর মত স্নান করিছিলে?" হাঁ মহাশয়, সে অত্যাচারটা হইয়াছে বটে—তার কাছে এ ছাড়া আর কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। আমি এমন শত শত জায়গায় দেখিছি- রোজ একটু একটু করিয়া ঘুষ্-ঘুষে জ্বর হয়; কিন্তু দস্তুর মত স্নান আহার করিতে ছাড়ে না। দুই চারি দিন এই রকম অত্যাচার করিতেই হঠাৎ এক দিন তার কম্প দিয়া জ্বর আসে আর বুকে পিঠে পাঁজরে ব্যথা হয়। তার পর পরাক্ষা করিয়া তার প্লুরিসি কি নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে জানা যায়। এ রকম অনিয়মে অনেক জায়গায় ব্রংকাইটিস্ হইতেও দেখা যায়। যাদের শরীর নিতান্ত অসুস্থ হইয়া না পড়ে, তাদের প্লুরিসি বা নিয়ুমোনিয়া না হইয়া ব্রংকাইটিস্ হয়। নূতন জ্বরে স্নান আহারের ধরাধর করে। পুরাণ জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া শরীর যে ভারি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, রোগীর তা মনে থাকে না। এ রকম দুর্ব্বল শরীরে ক দিন হিম বাত সয়? ঠাণ্ডা জলে দস্তুর মত স্নান ক দিন সয়? এই রকম অত্যাচারে তার ব্রংকাইটিস, নিয়ুমোনিয়া, কি প্লুরিসি হয়ই। পুরাণ জ্বরের কথা বলিবার সময় এ সব ভাল করিয়া বলিব। নিয়ু-

মোনিয়া থেকে প্লুরিসি হইতে পারে। ফুস্কো যে পর্দ্দা দিয়া ঢাকা, ফুস্কোর প্রদাহ (ইন্‌ফ্ল্যামেশন্‌) সে পর্দ্দাতে যাইতে কতক্ষণ? ক্ষয়কাশ (থাইসিস্‌) থেকেও প্লুরিসি হয়। ক্ষয়কাশ-রোগে ফুস্কোর আগায় যে ব্যাপার ঘটে—গুটি হয়, গুটি পাকে, ঘা হয়, খাইয়া খোল হইয়া যায়—তাতে ফুস্কোর সে অবস্থা থেকে প্লুরিসি হবে আশ্চর্য্য কি? মেয়েদের মাইতে এক রকম আব হয়। সেই আব ফুটিয়া ঘা হয়। সে ভারি খারাপ ঘা। সে ঘা সারে না। সে ঘাকে ডাক্তরেরা ক্যান্‌সর বলেন। সেই ঘা বুকের ভিতর দিয়া নীচে নামিয়া গিয়া ফুস্কোর পর্দ্দাতে (প্লুরাতে) হইলে প্লুরিসি হয়। অনেক রকম নূতন জ্বরে রক্ত খারাপ হয়। সেই রক্ত-দোষে প্লুরিসি হয়। তাতেই ত বলিছি যে, স্বল্পবিরাম জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) প্লুরিসি একটী উপসর্গ। হাম জ্বরে প্রায়ই প্লুরিসি হয়। কিড্‌নির (মূত্রগ্রন্থির, বৃক্কের) এক রকম রোগ আছে, সে রোগেও প্লুরিসি হয়। ডাক্তরেরা কিড্‌নির সে রোগকে ব্রাইট্‌স্‌ডিজীজ্‌ বলেন। ব্রাইট্‌ এক জন ডাক্তরের নাম। তিনি এই রোগের কথা প্রথম বলেন বলিয়া তাঁরই নামে ও রোগের পরিচয়। অনেক অস্তদেরও এই রকম নাম আছে। যেমন ডোবর্স পাউডর—জেম্‌সেস্‌ পাউডর। ঘা

ঘো লাগিয়াও প্লুরিসি হয়। কোন রকম আঘাত লাগিয়া পাঁজরের হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে, নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় ভাঙা হাড়ের উবড়ো খাবড়া (উঁচ নীচ, অসমান) মুড়োর ঘেঁষে ঘেঁষে প্লুরার প্রদাহ (ইন্‌ফ্ল্যামেশন্) অর্থাৎ প্লুরিসি হয়। এর আগেই বলিছি যে, বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুল্কো, দুই-ই একটা সরু পর্দ্দা দিয়া ঢাকা। সেই পর্দ্দাকেই প্লুরা বলে, আর সেই পর্দ্দারই প্রদাহকে (ইন্‌ফ্ল্যামেশন্‌কে) প্লুরিসি বলে। বুকের খোলের ভিতর-পিঠও যখন প্লুরা দিয়া ঢাকা, নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় পাঁজ-রের ভাঙা হাড়ের ভাঙাজায়গার ঘেঁষে ঘেঁষে প্লুরার যে প্রদাহ (ইন্‌ফ্ল্যামেশন্) হবে, তা বুঝাই যাই-তেছে। নিকটে যদি কোন খানে ফোড়া থাকে, আর সেই ফোড়া গলিয়া বুকের খোলের মধ্যে পূজ যায়, তবেত তাতেও প্লুরিসি হয়। বুকের খোলের মধ্যে বাতাস গেলেও প্লুরিসি হয়। বুকের খোলের মধ্যে কেমন করিয়া বাতাস যায়, এর পরই তা বলিব। কেউ কেউ বলেন, বড় বড় সভায় নিয়ত যাঁরা বক্তৃতা করেন, তাঁদেরও প্লুরিসি হইতে পারে। সূতিক জ্বরে প্লুরিসি হইতে পারে। প্রসবের পর পোআতিদের যে এক রকম শক্ত জ্বর হইয়া থাকে,

সেই জ্বরকে সূতিক-জ্বর বলে। ডাক্তরেরা সে জ্বরকে পিয়র্পিরাল ফীবর বলেন। এ জ্বরের কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। নূতন বাত-রোগে প্লুরিসি হইতে পারে। প্লুরিসি সকল বয়সেই হইতে পারে। শীত কালেই প্লুরিসি বেশী হয়।

প্রদাহ (ইন্‌ফ্ল্যামেশন্) হইলে প্লুরার দশা কি রকম হয়? সহজ মানুষের প্লুরা কি রকম আগে বলি, তার পর প্রদাহ (ইন্‌ফ্ল্যামেশন্) হইলে প্লুরার কি দশা হয় বলিব। এর আগেই বলিছি, বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুস্কো সরু একটী পর্দ্দা দিয়া ঢাকা। সেই পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা প্লুরা বলে। এই প্লুরা সহজ বেলায় কি রকম, এখন তাই বলি। সহজ মানুষের প্লুরা খুব পাতলা, চক্‌চকে, তেলা আর নরম একটী পর্দ্দা। বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুস্কো, দুই-ই এই পর্দ্দা দিয়া ঢাকা এই পর্দ্দার গা থেকে জলের মত এক রকম রস নিয়ত বাহির হয়। এই রস নিয়ত বাহির হয় বলিয়া পর্দ্দার গা সর্ব্বদাই বেশ ভিজে, নরম, আর তেলা থাকে। ফল কথা, পর্দ্দাটীকে ভিজে, নরম, আর তেলা রাখিবার জন্যেই এর গা থেকে ওরকম রস নিয়ত বাহির হয়। তাতেই, পর্দ্দাটী ভিজে, নরম, আর তেলা রাখিবার জন্যে যত টুকু দরকার, কেবল ততটুকু রসই এর গা দিয়া বাহির

হয়; তার বেশী হয় না। পাঁজরের হাড় দিয়া বুকের খোল তয়ের হইয়াছে। এই খোলের বাহির-পিঠ মাংস আর চামড়া দিয়া ঢাকা; ভিতর-পিঠ মাংস আর ঐ পর্দ্দা (প্লুরা) দিয়া ঢাকা। ফুস্কোও ঐ পর্দ্দা দিয়া ঢাকা। নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময়, বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুস্কো এই দুয়ে নিয়ত ঘষা-ঘষি হয়। এই দুয়ে কেমন করিয়া নিয়ত ঘষা-ঘষি হয়, দৃষ্টান্ত দিয়া তা বুঝাইয়া দিই। নিশ্বাস লইলে বুকের ছাতি ফোলে, আর নিশ্বাস ফেলিলে বুকের ছাতি কমিয়া যায়। গায়ে জামা থাকিলে, নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় বুক, পিঠ পাঁজ-রের সঙ্গে আর জামার কাপড়ের সঙ্গে যেমন ঠেকা-ঠেকি, ঘষা-ঘষি হয়; বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুস্কো এই দুয়েও তেমনি ঠেকা ঠেকি, ঘষা-ঘষি হয়। মনে কর, বুকের খোল যেন জামা, আর ফুল্‌কো যেন বুকের ছাতি। সহজ মানুষের প্লুরা (বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুল্‌কো-ঢাকা ঐ পর্দ্দা) ভিজে, নরম, পাতলা, চক্‌চকে, আর তেলা বলিয়া, নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময়, বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুল্‌কো এই দুয়ের ঠেকা-ঠেকি, ঘষা ঘষি সহজ বেলায় এমনি

নিঃশব্দে হয় যে, তা মোটে মালুমই হয় না। এই পর্দ্দা (প্লুরা) এত পাতলা আর স্বচ্ছ, যে ফুল্‌কো কোন পর্দ্দা দিয়া ঢাকা আছে কি না, তা মোটেই মালুম হয় না। তোমার গায়ের কোন জায়গা সেই পর্দ্দা দিয়া ঢাকিয়া দিলে, কেউ মালুম করিতে পারে না, কোন্ জায়গা পর্দ্দা দিয়া ঢাকা আর কোন্ জায়গা পর্দ্দা দিয়া ঢাকা নয়। যার ভিতর দিয়া সব দেখা যায়, ভাল কথায় তাকে স্বচ্ছ বলে; যেমন কাচ। প্রদাহ হইলে প্লুরার অবস্থা কি রকম হয়, এখন তাই বলিব। প্রদাহ (ইন্‌ফ্ল্যামেশন্) হইলে প্লুরা (ঐ পর্দ্দা) খুব রাঙা হয়, তার গায়ে রাঙা রাঙা শির দেখা দেয়, সে রকম তেলা চক্‌চকে আর স্বচ্ছ থাকে না; সহজ বেলার চেয়ে পুরু হয়, নরম হয়, আর যেন ঘোলা হইয়া যায়। কেবল প্লুরাই (ফুস্ফুস্‌বেষ্ট) যে এ রকম হয়, তা নয়। শরীরের মধ্যে প্লুরার মত যত পর্দ্দা আছে, প্রদাহ হইলে সব ঐ রকম হয়। শরীরের মধ্যে প্লুরার মত পর্দ্দা আর কোথায় আছে? আর কোথায় আছে, তা বলি। আমাদের শরীরে চারিটী খোল আছে। মাথার একটী খোল। বুকের একটী খোল। পেটের একটী খোল। আর তল্‌-পেটের একটী খোল। মাথার খোলের মধ্যে মগজ থাকে।

মগজকে ডাক্তরেরা ব্রেইণ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় মস্তিষ্ক বলে। বুকের খোলের মধ্যে ফুস্কো, হৃতপিণ্ড (হার্ট), আর বড় বড় শির (বেইন্) আর ধমনী (আর্টরি) থাকে। পেটের খোলের মধ্যে নাড়ী-ভুঁড়ি, মেটে, পিলে, মূত্রগ্রন্থি (কিড্‌নি), আর পাকস্থলী থাকে। তল-পেটের খোলের মধ্যে মূতের থলি, মলের নাড়ি, আর জরায়ু থাকে। নাড়ি-ভুঁড়িকে ডাক্তরেরা ইণ্টেস্‌টিন্‌স্ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় অন্ত্র বলে। মেটেকে ডাক্তরেরা লিবর্ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় যকৃত বলে। পাকস্থলীকে ডাক্তরেরা ষ্টমাক্ বলেন। মূতের থলিকে ডাক্তরেরা ব্ল্যাডর বলেন; ভাল বাঙ্গালায় মূত্রাশয় বলে। এই যন্ত্রে মূত জমিয়া থাকে। মলের নাড়ীকে ডাক্তরেরা রেক্‌টম বলেন; ভাল বাঙ্গালায় মলাশয় বা মলভাণ্ড বলে। এই নাড়ীতে মল জমিয়া থাকে। জরায়ুকে ডাক্তরেরা য়ুটরস্ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় জরায়ু বলে। জরায়ু কেবল স্ত্রীলোকদেরই থাকে। গর্ভ হইলে এই জরায়ুর মধ্যে ছেলে থাকে। জরায়ুকে গর্ভও বলে। এই চারিটী খোলেরই ভিতর ঠিক্ এক রকম পর্দ্দা দিয়া ঢাকা। এই পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা সিরস্ মেম্ব্রেন্ বলেন। পর্দ্দা সেই এক; কিন্তু জায়গা বিশেষে পর্দ্দার

নাম আলাদা। মাথার খোলের ভিতর আর মগজ যে পর্দ্দা দিয়া ঢাকা, সে পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা য়্যারাক্-নয়িড্ বলেন। মাথার খুলির ভিতর-পিঠ—এক বারে হাড়ের গা—খুব মোটা একটী পর্দ্দা দিয়া ঢাকা। এই পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা ডিয়ুরা-মেটর্ বলেন। এই ডিয়ুরা মেটরের আবার ঠিক্ গায়েই য়্যারাক্নয়িড্ লাগান। বুকের খোলের ভিতর পিঠ আর ফুস্কো যে পর্দ্দা দিয়া ঢাকা, সে পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা প্লুরা বলেন। প্লুরার কথা এই মাত্র বলিছি। হৃৎপিণ্ড (হার্ট) যে পর্দ্দা দিয়া ঢাকা, সে পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা পেরিকার্ডিয়ম্ বলেন। পেরিকার্ডিয়ম্ ঠিক্ একটী থলি। এই থলির মধ্যে হৃৎপিণ্ড থাকে। ফুস্কো (ফুস্ফুস) বেড়িয়া থাকে বলিয়া প্লুরাকে ফুস্ফুসবেষ্ট বলা যায়। হৃৎপিণ্ড বেড়িয়া থাকে বলিয়া পেরিকার্ডিয়মকে হৃৎপিণ্ডবেষ্ট কিম্বা সোজা সুজি হৃদ্বেষ্ট বলে। পেটের আর তল-পেটের খোলের ভিতর আর তার মধ্যেকার সব যন্ত্র যে পর্দ্দা দিয়া ঢাকা, সে পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা পেরিটোনিয়ম্ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় পেরিটোনিয়মকে অন্ত্র-বেষ্ট বলে। যদি বল, আরও ত অনেক যন্ত্র বেড়িয়া থাকে, তবে শুদ্ধ নাড়ি-ভুঁড়িরই নাম দিলে কেন। পেটের আর তল পেটের খোলের

মধ্যে নাড়িভুঁড়িই (অন্ত্র) বেশী। এই জন্যেই অন্ত্রবেষ্ট বলা যায়। য়্যারাক্নয়িড্, প্লুরা, পেরিকার্ডিয়ম্, পেরিটোনিরম্—এ সবই এক জিনিশ—সেই সিরম্ মেম্ব্রেন। কেবল নাম আলাদা আলাদা। আলাদা আলাদা এ কয়টী নাম মনে করিয়া রাখা চাই। ইংরিজি বাঙ্গালা দু রকম নাম মনে করিয়া রাখ ত আরও ভাল। এই সব ভিন্ন ভিন্ন জায়গার পর্দ্দার ব্যামোর কথা বলিবার সময় এ সব নাম বড় কাযে লাগিবে। এর আগেই বলিছি, সহজ বেলায় প্লুরার গা থেকে জলের মত এক রকম রস বাহির হইয়া প্লুরাকে সর্ব্বদা ভিজে রাখে। এই রসকে ডাক্তরেরা সিরম্ বলেন। প্রদাহ (ইনফ্ল্যামেশন্) হইলে প্লুরার গা থেকে এই রস বেশী বাহির হয়। এই রসের সঙ্গে আর এক রকম রসও বাহির হয়। সে রসকে ডাক্তরেরা লিম্ফ্ বলেন। সিরম্ আর লিম্ফ্ এই দুটী কথা মনে করিয়া রাখা চাই। নৈলে দুয়ে গোলমাল হইয়া যাইতে পারে। রক্তে যে জল আছে, সেই জলকে ডাক্তরেরা সিরম্ বলেন। এর আগেই বলিছি, রাঙা রক্তের শির আর কাল রক্তের শির, শরীরে এই দু রকম শির আছে। রাঙা রক্তের শিরকে ডাক্তরেরা আর্টরি বলেন, ভাল বাঙ্গালায় ধমনী বলে। আর কাল রক্তের শিরকে

ডাক্তরেরা বেইন্ বলেন; ভাল বাঙ্গলায় শিরা বলে। এই দু রকম শির ছাড়া আর এক রকম শির আছে। সে শিরও শরীরের সব জায়গায় আছে। সে সব শিরে রক্ত থাকে না, জলের মত এক রকম রস থাকে। সে সব শিরকে ডাক্তরেরা লিম্ফ্যাটিক্স্ বলেন। ধমনী (আর্টরি) আর শিরা (বেইন্) দিয়া শরীরের রক্ত চলা ফেরা করে। লিম্ফ্যাটিক্স্ দিয়া শরীরের রস চলা ফেরা করে। ধমনীকে সোজা বাঙ্গালায় রাঙা রক্তের শির বলা যায়। শিরাকে কাল রক্তের শির বলা যায়। লিম্ফ্যাটিক্ শিরকে তেমনি রসের শির বলা যাইতে পারে। তার পর বলি। প্লুরার গা থেকে সিরমের (রক্তের জল) চেয়ে যদি লিম্ফ্ (রস) বেশী বাহির হয়, তবে প্লুরার গায়ে এক পুরু লিম্ফ্ লাগিয়া যায়, আর ফুল্‌কো-ঢাকা প্লুরা ও বুকের খোলের ভিতর-পিঠ ঢাকা প্লুরা, এই দুয়ে সেই জায়গায় শীঘ্রই যোড় লাগিয়া যায়। লিম্ফের চেয়ে সিরম্ খুব বেশী বাহির হইলে, লিম্ফ্ থকা থকা হইয়া তাতে (বুকের খোলের ভিতর জমা সেই সিরমে) ভাসিতে থাকে; কিম্বা ফুল্‌কো ঢাকা প্লুরা বা বুকের খোলের ভিতর-পিঠ ঢাকা প্লুরার গায়ে লাগিয়া থাকে, কিম্বা এক দিক্ থেকে আর এক দিকে সূতর মত থেঁই থেঁই হইয়া সেই লিম্ফ্

ছড়াইয়া থাকে। কখন কখন ঘন আটা আটা হল্‌দে রঙের অনেক খানি লিম্ফ্‌ বাহির হয়। আবার, লিম্ফ্‌ ঘোলাও হইতে পারে, পূযের মতও হইতে পারে। যারা খুব রোগা আর দুর্ব্বল, প্লুরিসি হইলে তাদেরই বুকের খোলের মধ্যে পূযের মত ও রকম লিম্ফ্‌ জমা হয়। বুকের খোলের মধ্যে বেশী জল, পূয, কি লিম্ফ্‌ জমিলে তার ভরে ফুল্কো ক্রমে জড় শড় আর চেপ্টে এক বারে পিঠের দাঁড়ার দিকে অর্থাৎ পিছন দিকে যায়, আর নিরেট হইয়া যায়। কখন কখন ফুল্‌কো বরাবরি এই ভাবেই থাকিয়া যায়। চারি দিকের বাঁধন ছাঁদনে ফুল্কো যেখানকার সেইখানেই থাকে। যদি বল, ও সব বাঁধন ছাঁদন আবার কোথা থেকে আসে? প্লুরার গা থেকে যে লিম্ফ্‌ বাহির হয় বলিছি, সেই লিম্ফ্‌ থেকেই ও সব বাঁধন ছাঁদন তয়ের হয়। ও রকম বাঁধন ছাঁদন তয়ের করিবার শক্তি লিম্ফের খুবই আছে। এর আগেই বলিছি, বুকের খোলের ভিতর-পিঠ প্লুরা দিয়া ঢাকা ফুল্কোও প্লুরা দিয়া ঢাকা। কাজেই, ওরকম বাঁধন ছাঁদন ফুল্কো থেকে বুকের খোলের ভিতর-পিঠে, আবার বুকের খোলের ভিতর-পিঠ থেকে ফুল্কোর গায় গিয়া ফুল্‌কোকে এক বারে অষ্টে পৃষ্ঠে

বাঁধিয়া ফেলে। এই রকম করিয়া ফুল্কো এক বারে অকেযো হইয়া যায়। সে ফুল্‌কোয় আর কোনও কায হয় না। ফুল্‌কোর মধ্যে বাতাস যাইতে না পারিলেই তার কায ফুরাইল। আবার কখন কখন লিম্ফ্‌ থেকে মোটা একটা পর্দ্দা তয়ের হইয়া ফুল্‌কোর উপরটা ঢাকিয়া ফেলে, আর ফুল্‌কো চাপিয়া ধরে। এতেও ফুল্‌কো অকেযো হইয়া যায়। এই পর্দ্দা কখন কখন, এমন কি, হাড়ের মত শক্ত হইয়া যায়। ফুল্কোর পেচন দিকেই এই পর্দ্দা ভাল রকম দেখা যায়।

লক্ষণ——প্লুরিসি হইবার আগে অল্প শীত বোধ হয়; কারো বা সামান্য রকম একটু কম্পও হয়। তার পরই জ্বর ফোটে, আর ডাইন্‌ পাঁজরেই হোক্‌, আর বাঁ পাঁজরেই হোক্‌, ব্যথা হয়। ব্যথা হইবার আগে বুকের মধ্যে যেন ভারি ভারি বোধ হয়। ব্যথাটা সচরাচর মাইয়ের নীচে কিম্বা মাইয়ের সন্নিসন্নি কোন জায়গায় হয়। বৈদ্যরা এই ব্যথাকে পার্শ্ব-বেদনা বলেন। এ কথা এর আগেই বলিছি। পাঁজর থেকে এই ব্যথা বুকের মাঝ খানে, কণ্ঠায়, আর বগলে মালুম হয়। আবার কখন কখন এক দিকের সমস্ত পাঁজরেই ব্যথা হয়। এ ব্যথা সোজা ব্যথা নয়। ব্যথায় রোগী এক বারে অস্থির

হইয়া পড়ে। ব্যথার জন্যে রোগী না নিশ্বাস লইতে পারে, না কাশিতে পারে, না সে দিকে শুতে পারে। ব্যথার জায়গায় হাত খানির চাপটী পর্য্যন্ত সয় না; আর যেন ছুরি দিয়া খোঁচাইতে থাকে—কি জিওল মাছে হানিতে থাকে। ব্যথার জায়গায় এমন শেঁটে ধরিয়া থাকে যে, বোধ হয় যেন সে জায়গাটা ছুঁই দিয়া টাঁকা আছে। ব্যথার জায়গায় যেন ছুঁই দিয়া টাঁকা আছে বোধ হওয়া প্লুরিসির একটী বেশ চিহ্ন। আর কোনও রোগে রোগী এ রকম ব্যথার কথা বলে না। রোগের সূত্রপাত থেকেই ব্যথা (পার্শ্ব-বেদনা) খুব বেশী হয়। কাশিতে প্রাণ যেন একবারে বাহির হইয়া যায়; কাশির নামে রোগী ডরায়। কিন্তু তার পর হাঁপ যেমন বাড়ে, ও ব্যথাটা তেমনি কমে। জলের ভরে ফুল্কো চেপ্টে যায় বলিয়া রোগী নিশ্বাস লইতে পারে না। বারে বারে কাশি হয়; কিন্তু প্রথমে কাশিলে যত ব্যথা লাগিত, যত কষ্ট হইত, এখন তত হয় না। নিয়ুমোনিয়াতে যেমন রুক্ষ শুষ্ক কুকুরে কাশি হয় বলিছি, (৩৪০—৩৪১র পাত দেখ) প্লুরিসিতেও সেই রকম শুষ্ক কুকুরে কাশি হয়। প্লুরিসির সঙ্গে যদি ব্রংকাইটিস্, নিয়ুমোনিয়া, কি থাইসিস্ (ক্ষয়কাশ) না থাকে, তবেই শুষ্ক কাশি হয়, কাশির সঙ্গে গয়ের

উঠে না; নৈলে গয়ের উঠে। ব্রংকাইটিস্ থাকে ত, ব্রংকাইটিস্-রোগীর গয়েরের মত গয়ের উঠে। নিয়ুমোনিয়া থাকে ত, নিয়ুমোনিয়া রোগীর গয়েরের মত গয়ের উঠে। থাইসিস্ থাকে ত, থাইসিস্ রোগীর গয়েরের মত গয়ের উঠে। থাইসিসের কথা এর পর বলিব; এ রকম কাশিতে রোগীর ভারি কষ্ট হয়। ব্যথার জন্যে ত রোগী কাশিতে পারেই না; সহজ নিশ্বাসও ভাসা ভাসা হয় আর খুব ঘন ঘন পড়ে। নিয়ুমোনিয়া রোগীর নিশ্বাস লওয়ার ভাব আর প্লুরিসি-রোগীর নিশ্বাস লওয়ার ভাব এক রকম নয়। ঠাউরে দেখিলেই এ দুয়ের তফাত বেশ বুঝা যায়। ব্যথার জন্যে প্লুরিসি-রোগী ইচ্ছা করিয়া নিশ্বাস লইতে চায় না। নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় দুই পাঁজর বেশী নড়ে বলিয়া, সে এমনি জুত বরাত করিয়া নিশ্বাস লয় আর নিশ্বাস ফেলে যে, যে পাঁজরে ব্যথা, সে পাঁজর নড়ে কি না, বড় একটা মালুম হয় না। যে দিকে ব্যথা, সেই দিকে সে হেলিয়া থাকে; আর নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় পেট আর অন্য দিকের পাঁজর বেশী নড়ে। বুকের ভিতরে রোগী প্রায়ই এক রকম ঘসার শব্দ টের পায়। দুটো খস্-খসে পর্দ্দা একত্র

ঘষিলে যে রকম শব্দ হয়, এও ঠিক সেই রকম শব্দ। প্লুরিসির এ চিহ্নটীও খুব ভাল। নিয়ুমোনিয়া-রোগী মোটে নিশ্বাস লইতেই পারে না। কেমন করিয়া পারিবে? নিশ্বাস লইবার আর নিশ্বাস ফেলিবার যে যন্ত্র, সেই যন্ত্রের পীড়া। নিশ্বাস লওয়ায় আর নিশ্বাস ফেলায় প্লুরিসি-রোগীর যে কল কৌশল, এখানে তা খাটে না। এখানে এক দিকে একটু হেলিয়া, পেট আর ভাল দিগের পাঁজর (যে দিকের পাঁজরে ব্যথা নয়) বেশী নাড়াইয়া নিশ্বাস ফেলিবার যো কি? ব্যথার জন্যে এক জন (প্লুরিসি-রোগী) ইচ্ছা করিয়া নিশ্বাস লইতেছে না, আর এক জন (নিয়ুমোনিয়া-রোগী) মোটে নিশ্বাস লইতেই পারিতেছে না। ভাবিয়া দেখিলে, এ বুঝা বড় শক্ত নয়। এ ছাড়া প্লুরিসি-রোগে নিশ্বাস লইবার সময় ব্যথার জায়গায় যেন খ্যাঁচ করিয়া লাগে। এই জন্যে, রোগী যেন অর্দ্ধেক খানি নিশ্বাস লইয়াই ক্ষান্ত হয়, এমনি বোধ হয়। নিয়ুমোনিয়াতে এ রকম কিছুই হয় না। নিশ্বাস লইবার সময় পাঁজরের এক জায়গায় সে রকম খ্যাঁচ্ করিয়াও ধরে না, রোগী অর্দ্ধেক খানি নিশ্বাস লইয়াই ক্ষান্ত হইল বলিয়াও বোধ হয় না। তার পর বলি। প্লুরিসি-রোগীর গা গরম আর খস্‌-খসে শুষ্ক। তার গাল

দুটী রাঙা হয়, আর মুখ খানিতে তার কষ্ট যেন লেখা থাকে। এ ছাড়া, সে ভারি অস্থির হয়। গায়ের তাত ১০৩ডিগ্রী(অংশ) পর্য্যন্ত হইতে পারে। নিয়ুমোনিয়াতে গায়ের তাত যত বেশী হয়, প্লুরিসিতে কখনও তত হয় না। এ ছাড়া, প্লুরিসিতে গায়ের তাত যত শীঘ্র কমিয়া যায়, নিয়ুমোনিয়াতে তত শীঘ্র কমে না। প্লুরিসিতে গায়ের তাত শীঘ্রই ৯৮.৫ ডিগ্রী (অংশ) হয়; তার পরই সহজ হয়। সহজ গায়ের তাত কত? ৯৮.৪ ডিগ্রী (অংশ) ৯৯.৫ আর ৯৯.৪ লিখিলে কি বুঝায়? ২০৬র পাতের নীচের দিকে ছোট অক্ষরে তা লিখিয়া দিইছি। সহজ গায়ের তাতের কথা ১৫—১৬র পাতে বলিছি। প্লুরিসি-রোগীর নাড়ী যিনি এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,তাঁর আর কখনও ভুল হয় না। নাড়ী যেমন শক্ত, তেমনি সরু হয়। হাত দেখিবার সময় আঙুলের নীচে নাড়ী যেন সেতার কি বেয়ালার টান টান তারের মত বোধ হয়। জিবে এক রকম শাদা ছাতা পড়ে। প্রস্রাব কম হয়, আর খুব রাঙা হয়।

কখন কখন ভারি রকম প্লুরিসি হইলেও প্লুরিসির লক্ষণগুলি তত স্পষ্ট জানা যায় না। ব্যথাটা ছড়ানে গোচ হয়, আর সে ব্যথায় রোগী তত কাতর

হয় না। যে পাঁজরে ব্যথা, সেই পাঁজরের দুই দুই হাড়ের মাঝখানে আঙুল দিয়া চাপিলেই রোগী ব্যথা বলে। আবার কোন কোন জায়গায় ব্যথা মোটেই থাকে না। অনেক জায়গায়, এমন কি ১০০ˑ মধ্যে ৮০ জায়গায়,প্লুরার প্রদাহ (ইনফ্ল্যামেশন্)থাকিতেও রোগীর তেমন ব্যথা, জ্বর, কাশি, আর হাঁপ তিন দিনের দিন, কি চারি দিনের দিন কমিয়া যায়।

প্লুরার প্রদাহ (ইনফ্ল্যামেশন্) থেকে বুকের খোলের মধ্যে জল জমিয়াছে, জলের ভরে ফুস্ফো এক বারে চেপ্টা হইয়া গিয়াছে, তবু রোগীর বল কমিয়া যাওয়া আর নিশ্বাস ঘন ঘন পড়া ছাড়া আর কোনও লক্ষণ জানিতে পারা যায় না। এমন ঘটনাও কখন কখন হয়। প্লুরিসির লক্ষণ এক রকম মোটামুটি বলিলাম।

৩৫০র পাতের শেষে আর ৩৫১র পাতের প্রথমে বলিছি, নিয়ুমোনিয়ার লক্ষণ গুলি এত স্পষ্ট যে, বুক পরীক্ষা না করিয়াও রোগ ঠিক করিতে পারা যায়। বিস্তর নয়, কেবল তিনটী লক্ষণ। সেই তিনটী লক্ষণেই নিয়ুমোনিয়া ঠিক করিতে পারা যায়। এখন দেখ, বুক পরীক্ষা না করিয়া প্লুরিসি ঠিক করিতে পার কি না। শুদ্ধ লক্ষণ ধরিয়া প্লুরিসি ঠিক করিতে পারা যায় কি না? যায়।

দুটী লক্ষণ আছে—কেবল সেই দুটী লক্ষণ ধরিয়া প্লুরিসি ঠিক করিতে পারা যায়। সে দুটী লক্ষণ কি কি ? (১) জ্বরের সঙ্গে পাঁজরে ব্যথা(পার্শ্ববেদনা) আর (২) সেতারের তারের মত নাড়ী। পাঁজরে ব্যথা বলিলেই যে প্লুরিসির ব্যথা বুঝায়, তা মনে করিও না। রোগীকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যথার পরিচয় লইতে হয়। প্লুরিসি-রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে এই রকম করিয়া তার ব্যথার পরিচয় দেয়ঃ—

(১) কাল্ বেলা ৮টার সময় আমার একটু শীত হইয়া জ্বর হয়। খানিক পরেই বুকের মধ্যে যেন কেমন ভারি ভারি বোধ হইতে লাগিল। তার পর, ঘণ্টা দুই তিনের মধ্যেই ডাইন্ পাঁজরে একটা ব্যথা হইল (ব্যথা ডাইন পাঁজরেও হয়, বাঁ পাঁজরেও হয়, কখন কখন এক বারে দুই পাঁজরেই ব্যথা হয়)। ব্যথাটা পাঁজরের ঠিক মাঝখানেই (মাইয়ের সন্না-সন্নি জায়গায়) মালুম হইতে লাগিল। ব্যথা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। জোরে নিশ্বাস লইবার যো কি ? নিশ্বাস লইবার সময় ব্যথার জায়গায় যেন খ্যাঁচ্ খ্যাঁচ্ করিয়া লাগিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, ব্যথার জায়গাটা যেন কেউ ছুঁই দিয়া টাঁকিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে দুই এক বার খুক্ খুক্

করিয়া কাশিতেও লাগিলাম। কাশিতে কি পারি? ব্যথায় যেন প্রাণ এক বারে বাহির হইয়া যায়। ব্যথার জন্যে না নিশ্বাস লইতে পারি, না কাশিতে পারি, না সে পাশে শুইতে পারি। ব্যথার জায়গায় হাত খানির চাপটী পর্য্যন্ত সয় না। আর নিশ্বাস লইবার সময়, আর নিশ্বাস ফেলিবার সময়, বুকের মধ্যে যেন কেমন একটা খ্যাঁশ্ খ্যাঁশ্ শব্দ(দুটো খস্-খসে কাপড় একত্র ঘষিলে যে রকম শব্দ হয়, সেই রকম শব্দ) মালুম করিতে লাগিলাম। আজ্ও ব্যথা সেই রকম, বরং বেশী।—প্লুরিসি ছাড়া আর কোনও রোগে রোগীর কাছে এ রকম পরিচয় পাবে না।

তার পর তার

(২) নাড়ী দেখিয়া আরও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার। এর আগেই বলিছি, প্লুরিসি-রোগীর নাড়ী যিনি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,তাঁর আর কখনও ভুল হয় না। নাড়ী যেমন শক্ত, যেমন টন্‌কো, তেমনি সরু। হাত দেখিবার সময় আঙুলের নীচে নাড়ী সেতার কি বেয়ালার টান টান তারের মত বোধ হয়। প্লুরিসি ছাড়া আর কোনও রোগে রোগীর নাড়ী এ রকম হয় না।

তার পর রোগীর বুক পরীক্ষা করিয়া সন্ধ (সন্দেহ) মিটাইবে।

প্লুরিসি-রোগীর বুক পরীক্ষা করিয়া কি জানিতে পারা যায় ?——ব্যথার জায়গায় বুক-পরীক্ষার যন্ত্র (ষ্টিথ্‌স্কোপ্‌) বসাইয়া তার উপর কান দিয়া যদি খুব মন দিয়া শুন, তবে বেশ এক রকম শব্দ শুনিতে পাবে। রোগী যখন নিশ্বাস লয়, তখনও সে শব্দ শুনা যায়—যখন নিশ্বাস ফেলে, তখনও সে শব্দ শুনা যায়। সে কি রকম শব্দ ? ঘষার শব্দ। দুটো খস্‌খসে পর্দ্দায় খুব আস্তে ঘষা-ঘষি হইলে যে রকম শব্দ হয়, ঠিক সেই রকম শব্দ। এর আগেই বলিছি যে সহজ মানুষের প্লুরা (বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুল্কো-ঢাকা ঐ পর্দ্দা) ভিজে আর তেলা বলিয়া, নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুল্কো এই দুয়ের ঠেকা-ঠেকি, ঘষা-ঘষি সহজ বেলায় এমনি নিঃশব্দে হয় যে, তা মোটে মালুমই হয় না। কিন্তু প্লুরার যে টুকুতে প্রদাহ (ইন্‌ফ্ল্যা-মেশন্‌) হয়, সে টুকু তেমন ভিজে আর তেলা থাকে না, শুষ্ক খস্‌খসে হইয়া যায়। এই জন্যে, নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময়, বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুল্কো এই দুয়ের ঠেকা-ঠেকি, ঘষা-ঘষি আর সব জায়গায় সেই রকম নিঃশব্দে হয়; কিন্তু প্রদাহ হইয়া প্লুরার যে খানি বা যে টুকু

শুষ্ক আর খস্-খসে হইয়াছে, সে খানি বা সে টুকুতে ঘষার শব্দ পাওয়া যায়। পাওয়া যাবেই ত। খস্-খসে জিনিশে খস্-খসে জিনিশে কখনও নিঃশব্দে ঘষা-ঘষি হইতে পারে না। এ বুঝাইবার জন্যে বেশী কিছু বলিবার দরকার নাই। সব জিনিশ থেকে এক রকম শব্দ বাহির হয় না। যে যেমন জিনিশ, ঘষা-ঘষি হইলে তা থেকে তেমনি শব্দ বাহির হয়। কাঠে কাঠে ঘষা-ঘষি হইলে যে রকম শব্দ হয়, পাতরে পাতরে ঘষা-ঘষি হইলে সে রকম শব্দ হয় না। ভিন্ন জিনিশ দূরে থাক; পুরু কাগজে পুরু কাগজে ঘষা-ঘষি হইলে যে রকম শব্দ হয়, পাতলা কাগজে পাতলা কাগজে ঘষা-ঘষি হইলে সে রকম শব্দ হয় না। এর আগেই বলিছি যে, প্লুরা খুব পাতলা একটী পর্দা। এই জন্যে, ছোট ছোট দু ফর্দ্দ খুব পাতলা কাগজ বুড়ো আঙুল আর তার কাছের আঙুল, এই দুটী আঙুলের মধ্যে রাখিয়া কানের ছাঁদার ঠিক কাছে খুব আঁস্তে আস্তে, অথচ একটু চাপিয়া ঘষা-ঘষি করিলে যে রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, প্লুরিসি-রোগীর বুক পরীক্ষা করিয়াও প্রায়, ঠিক সেই রকম শব্দ শুনা যায়। কুইনাইনের শিশির গায়ে গোলাপি রঙের যে এক রকম খুব পাতলা কাগজ জড়ান থাকে, সেই রকম

কাগজেই সব চেয়ে ভাল পরীক্ষা হয়। কুইনাইনের শিশি দু রকম কাগজ দিয়া মোড়া থাকে। বাহিরের কাগজ সাদা আর পুরু। এই কাগজের উপর ইংরিজি লেখা আর ছাপা মারা থাকে। তার নীচে গোলাপি রঙের খুব পাতলা কাগজ থাকে। গোলাপি রঙের এই পাতলা কাগজেরই কথা বলিতেছি। প্লুরিসি-রোগীর ব্যথার জায়গায় বুক-পরীক্ষার যন্ত্র (ষ্টিথ্‌স্কোপ্‌) বসাইয়া তার উপর কান রাখিয়া খুব মন দিয়া শুনিলে, রোগী যত বার নিশ্বাস লইবে. আর যত বার নিশ্বাস ফেলিবে, তত বারই এই রকম ঘষার শব্দ শুনিতে পাবে। ঐ জায়গায় হাত দিয়া রাখিলেও কখন কখন ঐ রকম ঘষার শব্দ বেশ স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। কিন্তু ও শব্দ বেশী দিন শুনিতে পাওয়া যায় না। শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যায়। শব্দ আর শুনিতে পাওয়া যায় না কেন? কেন তা বলি। এক এক করিয়া ধর। (১) প্রদাহ (ইন্‌ফ্ল্যামেশন্‌) সারিয়া গেলে—ভাল হইয়া গেলে, প্লুরা সে রকম শুষ্ক আর খস্‌-খসে থাকে না; সহজ বেলার মত ভিজে আর তেলা হয়। কাজেই, ঘষাঘষির শব্দ আর পাওয়া যায় না। (২) ফুস্কো-ঢাকা প্লুরা আর বুকের খোলের ভিতর-পিঠ ঢাকা প্লুরা, প্রদাহের (ইন্‌ফ্ল্যামেশনের) জায়গায় একত্র যোড় লাগিয়া

যাইতে পারে। যোড় লাগিয়া গেলে আর ঘষা-ঘষির শব্দ হইতে পারে না। (৩) প্রদাহ (ইন্‌ফ্ল্যামেশন্) হইলে প্লুরার গা থেকে বেশী জল (সিরম্) বাহির হইয়া বুকের খোলের ভিতর জমা হইলে, ফুল্কো-ঢাকা প্লুরা আর বুকের খোলের ভিতর-পিঠ ঢাকা প্লুরায় একত্র ঠেকা-ঠেকি আর ঘষা ঘষি হইতে পারে না। কাজেই, ঘষা-ঘষির শব্দও শুনিতে পাওয়া যায় না। তবেই দেখ, প্লুরিসি-রোগীর বুক পরীক্ষা করিয়া শব্দ এক বার শুনিতে পাইয়া যদি আর শুনিতে না পাও, তবে এক বারে তিনটী বিষয় তোমার মনে পড়িবে। অর্থাৎ হয় প্রদাহ সারিয়া গিয়াছে—ভাল হইয়া গিয়াছে; নয় দুটো পর্দ্দায় (ফুল্‌কো ঢাকা প্লুরা আর বুকের খোলের ভিতর-পিঠ ঢাকা প্লুরায়) যোড় লাগিয়া গিয়াছে, নয় বুকের খোলের ভিতর বেশী জল (সিরম্) জমা হইয়াছে। বুকের খোলের ভিতর বেশী জল জমিলে, ফুল্‌কো আর বুকের খোলের ভিতর-পিঠ, এ দুয়ে ঠেকা-ঠেকি হইতে পারে না। তাদের মধ্যে জল থাকে। কাজেই, ফুল্‌কো ঢাকা প্লুরা আর বুকের খোলের ভিতর-পিঠ ঢাকা প্লুরা, এই দুই পর্দ্দায় ঘষা ঘষিও হইতে পারে না।

প্লুরিসির সঙ্গে কেবল দুটী রোগের গোলমাল

হইতে পারে। সে দুটী রোগ কি কি? (১) প্লুরো-ডাইনিয়া আর (২) নিয়ুমোনিয়া। (১) বুক, পিঠ, পাঁজরের মাংসের ব্যথাকে ডাক্তরেরা প্লুরোডাইনিয়া বলেন। বুক, পিঠ, পাঁজরের মাংসের বাতকেও ডাক্তরেরা প্লুরোডাইনিয়া বলেন। প্লুরোডাইনিয়ার কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। কাশিয়া কাশিয়া বুকে, পিঠে, পাঁজরে যে ব্যথা হয়, সে ব্যথা বুক, পিঠ, পাঁজরের মাংসের ব্যথা। হাড়েরও ব্যথা নয়, বুকের ভিতর-কার কোন জায়গারও ব্যথা নয়। মাংসের এই যে ব্যথা, একেও ডাক্তরেরা প্লুরোডাইনিয়া বলেন। প্লুরি-সির ব্যথার সঙ্গে প্লুরোডাইনিয়ার ব্যথার গোলমাল প্রায়ই হয়। এ রকম গোলমাল হইলে রোগীর লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইবার আটক নাই। এই জন্যে, প্লুরিসি আর প্লুরোডাইনিয়ার তফাত কি, বেশ করিয়া জানিয়া রাখা ভারি দরকার। তফাত একটু আধটু নয়। আকাশ পাতাল তফাত। প্লুরো-ডাইনিয়ায় জ্বর জাড়ি কিছুই নাই। আর রোগীর বুক পরীক্ষা করিলে সে রকম ঘষার শব্দ টব্দ কিছুই পাওয়া যায় না। এ ছাড়া, যাতে বুক, পিঠ, পাঁজ-রের মাংসে চাড় পায়, তাতেই ব্যথা লাগে। হাত তুলিতে, ডাইনে বাঁয়ে হঠাৎ ফিরিতে ঘুরিতে, কিম্বা হঠাৎ জোরে নিশ্বাস লইতে কি নিশ্বাস ফেলিতে

মাংসে ব্যথা লাগে। আস্তে আস্তে আঙুলের ঘা দিলেও মাংসে ব্যথা লাগে। চাপ দিয়া চাপ তুলিয়া লইবা মাত্র ব্যথা বাড়ে।

তার পর বলি।

(২) নিয়ুমোনিয়ার সঙ্গে প্লুরিসি রোগের গোলমাল হইয়া যাওয়া যত সম্ভব, এত আর কোন রোগেরই সঙ্গে নয়। এই জন্যে, নিয়ুমোনিয়া আর প্লুরিসি, এই দুটী রোগের তফাত জানিয়া রাখাও বড় দরকার। প্লুরিসির চেয়ে নিয়ুমোনিয়াতে জ্বর বেশী হয়, গায়ের তাত বেশী তীব্র হয়—নিয়ুমোনিয়া-রোগীর গায়ে, বিশেষ বুকে, পিঠে, পাঁজরে হাত দিলে বোধ হয় যেন হাত পুড়িয়া যায়। প্লুরিসি-রোগীর গায়ে হাত দিলে, হাতে তেমন গরম মালুম হয় না। প্লুরিসির চেয়ে নিয়ু-মোনিয়ায় রোগীর মুখ বেশী লাল হয়। এ ছাড়া, প্লুরিসি রোগীর ব্যথার জায়গায় এমনি শেঁটে ধরিয়া থাকে যে, বোধ হয় যেন সে জায়গাটা ছুঁই দিয়া টাঁকা আছে। নিয়ুমোনিয়া-রোগীর বুকে, পিঠে, পাঁজরে যে ব্যথা হইয়া থাকে, সে ব্যথার স্বভাব এ রকম নয়। নিয়ুমোনিয়া-রোগীর কাশি, প্লুরিসি-রোগীর কাশির মত নয়। নিয়ুমোনিয়ায় সচরাচর মর্চ্যে বা পাট্‌কিলে রঙের গয়ের উঠে।

বুক-পরীক্ষার যন্ত্র (ষ্টিথস্কোপ্) দিয়া পরীক্ষা করিলে নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় চুল-ঘষার চিড়্চিড়্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। কানের কাছে পাতলা কাগজে পাতলা কাগজে ঘষা-ঘষি করিলে যে রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, প্লুরিসি-রোগীর বুক পরীক্ষা করিলে সেই রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এই দু রকম শব্দের একটার সঙ্গে আর একটার গোলমাল্ হওয়া সম্ভব নয়। এ ছাড়া, প্লুরিসি-রোগীর নাড়ী, আঙুলের নীচে সেতার কি বেয়ালার তারের মত বোধ হয়। নিয়ুমোনিয়া-রোগীর নাড়ী সে রকম নয়। নিয়ুমোনিয়া-রোগীর নাড়ী নরম, আর আঙুল দিয়া চাপিলেই তার গতি বন্ধ হয়। এ সব কথা এর আগেই বলিছি। নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় বুকে, পিঠে, পাঁজরে ঘা দিলে নিরেট শব্দ বাহির হয়। প্লুরিসি রোগে বুকের খোলের মধ্যে কিম্বা প্লুরার থলীর মধ্যে জল জমিলেও বুকে, পিঠে, পাঁজরে ঘা দিলে নিরেট শব্দ বাহির হয়। দুই রোগেই বুকে, পিঠে, পাঁজরে ঘা দিয়া নিরেট শব্দ পাইলে। এখন কেমন করিয়া বুঝিবে যে, রোগীর নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে কি প্লুরিসি হইয়াছে। তা বুঝা শক্ত নয়। প্লুরিসি রোগে বুকের খোলের মধ্যে জল জমিবার কথা বলিবার সময় এ সব বেশ করিয়া বলিব।

প্লুরিসি-রোগীর গতিক ভাল কি মন্দ, কি দেখিয়া বুঝিবে ?—রোগ যদি নূতন হয়, কোনও উপসর্গ না থাকে, আর চিকিৎসা তৎপর হয়, তবেই মঙ্গল। এক দিকের প্লুরিসির চেয়ে দুদিকেরই প্লুরিসিতে যে রোগীর বিপদ্ বেশী, তা বলা বাড়া। রোগী যদি বেশ সবল থাকে, আর জ্বর-জাড়ি না থাকে, তবে ব্যামো পুরাণ হইলেও বেশী ভয়ের বিষয় নয়। বুকের খোলের মধ্যে (প্লুরার থলির ভিতর) খুব শীঘ্র শীঘ্র যদি বেশী জল জমে, তবে রোগীর জীবন রক্ষা হওয়া ভার। দুই দিকেই জল জমিলে আরও বিপদ্। প্লুরিসির সঙ্গে আর কোনও যন্ত্রের ব্যামো (যেমন ক্ষয়কাশ) কিম্বা উদরী থাকিলে রোগীর নিস্তার নাই।

চিকিৎসা——এখন প্লুরিসি-রোগীর চিকিৎসার কথা বলি। নিয়ুমোনিয়ার চিকিৎসার কথা বলিবার সময় রোগীকে যে রকম স্থির রাখিতে বলিছি, প্লুরিসি-রোগীকেও সেই রকম স্থির রাখিবে। ব্যথার জায়গায় দুই প্লুরায় (ফুস্ফো ঢাকা প্লুরা আর বুকের খোলের ভিতর-পিঠ ঢাকা প্লুরায়) অকারণ বেশী ঘষা-ঘষি না হইতে পারে, এই জন্যে রোগীকে কথা কহিতে কিম্বা দীর্ঘ নিশ্বাস লইতে বারণ করিবে। সরু ফ্লানেলের ব্যাণ্ডেজ্ রোগীর বুকে

জড়াইয়া দিলে বেশ উপকার হয়। কেন না, ফ্ল্যানেল্ দিয়া এ রকম জড়ান থাকিলে নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় পাঁজরের হাড় কম নড়ে।' 'কাজেই, দুই প্লুরার ঘষা-ঘষিও কম হয়। আবার ঘষা-ঘষি কম হইলে ব্যামোও বাড়িয়া যাইতে পারে না। প্লুরিসি-রোগী ব্যথাতেই কাতর। এই জন্যে, অসুদ দিয়া তার ব্যথা আগে দূর করিবে। প্লুরিসি-রোগীর ব্যথা দূর করিবার জন্যে আমি যে অসুদ দিয়া থাকি, সে অসুদটী নীচে লিখিয়া দিলাম।

লাইকর্ য়্যামোনিয়ী য়্যাসিটেটিস্ ...	৩ ড্রাম্
নাইট্রিক্ ঈথর্	৩ ড্রাম্
টিংচর্ ওপিয়াই (লডেনম্—আফিঙের আরক)	১ ড্রাম্
ডিল্ ওয়াটর্ (য়্যাকুই য়্যানিথাই)	৬ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ দু তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। এটী প্লুরিসির বড় চমৎকার অসুদ। এক দিনেই রোগীর ব্যথা অনেক নরম পড়ে। এর সঙ্গে সঙ্গে ব্যথার জায়গায় তার্পিণের সেক দিলে আরও উপকার হয়—আরও শীঘ্র ব্যথা নরম পড়ে। ২১৩—২১৪র পাতে যে রকম করিয়া তার্পিণের সেক দিতে হয় বলিছি, প্লুরিসি-রোগীকে সে রকম করিয়া সেক দিবে না। তিন চারি পুরু ফ্ল্যানেল্ খুব গরম জলে

ডুবাইয়া নিংড়াও। তার পর তার উপর, ৮০। ৯০ কি ১০০ ফোটা আন্দাজ তার্পিণ তাড়াতাড়ি ছড়াইয়া দেও। তার পর, যে দিকে তার্পিণ ছড়াইয়া দিলে, সেই দিক্‌টে দিয়া তার ব্যথার জায়গা আর তার চারি ধার ঢাকিয়া দেও। তার পর, শুক্ন তোয়ালেই হোক্, আর শুক্ন কাপড়ই হোক্, তিন চারি তো করিয়া সেই ফ্ল্যানেলের উপর দিয়া, এক খানি উড়ুনি লম্বালম্বি তিন ভাঁজ করিয়া সে সব বেশ এঁটে জড়াইয়া দেও। ফ্ল্যানেল্ ঢাকিবার কাপড়, আর জড়াইয়া বাঁধিবার উড়ুনি আগেই সব প্রস্তুত করিয়া রাখা চাই। নৈলে কাপড় চোপড় আনিতে নিতে, ভাঁজ করিতে আশ্ করিতে ফ্ল্যানেল্ ঠাণ্ডা হইয়া যাবে। ফ্ল্যানেলের উপর দিয়া এক বারে ভাব উঠিতেছে—তারই উপর তার্পিণ ছড়াইয়া দিবে। ছাড়াইয়া দিয়াই সেই দিক্‌টে ব্যথার জায়গায় বসাইয়া দিবে। তার পর, তো করা তোয়ালে কিম্বা কাপড় দিয়া ফ্ল্যানেল্‌টা তাড়াতাড়ি ঢাকিয়া দিয়া, শেষে উড়ুনি দিয়া সব জড়াইয়া আঁটিয়া বাঁধিয়া দিবে। এই রকম করিয়া ঢাকা দিয়া আর জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিলে, ফ্ল্যানেলের গরম দশ বার ঘণ্টা সমান থাকে। চাই কি এক সেকেই রোগীর ব্যথা প্রায় সারিয়া যায়। তবে এ রকম সেক অনেক

রোগী সৈতে পারে না। এ রকম সেকে ভারি জ্বালা করে। ভারি লাগে আর তার পর জ্বালা ধরে বলিয়া অনেকে হাঁউ মাউ করিয়া খানিক পরেই সে সব খুলিয়া ফেলিয়া দেয়। প্লুরিসি যে শক্ত রোগ, পুরাণ পড়িয়া গেলে প্লুরিসি থেকে রোগীর যে সব বিপদ্ ঘটিতে পারে আর ঘটিয়া থাকে, তাতে ২। ৪ ঘণ্টা অমন একটু জ্বালা সহ্য করিয়া থাকিলে, যদি এমন খল রোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তবে তার চেয়ে সুবিধা আর কি হইতে পারে? ব্যথা যদি খুব বেশী হয়, আর রোগী বেশ সবল থাকে, তবে ব্যথার জায়গায় গোটা পাঁচ ছয় জোঁক লাগাইলে ব্যথা তখনই কমিয়া যায়। ফল কথা, এতে যত শীঘ্র ব্যথা কমে, আর কিছুতেই তত নয়। আগে তার্পিণের সেক দিয়ে দেখিবে। তাতে যদি ব্যথা না কমে, তবেই জোঁক লাগাইবে। নৈলে মিছে-মিছি রক্ত বাহির করিয়া রোগীকে আরও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবার দরকার নাই।

ব্যথা যদি বড়ই বেশী হয়, তবে ব্যথার জায়গায় বড় এক খান বেলস্তরা বসাইয়া দিবে। বেলস্তরা বেশী ক্ষণ রাখিবার দরকার নাই। আধ ঘণ্টা খানেক রাখিলেই কাজ হয়। তার পর, বেলস্তরা উঠাইয়া ফেলিয়া সেই জায়গায় মসিনার খৈলের

খুব গরম একটা পুল্‌টীশ্‌ দিবে। এতেই ব্যথা তখনই নরম পড়িবে। বুকের খোলের মধ্যে বেশী জল জমিলে শুদু এ রকম চিকিৎসায় রোগীকে আরাম করা যায় না। এই জন্যে, জ্বর যে কমিয়া যাবে, সেই অমনি য়্যাস্পিরেটর দিয়া জল বাহির করিয়া ফেলিবে। য়্যাস্পিরেটর দিয়া বুকের ভিতরকার জল বাহির করা খুব সোজা, আর এতে রোগীর কোনও বিপদ্‌ নাই। য়্যাস্পিরেটর জিনিশটে কি? য়্যাস্পিরেটর একটী যন্ত্র। এই যন্ত্রটীর কথা আর এই যন্ত্র দিয়া বুকের ভিতরকার জল কেমন করিয়া বাহির করিতে হয়, এর পর বলিব। জল জমিতেই অমনি বাহির করা হবে না। কিন্তু জ্বর কমিলেও আর দেরি করা হবে না। জল যতবার জমিবে, য়্যাস্পি-রেটর দিয়া তত বারই তা বাহির করিয়া ফেলিবে। এর সঙ্গে সঙ্গে রোগী যাতে দিন দিন সবল হয় তা করিলে শেষে জল আর জমে না। কাযেই, প্লুরিসি আর পুরাণ পড়িয়া যাইতে পারে না। তবে প্লুরিসি যদি পুরাণ পড়িতে না দিলে, আর রোগীকে মারে কে? যে কারণেই হোক, য়্যাস্পিরেটর দিয়া বুকের ভিতরকার জল বাহির করা না ঘটিলে, অষুদ খাওয়াইয়া জল শুকাইবার চেষ্টা করিবে। নীচে সে অষুদটী লিখিয়া দিলাম।

পিল হাইড্রজ (ব্লুপিল্)	... ...	৩৬ গ্রেন্
পল্‌ব ডিজিটেলিস্	... ...	৬ গ্রেন্
পল্‌ব সিলি	... ...	১৮ গ্রেন্

একত্র বেশ করিয়া মিশাইয়া এতে ১২টী বড়ি তয়ের কর।

রোঁজ তিন বেলা তিনটে বড়ি দিবে। এই সঙ্গে রোগীকে আয়োডাইড্ অব্ পোটাসিয়ম্ খাইতে দিলে আরও উপকার হয়। বুকের ভিতরকার জল আরও শীঘ্র শুষে যায়। ২।৩ গ্রেন্ আয়োডাইড্ অব্ পোটাসিয়ম্ জলের সঙ্গে সকালে বিকালে খাইতে বলিবে। নূতন প্লুরিসিকে যদি পুরাণ হইতে না দিলে, তবে প্লুরিসির চূড়ন্ত চিকিৎসা করিলে।

এখানেও আমাদের সেই কুইনাইন্ ছাড়া আর উপায় নাই। তাপমানযন্ত্র দিয়া বারে বারে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে; গায়ের তাত যে একটু কমিবে সেই কুইনাইন্ দিবে। স্বল্পবিরাম-জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে) যে রকম করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইতে হয় বলিছি, এখানেও ঠিক্ সেই রকম করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইবে। ১৮০র পাতে এ সব কথা বেশ করিয়া বলিছি। ১৮০র পাতের কথা আবার ৭৫—৭৭র পাতে বরাত দেওয়া আছে। এই জন্যে, ১৮০র পাতও পড়িবে, ৭৫—৭৭র পাতও পড়িবে। প্লুরিসি-রোগীর জ্বর সদ্য আরাম করা চাই। নৈলে রোগীর

বড় বিপদ্। প্লুরিসি-রোগীর জ্বর রয়ে বসে ভাল করিলে চলিবে না। এ রোগ পুরাণ পড়িয়া গেলে, রোগীকে শেষে বাঁচানই কঠিন হইয়া পড়ে। কুইনাইন্ দিয়া জ্বর আশা বন্ধ কর, আর যাতে বল হয় এমন আহার দিয়া রোগীকে সবল রাখ। তার্পিণের ঐ রকম সেক দিয়া আর আফিং ঘটিত ঐ আরক অসুদ (মিক্শ্চর) খাওয়াইয়া ব্যথা দূর কর। এই করিলেই তোমার প্লুরিসির চিকিৎসা করা হইল। যাতে বল হয় এমন আহার আর কি? দুধ আর মাংসের ক্বাথ। দরকার হইলে মাংসের ক্বাথের সঙ্গে একের নম্বর ব্রাণ্ডি দিবে। যদি বল ব্রাণ্ডি দিবার আবার দরকার কি? অসুদের সঙ্গেই হোক্, আর মাংসের ক্বাথের সঙ্গেই হোক্ ব্রাণ্ডি দিবার দরকার কি, এর আগে তো অনেক বারই বলিছি। রোগী দুর্ব্বল হইলেই তাকে ব্রাণ্ডি দেওয়া চাই, নৈলে, রোগ ক্রমেই বাড়িয়া যাবে। যে রোগই কেন, হোক্ না, রোগীর বল রাখিয়া চিকিৎসা না করিলে, চিকিৎসক অপ্রতিভ হইবেন বৈ, কখন যশ পাইবেন না।

প্লুরিসি বেশ সারিয়া গেলেও রোগীকে খুব তরি তর্পণে থাকিতে বলা চাই। নৈলে সামান্য অত্যাচারেই রোগটী আবার হইতে পারে। প্লুরিসি

এক বার সারিয়া আবার হইলে রোগীর বিপদের সীমা নাই। কোন রকমে গায়ে হিম বাত লাগাইবে না। যার যেমন অবস্থা, সে সেই রকম কাপড় চোপড় দিয়া সব গা বেশ করিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। এক মাসের মধ্যে স্নান করিবে না। শীত কালে হয় ত শীত থাকিতে স্নান করিবে না। তার পর, তিন চারি দিন অন্তর ঘরের মধ্যে দুওর দিয়া অল্প গরম জলে স্নান করিবে। তার পর, ক্রমে সৈয়ে সৈয়ে রোজ নাওয়া অভ্যাস করিবে। বেশ তাত ফুটিলে তবে হিম জলে নাইতে আরম্ভ করিবে—তাও ক্রমে অভ্যাস করিবে। প্রথমে কাঁচায় পাকায় মিশাইয়া স্নান করিবে। তার পর, গরম জলের ভাগ ক্রমে কমাইয়া দিবে। এই রকম করিয়া হিম জলে নাওয়া অভ্যাস করিবে। শরীর খুব সবল না হইলে দস্তুর মত স্নান করিবে না। আমরা যে নিয়মে আর যে রকম করিয়া স্নান করি, তাতে শরীর খুব সুস্থ আর খুব সবল না থাকিলে, সে রকম স্নান কখনও সয় না। শর্দ্দি, কাশি, জ্বর বাত, পেটের ব্যামো—এর মধ্যে একটা না একটা হয়ই। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া জ্বর ছাড়া কথা নাই। যে ব্যামোই কেন হোক্ না, তার সঙ্গে জ্বর থাকিলে সে জ্বর ম্যালেরিয়া জ্বরের স্বভাব পায়। এই জন্যে বলিতেছি,

ম্যালেরিয়া জ্বরে স্নান যে ভারি কুপথ্য, তা যেন খুব মনে থাকে। ১৬৩—১৬৬র পাতে এ সব বেশ করিয়া বলিছি।

হাইপোফস্ফাইট্ অব লাইম্ আর কড্লিবর্ অইল্ যে কাশ রোগের মহৌষধ, এর আগে তা অনেক বার বলিছি। ব্রংকাইটিসই হোক্, নিয়ুমোনিয়াই হোক্, আর প্লুরিসিই হোক্, ব্যামো সারিয়া গেলে এ দুটী অসুদ রোগীকে দেওয়া চাই-ই—চাই। এ দুটী অসুদেই শরীর পুষ্টি হয়, আর পরে কোন খারাপ কাশ-রোগ জন্মিতে দেয় না। হাইপোফস্ফাইট্ অব লাইমের কথা ৩১০—৩১২র পাতে বলিছি। কড্লিবর্ অইলের কথা ৩৩১—৩৩৩র পাতে বলিছি।

(২) পুরাণ প্লুরিসি——এখন পুরাণ প্লুরিসির কথা বলি।

লক্ষণ——পুরাণ প্লুরিসি সচরাচর নূতন প্লুরিসি থেকেই হয়। নূতন প্লুরিসি শীঘ্র না সারিলেই আর কি পুরাণ হইয়া পড়ে। প্লুরার গা থেকে যে জল বাহির হয়, সে জল না শুখিয়া থাকিয়া যায়। এ ছাড়া, সচরাচর সে জল বাড়ে, আর যদি রোগী জ্বরে নিয়ত ভোগে, তবে সে জল পূযের মত হইয়া যায়। বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে, রোগীর

বাহ্য লক্ষণে তা কেমন করিয়া জানা যায়? রোগী ভারি কাহিল হইয়া পড়ে—দিন দিন তার শরীর যেন ক্ষয় পাইয়া যায়; একটু শ্রম করিলেই হাঁপ লাগে, আর ভাল দিকে অর্থাৎ যে দিকে ব্যামো নয়, সে দিকে শুতে পারে না। এ সব লক্ষণ ত বজায় থাকেই। এর মধ্যে ব্যথা আর হাঁপ মাঝে মাঝে খুবই বাড়ে।

নূতন প্লুরিসিতে বুকের ভিতর জল জমিলে যে যে উপায় করিতে হয় বলিছি, এখানেও সেই সব উপায় করিবে। তবে পুরাণ প্লুরিসিতে রোগীর বল রক্ষা করিবার চেষ্টা আগে চাই। এই জন্যে, তাকে দুধ, মাংসের ক্বাথ, আর একের নম্বর ব্রাণ্ডি অবাধে দিবে। হাইপোফস্ফাইট অব্ লাইম্ আর কড্লিবর্ অইল্ ত দিবেই। তা ছাড়া, লৌহ (আয়র্ণ) ঘটিত অসুদও তাকে দেওয়া চাই। যাতে লৌহ (লোওয়া—আয়র্ণ আছে, তাকেই লৌহ-ঘটিত অসুদ বলে। যেমন সল্ফেট অব্ আয়র্ণ (হীরেকশ), কার্ব্বণেট অব্ আয়র্ণ, টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস্—এ কয়টাই লৌহ-ঘটিত অসুদ। রোগীর যদি সঙ্গতি থাকে, তবে তাকে জায়গা বদ্লাইতে বলিবে।

প্লুরিসি খুব ভারি রকম হইলে প্লুরার গা থেকে অনেক জল বাহির হইয়া বুকের খোলের মধ্যে

জমা হয়। এই জলের পরিমাণের কিছু ঠিক্ নাই। দু চারি ঔন্স‌ও হইতে পারে, আর পাঁচ সাত পাইণ্টও হইতে পারে। এক ঔন্স আধ ছটাক, আর এক পাইণ্ট তিন পোওয়া। এই জল বুকের খোলের মধ্যে জমা হইয়া ফুল্কো এক বারে চাপিয়া ধরে; সে ফুল্কোর কায একবারে বন্ধ করিয়া দেয়।—সে ফুল্কোর ভিতর আর বাতাস যাইতে পারে না। হৃৎপিণ্ড (হার্ট) যেখানে আছে, জলের ভরে সেখানে থেকে সরিয়া যায়। শুদ্ধ হৃৎপিণ্ড নয় অন্য অন্য যন্ত্রও সরিয়া যায়। এ ছাড়া, যে দিকে জল জমে, জলের ভরে সে দিকের পাঁজর যেন একটু ঠেলে বেরোয়।

বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে, বুক পরীক্ষা করিয়া তা জানা যায় কি না? যায়। বুক পরীক্ষা করিয়া কি জানিতে পারা যায়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম। বুকের খোলকে প্লুরার থলিও বলে। কেন না, বুকের খোলও প্লুরা দিয়া ঢাকা, আবার ফুল্‌কোও প্লুরা দিয়া ঢাকা। এই জন্যে, বুকের খোলের ভিতর জল জমিয়াছে বলিলে যা বুঝায় প্লুরার খোল বা থলির মধ্যে জল জমিয়াছে বলিলেও তাই বুঝায়।

বুকের খোলের মধ্যে বা প্লুরার থলিতে জল জমিলে বুক পরীক্ষা করিয়া তার কি কি চিহ্ন

জানিতে পারা যায়? বুক পরীক্ষা করিয়া পাঁচটী চিহ্ন পাওয়া যায়। (১) পিঠে, পাঁজরে, বা বুকে, বাঁ হাতের দুটী আঙ্গুল উপুড় করিয়া রাখিয়া তার উপর ডাইন্ হাতের মাঝের তিনটি আঙুলের আগা দিয়া একটু জোরে ঘা দিলে নিরেট শব্দ বাহির হয়। (২) বুক-পরীক্ষার যন্ত্রের (ষ্টিথস্কোপের) উপর কাণ রাখিয়া বেশ মন দিয়ে শুনিলে, ফুল্‌কোর মধ্যে বাতাস যাওয়ার বেশ মিষ্টি, নরম, শোঁ শোঁ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। (৩) নলের মুখে একটু তফাত থেকে ফুঁদিলে যে এক রকম কর্কশ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, মিষ্টি শোঁ শোঁ শব্দের বদলে ঠিক্ সেই রকম শব্দ শুনা যায়। (৪) বুক পরীক্ষার যন্ত্রের (ষ্টিথস্কোপের) উপর কাণ রাখিয়া রোগীকে কথা কহাইলে, এক—দুই—তিন গুণিতে বলিলে, তার আওয়াজ তোমার কাণে আসিয়া যেন কন্ কন্ করিয়া লাগিবে। (৫) রোগীর পিঠে, পাঁজরে, বা বুকে তোমার হাত রাখিয়া তাকে এক—দুই—তিন গুণিতে বলিলে, তার বুকের ভিতর থেকে কোনও রকম আওয়াজ তোমার হাতে আসিয়া লাগিবে না। এই পাঁচটী ছাড়া আর একটী চিহ্ন আছে। (৬) বুকের মধ্যে খুব বেশী জল জমিলে, জলের ভরে

হৃৎপিণ্ড আপনার জায়গা থেকে সরিয়া যায়। জলের ভরে ডায়াফ্রাম্ও নামিয়া পড়ে। ডায়াফ্রাম্ ডাক্তারি কথা। বুকের খোল আর পেটের খোল, এই দুই খোলের মাঝখানে মাংসের একটা পর্দ্দা আছে। সেই পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা ডায়াফ্রাম্ বলেন। পাঁটা ঝুড়িবার সময় তার সুমুকের পা দুখানিতে দড়ি বাঁধিয়া কেমন করিয়া টাঙাইয়া রাখে, ঝোড়া হইলে ছুরি দিয়া পেট চিরিয়া কেমন করিয়া নাড়ি ভুঁড়ি বাহির করিয়া ফেলে, নাড়ি ভুঁড়ি বাহির করিয়া ফেলিয়া কেমন করিয়া মেটে(লিবর্—যকৃত) বাহির করিয়া লয়; আমাদের ছেলে বুড়ো মেয়েতেও জানে। এই মেটে বাহির করিয়া লইবার সময় উপর দিকে মাংসের একটা পর্দ্দাতে হাত ঠেকে। মেটে বাহির করিয়া লইয়া একটু হেঁট হইয়া উকি দিয়া দেখিলে মাংসের ঐ পর্দ্দাটা বেশ দেখা যায়। মাংসের এই পর্দ্দা দিয়া বুকের খোলের মেজে আর পেটের খোলের ছাদ তয়ের হইয়াছে। এই পর্দ্দা (আড়াল) না থাকিলে বুকের খোল আর পেটের খোল এক হইয়া যাইত। এর আগেই বলিছি, ডায়াফ্রাম্ ডাক্তারি কথা। এর ভাল বাঙ্গালা কথা উদরোরোব্যবধানপেশী। কিন্তু ডায়াফ্রামের চেয়ে এ ঢের শক্ত কথা। এই জন্যে, একে ডায়াফ্রাম্ বলাই ভাল।

বুকের খোলের মধ্যে যে পরিমাণে জল জমে, বুকে, পিঠে পাঁজরে ঘা দিয়া নিরেট শব্দ ও সেই পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রথমে এই নিরেট শব্দ বুকের খোলের সব নীচে আর পেছন দিকে টের পাওয়া যায়। তার পর বুকের খোলের ভিতরকার জল যেমন বাড়িতে থাকে, সেই সঙ্গে সঙ্গে নিরেট শব্দও সুমুখে আর পাশেও পাওয়া যায়। এ ছাড়া ঐ জল যত বাড়ে নিরেট শব্দও তত উচুতে পাওয়া যায়। শেষে বুকের খোল একবারে জলে পুরিয়া গেলে, সে দিকের যেখানে ঘা দিবে, সেই খান থেকেই নিরেট শব্দ বাহির হবে। নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় বুকে ঘা দিলে যে রকম নিরেট শব্দ বাহির হয়, বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে তার চেয়েও নিরেট শব্দ বাহির হয়। যে পর্য্যন্ত জল থাকে, সেই পর্য্যন্তই নিরেট শব্দ পাওয়া যায়। তার উপর ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ বাহির হয়। নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায়ও এই রকম নিরেট আর ফাঁপা শব্দ পাওয়া যায়। নিরেট ফুস্কো খানির উপর নিরেট শব্দ হয়। ভাল ফুস্কো খানির উপর ফাপা শব্দ হয়। এর মধ্যে বেশ একটা তফাত আছে। নিয়ুমোনিয়ার ফাপা আর নিরেট শব্দ যে জায়গায় যোগ হইয়াছে, সে জায়গাটা যদি কালি

দিয়া দাগ দেও, তবে কালির সে দাগটী তের্চা দেখিবে। আর প্লুরিসিতে—বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে—কাঁপা আর নিরেট শব্দ যে জায়গায় যোগ হইয়াছে, সে জায়গাটা যদি কালি দিয়া দাগ দেও, তবে কালির সে দাগটী সোজা হবে—ও রকম হ্যাঁকাতে বা তের্চা কখনই হবে না। যে পাত্রেই কেন জল রাখ না, জলের উপরটা কখনই উচ নীচ হয় না —সর্ব্বদাই সমান থাকে! এইজন্যে বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে, সে জলও যে এক জায়গায় উচ এক জায়গায় নীচ হইবে না, তা বেশই বুঝা যাইতেছে। কাজেই নিরেট শব্দ ধরিয়া যদি জলের ঊর্দ্ধ সীমা স্থির কর, আর সেই সীমা কালি দিয়া চিহ্ন কর, তবে তোমার কালির সে দাগটী চারি দিক্ বেড়িয়া ঠিক্ সোজা চলিয়া যাইবে। নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থার নিরেট শব্দ আর বুকের খোলের মধ্যে জল জমার নিরেট শব্দ, এই দু রকম নিরেট শব্দের মধ্যে এই তফাতটী মনে করিয়া রাখা ভারি দর-কার। এই তফাতটী মনে থাকিলে রোগ ঠিক্ করিতে তোমার ভুল হইবে না। নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থার নিরেট শব্দ বলিলে কি বুঝায়? নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় বুকে, পিঠে, পাঁজরে আঙুলের ঘা দিলে যে নিরেট শব্দ বাহির হয়, সেই

শব্দকে সংক্ষেপে নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থার নিরেট শব্দ বলিতেছি। বুকের খোলের মধ্যে জল জমার নিরেট শব্দ বলিলে কি বুঝায় ? বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে বুকে, পিঠে, পাঁজরে আঙুলের ঘা দিলে যে নিরেট শব্দ বাহির হয়, সেই শব্দকে সংক্ষেপে বুকের খোলের মধ্যে জল জমার নিরেট শব্দ বলিতেছি। এ ছাড়া, রোগী উঠিয়া বসিলে কি শুইলে, বুকের ভিতরকার জল সরিয়া সরিয়া বেড়ায়। বুকে, পিঠে, পাঁজরে ঘা দিয়া তা বেশ জানিতে পারা যায়। যেখান থেকে জল সরিয়া যায়, সেখানে ফুল্কো জাগিয়া উঠিলে আগেকার মত নিরেট শব্দ পাওয়া যায় না—ফুল্কোর ফাঁপা শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু জল সরিয়া গেলেও, চারিদিকের বাঁধনছাঁদনে ফুল্কো যদি জাগিয়া উঠিতে না পারে, তবে এ চিহ্নটী আর থাকে না। বুকের খোলের মধ্যে খুব বেশী জল জমিলে কেবল কণ্ঠার নীচেই ঘা দিয়া ফাপা শব্দ পাওয়া যায়। এই ফাঁপা শব্দ সহজ বেলার ফাপা শব্দের চেয়ে ঢের বেশী। পেট খুব ফাঁপিলে পেটে আঙুলের ঘা দিয়া যে রকম ফাঁপা শব্দ বাহির হয়, এ ও প্রায় সেই রকম শব্দ। নলের মুখে একটু তফাত থেকে ফু দিলে যে এক রকম কর্কশ শব্দ শুনিতে পাওয়া

যায় বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে বুকে, পিঠে, পাঁজরে ষ্টিথস্কোপ্ (বুকপরীক্ষার যন্ত্র) দিয়া শুনিলে ঠিক্ সেই রকম শব্দ পাওয়া যায়। বায়ুনলিগুলির ভিতর বাতাস সেঁদোবার সময় যে শব্দ হয়, এ সেই শব্দ। জলের চাপে ফুল্কো চেপ্টা আর নিরেট হইয়া যায়। ফুল্কোর খুব মিহি নলি আর বায়ুকোষ গুলির ভিতর বাতাস যাইবার আর যো থাকে না। কাযেই, বড় নলি গুলির ভিতর যে বাতাস যাতায়াত করে, কেবল তারই এক রকম কর্কশ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এই রকম কর্কশ শব্দ চেপ্টা নিরেট ফুল্কো আর জলের ভিতর দিয়া কাণে আসে। নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় এই রকম কর্কশ শব্দ নিরেট্ ফুল্কোর ভিতর দিয়া কাণে আসে। নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় রোগীর গলার আওয়াজ যেমন জড়ান অস্পষ্ট আর কন্কনে হয়, বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলেও গলার আওয়াজ সেই রকম জড়ান অস্পষ্ট আর কন্কনে ত হয়ই, তা ছাড়া, আবার একটু কাঁপানে কাঁপানেও হয়। মোটা কথায়, গলার আওয়াজ ছাগল ডাকার মত মালুম হয়। বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে রোগীর আওয়াজ ছাগল-ডাকার মত মালুম হয় বলিলে কি বুঝায় ? বুকের খোলের

মধ্যে জল জমিলে রোগীর বুকে, পিঠে, পাঁজরে ষ্টিথস্কোপ্ দিয়া তাকে এক—দুই—তিন গুণিতে বলিলে, তার গলার আওয়াজ তোমার কানে ঠিক যেন ছাগল ডাকার মত মালুম হয়, এই বুঝায়। ছাগল ডাকার মত এই শব্দ পাকৃরোর হাড়ের (স্ক্যাপিউলার—পৃষ্ঠফলকাস্থির) কোণের দিকে খুব স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। নিমুমোনিয়া রোগীর পিঠে, বা পাঁজরে তোমার হাত রাখিয়া তাকে এক—দুই—তিন গুণিতে বলিলে, বুকের মধ্যে থেকে তার স্বর যেন কাঁপিতে কাঁপিতে তোমার হাতে আসিয়া বাজে। বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে রোগীর বুকে, পিঠে, পাঁজরে হাত দিয়া তার ও রকম স্বর বা আওয়াজ কিছুই টের পাওয়া যায় না। এই জন্যে, বুকের খোলের মধ্যে জল জমার এ একটী বেশ চিহ্ন। মেয়েদের বেলায় এ চিহ্নটী খাটে না। কেন না মেয়েদের বুকে, পিঠে, পাঁজরে হাত দিলে তাদের স্বর বা আওয়াজ হাতে আসিয়া ও রকম বাজে না। বুকের খোল জলে একবারে পরিপূর্ণ হইলে কোন শব্দই শুনিতে পাওয়া যায় না।

জলের ভরে হৃৎপিণ্ড (হার্ট) আপনার জায়গা থেকে সরিয়া গেলে তা সহজেই ঠিক্ করিতে পারা যায়। সহজ বেলায় বাঁ মাইয়ের নীচে হাত দিলে

হৃৎপিণ্ডের ডুব্-ডুব্নি জানিতে পাওয়া যায়। আর কোনও জায়গায় এই ডুব্ ডুব্নি জানিতে পারিলে হৃৎপিণ্ড সরিয়া গিয়াছে ঠিক্ করিবে। বা বুকের খোলের মধ্যে খুব বেশী জল জমিলে হৃৎপিণ্ডের ডুব্ ডুব্নি এক বারে বুকের মাঝখানের হাড়ের ডাইনে টের পাওয়া যায়। ডাইন্ বুকের খোলে বেশী জল জমে ত জলের ভরে ডায়াফ্রাম্ আর লিবর্ (যকৃত—মেটে) আরও নীচে নামিয়া যায়। বাঁ বুকের খোলে বেশী জল জমিলে জলের ভরে পেট আরও নীচে নামিয়া যায়। পেটকে ডাক্তেরেরা ষ্টমাক্ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় পাকস্থলী বলে। ছেলেদের বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে তাদের হৃৎপিণ্ড (হার্ট) কি অন্য যন্ত্র তত সরিয়া যায় না। কেন না তাদের পাঁজর জলের ভরে সহজেই নুইয়া যায়।

বুকের খোলের মধ্যে কত জল জমিয়াছে, রোগীর হাঁপ দেখিয়া তা আন্দাজ করা যায়। বেশী জল জমিলে আর জলের ভরে ফুল্কো খুব চেপ্টে গেলে রোগীর হাঁপ খুবই বেশী হয়। রোগী ভাল দিকে অর্থাৎ যে দিকে জল জমে নাই, সেই দিকে আর শুইতে পারে না। কেন না ভাল দিকে কাইত হইয়া শুইলে সমস্ত জলের ভরটা ভাল ফুল্-

কোর উপর দিয়া পড়ে। কাযেই সেই জলের ভরে ভাল ফুল্‌কোটীরও মধ্যে বাতাস যাওয়ার ব্যাঘাত হয়। যে দিকের বুকের খোলের মধ্যে জল জমিয়াছে, সে দিকের ফুল্‌কো জলের ভরে একবারে চেপ্টা আর নিরেট হইয়া থাকে। সে দিকের ফুল্‌কোর মধ্যে বাতাস যাওয়ার ব্যাঘাতের ত সীমা নাই। এর উপর ভাল ফুল্‌কোটীর মধ্যে বাতাস যাওয়ার কোনও ব্যাঘাত ঘটিলে কি আর রক্ষা আছে—রোগী হাপাইয়া মরে। মনে কর, বাঁ বুকের খোলের মধ্যে জল জমিয়াছে—জলে বাঁ বুকের খোল প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। রোগী ডাইন্ পাশে শুইতে চেষ্টা করিল। বাঁ বুকের ভিতরকার সমস্ত জলের ভরটা ডাইন্ ফুল্‌কোর উপর পড়িল। কেমন করিয়া পড়িল তা কি আর বলিতে হবে ? এত জলের ভরে ডাইন্ ফুল্‌কোর মধ্যে বাতাস যাওয়ার ব্যাঘাত ঘটিবে আশ্চর্য্য কি ? কাজেই ডাইন্ দিকে শুইতে চেষ্টা করিলে তার হাঁপ ধরে আর সে অমনি তখনই ধরমড় করিয়া উঠিয়া পড়ে। এই জন্যে, যে দিকে জল জমিয়াছে, ব্যাথার ভয়ে সে দিকে শুইতে তার আর বাধা থাকে না। ডাইন্ বুক আর বাঁ বুকের বেড় যদি মাপিয়া দেখ তবে যে বুকের খোলের মধ্যে জল জমিয়াছে, মাপে সেই বুক বড়

হইবে। কিন্তু মাপিবার সময় এটী যেন মনে থাকে, যে সহজ বেলায় অনেকের ডাইন্ বুক বাঁ বুকের চেয়ে একটু বড়। বেশ ঠাউরে দেখিলে যে বুকের মধ্যে জল জমিয়াছে, সে বুকটী চকে একটু বড় লাগে। নিশ্বাস লইবার সময় কিম্বা নিশ্বাস ফেলিবার সময় সে দিকের পাঁজর নড়া মালুম হয়না। আর পাঁজরের ছুই ছুই খানি হাড়ের মাঝখানের খোল এক বারে পূরিয়া যায়—একটুও মালুম হয় না। বুকের খোলের মধ্যে খুব বেশী জল জমিলে ঐ সব জায়গা, এমন কি, ঠেলিয়া বাহির হয়। কণ্ঠার নীচেটা খুব ভরা ভরা বা পূরন্ত হয়। আর সেই দিকের কাঁধটী একটু নামিয়া পড়ে। কেন বলা যায় না, বাঁ বুকেরই খোলের মধ্যে প্রায়ই জল জমে।

দিন কতক পরে বুকের খোলের মধ্যে জল জমার লক্ষণ গুলি ক্রমে কমিতে আরম্ভ হয়। আর রোগীর যদি ভাগ্য ভাল হয়, তবে বুকের ভিতরকার জলও শুষিতে আরম্ভ হয়। ফুল্‌কো যদি চারিদিকের বাঁধন ছাদনে আবদ্ধ থাকে, তবে জল শুষিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ফুল্‌কো ফাঁপিয়া উঠিতে পারে না। কাযেই, সে দিকের পাঁজর ভিতর দিকে বসিয়া যায়। আর ভাল দিকের বুকের চেয়ে বড় না থাকিয়া বরং তার চেয়ে ছোট হইয়া যায়।

চরম স্থলে কোন কোন রোগীর পাঁজরের হাড় সব গায়ে গায়ে লাগিয়া যায়। তাদের মাঝে জায়গা একটুও থাকে না। পাঁজরের হাড় গুলি সহজ বেলার চেয়েও বাঁকা বা তের্চা হয় আর যেন মোচড়ান মত হইয়া যায়। সে দিকের কাঁধ নীচে নামিয়া পড়ে আর সহজ কাঁধের মত গান নাড়াচাড়া যায় না। পাক্‌ড়োর হাড়ের কোণা উচ হইয়া উঠে, আর পিঠের শির-দাঁড়ার কাছে যায়। (পাক-ড়োর হাড়কে ডাক্তরেরা স্ক্যাপিওলা বলেন)। আর পিঠের শিরদাঁড়া বাঁকিয়া যায়। সে বুকটা খারাপ হইয়া গিয়াছে, সেই দিকেই হৃৎপিণ্ডকে (হার্ট্‌কে) কেউ যেন টানিয়া আনে, আর ভাল ফুস্কোটী অন্য দিকে বুকের মধ্যে পড়ে বিস্তৃত হয়।

আর এক রকম প্লুরিসি আছে, তাতে ব্যথাও হয় না, কাশিও হয় না, হাঁপও হয় না। অথচ প্লুরার গা থেকে জল বাহির হইয়া ক্রমে এক দিকের বুকের খোল সব পুরিয়া যায়। বুকের খোলের ভিতর জল জমিলে যে সব লক্ষণ দেখিয়া তা জানিতে পারা যায়, এখানেও সেই সব লক্ষণ দেখা দেয়। এই রকম প্লুরিসিকে ডাক্তরেরা লেটেণ্ট প্লুরিসি বলেন। ভাল বাঙ্গালায় প্রচ্ছন্ন প্লুরিসি বলা যায়। প্রচ্ছন্ন শব্দের অর্থ লুকান।

হাইড্রোথোরাক্স——প্লুরার প্রদাহ (ইন্‌ফ্ল্যামে-শন্‌) না হইয়াও প্লুরার থলির মধ্যে (বুকের খোলের মধ্যে) জল জমিতে পারে। শরীরের আর আর সব যন্ত্র ভাল থাকিতে এ রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে না। উদরী আর সব শরীরে জল হইয়া রোগী মর-ণাপন্ন হইলে প্রায়ই এ রকম ঘটে। হৃৎপিণ্ডের রোগ (হার্ট ডিজীজ্‌), বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থির রোগ (কিড্‌নি ডিজীজ্‌—ব্রাইট্‌স্‌ ডিজীজ্‌) হইলে এ ব্যামো প্রায়ই হয়। শরীরের রক্ত খুব কমিয়া গেলেও কখন কখন এ রোগ হয়। শরীরের রক্ত খুব কমিয়া গেলে ডাক্তরেরা তাকে য়্যানীমিয়া বলেন। য়্যানী-মিয়াকে ভাল বাঙ্গালায় রক্তাল্পতা বলে। প্লুরার থলির মধ্যে এই রকম জল-জমাকে ডাক্তরেরা হাইড্রোথোরাক্স বলেন। হাইড্রোথোরাক্সের বাঙ্গালা বুকের ভিতর জল। হাইড্রোথোরাক্স ঠিক্‌ করা শক্ত নয়। প্লুরার প্রদাহ (ইন্‌ফ্লামেশন্‌) হইয়া প্লুরার থলিতে (বুকের খোলের মধ্যে) জল জমিলে যে সব চিহ্ন পাওয়া যায়, হাইড্রোথোরাক্স সচরাচর দু দিকেই—দু বুকেই সে সব চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যথা, কিম্বা প্লুরিসির আর কোনও লক্ষণ জানিতে পারা যায় না। হাইড্রোথোরাক্স অর্থাৎ বুকের ভিতর জল জমার প্রধান লক্ষণই জানিবে হাঁপ। আর

কোনও লক্ষণ উপস্থিত থাক না থাক, হাঁপটী সর্ব্বদাই থাকে।

চিকিৎসা—এর আগেই বলিছি যে য়্যাস্পিরেটর্ দিয়া জল বাহির করিয়া ফেলাই হাইড্রোথোরাক্সের (বুকের ভিতর জল জমার) চিকিৎসা। কিন্তু আর আর রোগে রোগীর যখন চরম দশা উপস্থিত, তখন বুকের ভিতর থেকে জল বাহির করিবার চেষ্টা করাই বৃথা।

এম্পাইমা——প্লুরার প্রদাহ থেকে পূয হইলে অর্থাৎ প্লুরা পাকিলে প্লুরার থলিতে (বুকের খোলের মধ্যে) জলের বদলে পূয জমা হয়। একেই ডাক্তারেরা এম্পাইমা বলেন। বাঙ্গালায় বুকের খোলের মধ্যে পূয বলে। মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের এই ব্যামো (বুকের খোলের মধ্যে পূয জমা হওয়া) বেশী হয়। এম্পাইমা আবার দু রকম। আসল আর নকল। আসল এম্পাইমাতে প্লুরার গা থেকে পূয বাহির হয়। নকল এম্পাইমাতে মেটে (লিবর) কিম্বা ফুল্‌কোর্ ফোড়া ফাটিয়া বুকের খোলের মধ্যে পূয জমা হয়। পাঁজরের হাড়ের মাঝে মাঝে যে জায়গা আছে, তারই একটা জায়গায় পূয় ঠেলিয়া আসে। বোধ হয়, সেখানে যেন একটা আব্ হইয়াছে। আঙুল দিয়া টিপিলে সেটা তল্

তল্‌ করে। বাঁ পাঁজরে যদি এই রকম্‌ করিয়া পূযে ঠেল্‌ ধরে তবে হৃৎপিণ্ডের ডুব্‌ ডুবনির সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভাবেও ডুব্‌ ডুবনি টের পাওয়া যায়। পূজের আবের এই ডুব্‌ ডুবনি য়্যানিয়ুরিজ্‌মের ডুব্‌ ডুবনি বলিয়া ভুল হইতে পারে। কিন্তু ঠাউরে দেখিলে এ রকম ভুল হয় না। কেন না, নিশ্বাস লওয়ার আর নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে পূযের ঐ আব্‌ বাড়ে আর কমে। রোগী যত বার নিশ্বাস লয়, ওটা তত বার বড় হয়। আর যতবার নিশ্বাস ফেলে ওটা তত বার কমিয়া যায়। এ ছাড়া য়্যানিয়ুরিজ্‌মে যেরকম ডুব্‌ ডুবনি আর জাঁতা তাওয়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, ওতে সেরকম পাওয়া যায় না। য়্যানিয়ুরিজ্‌ম জিনিশটে কি ? ধমনীর (রাঙা) রক্তের শিরের এক রকম আব। যে কারণেই হউক, ধমনীর পর্দার কোনও জায়গা কম-জোর হইলে রক্তের বেগে আর ভরে সেজায়গাটা ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে একটী থলির মত হইয়া যায়। এই যে থলি, একেই ডাক্তরেরা য়্যানিয়ুরিজ্‌ম্‌ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় ধমন্যর্ব্বুদ (ধমনীর অর্ব্বুদ অর্থাৎ আব) বলে। যাই হোক্‌, পূয বাহির করা যদি যুক্তি হয়, তবে অস্ত্র করিবার আগে খুব সরু ছুঁইওয়ালা য়্যাস্পিরেটর্‌ সেই পূযের আবের মধ্যে চালাইয়া দিয়া

সেটী যথার্থ পূজের আব কি না ঠিক্ করিবে। সেটী পূযের আব ঠিক্ হইলে, ধারাল বিষ্ট্রি দিয়া বেশ পরিসর করিয়া অস্ত্র করিবে। পকেট কেসে যে এক রকম লম্বা, বাঁকা, সরু অস্ত্র আছে; সেই অস্ত্রকে ডাক্তরেরা বিষ্ট্রি বলেন। সেখানে একটু গভীর করিয়া অস্ত্র করার দরকার, সেই খানেই বিষ্ট্রি ব্যবহার করিতে হয়। অস্ত্র এমন পরিসর করিয়া করিবে যে, অস্ত্রের মুখ যেন সহজে বুজিয়া না যায়। তার পর রবরের নলই হোক্ আর ক্যাথিটরের মত রূপার নলই হোক্, অস্ত্রের মুখ (ঘার মুখ) দিয়া বুকের খোলের মধ্যে চালাইয়া দিবে। প্রস্রাব করাইবার শলাকে ডাক্তরেরা ক্যাথিটর্ বলেন। বুকের ভিতরকার সব পূয সেই নল দিয়া বাহির হইয়া আসিবে। নিশ্বাস লইলে বা কাশিলে নল দিয়া বেশী পুয পড়ে। নল দিয়া পূয পড়া কমিয়া আসিলে, রোগীকে সেই দিকে কাইত হইতে বলিবে। রোগী যদি ভারি কাহিল আর দুর্ব্বল হয়, তবে সব পূজ একবারে বাহির না করিয়া দুই তিন বারে বাহির করিবে। সব পূজ একবারে বাহির করিয়া দিলে রোগী নির্জীব হইয়া পড়িতে পারে—চাই কি, সে ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া মারাও পড়িতে পারে। সব

পূয বাহির হইয়া আসিলে কার্ব্বলিক্ য়্যাসিড্ লোশন্ কিম্বা কণ্ডিস্ ফ্লুয়িড্ দিয়া বুকের খোল রোজ দুই তিনবার করিয়া ধুইয়া ফেলিবে। বুকের খোল কেমন করিয়া ধুইয়া ফেলিবে ? যে নল দিয়া পূয বাহির করিয়াছ, পিচ্‌কিরি করিয়া ঐ আরোক (কার্ব্বলিক্ য়্যাসিড্ লোশন্ বা কণ্ডিস্ ফ্লুয়িড্) সেই নলের ভিতর দিয়া চালাইয়া দিবে। তার পর আবার সেই নল দিয়াই পিচ্‌কিরির জল (আরক) বাহির করিয়া ফেলিবে। এক এক বারে অনেক খানি আরোক দিয়া বুকের খোল ধুইয়া ফেলা চাই, নৈলে নল দিয়া সে ধোওয়ানি-জল সহজে বাহির করিয়া ফেলা যাবে না। রোজ এই রকম করিয়া বুকের খোল ধুইয়া ফেলিলে পূযের দুর্গন্ধ শীঘ্রই যায় কার্ব্বলিক্ য়্যাসিড্ লোশন্ যেমন করিয়া তয়ের করে, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

কার্ব্বলিক্ য়্যাসিড্	...	...	১ ড্রাম
পরিষ্কার জল	...	... ...	২০ ঔন্স
			(আড়াই পোওয়া)

একত্র মিশাইয়া একটা বোতলে রাখ।

পিচ্‌কিরি করিবার আগে পাতরের বাটিতে আরক ঢালিয়া লইবে। ঢালিবার আগে বোতলটা নাড়িয়া লইবে। শীতকালে কার্ব্বলিক্ য়্যাসিড্

জমিয়া থাকে। এই জন্যে, তাত দিয়া গলাইয়া তবে মাপের গ্লাসে (মেজের গ্লাসে) ঢালিতে হয়। আগুণের তাত দিলেও হয়, রৌদ্রে খানিক ক্ষণ রাখিলেও হয়। আবার জমা কার্ব্বলিক্ য়্যাসিডে একটু জল দিলে সব গলিয়া যায়।

কণ্ডিস্ ফ্লুয়িড্ জিনিশটা কি ? কণ্ডি একজন ডাক্তরের নাম। তাঁর একটা আরোক আছে। সেই আরোক তাঁরই নামে চলিত। অনেক অসুদের এ রকম নাম আছে, যেমন ডোবার্স পাউডার— গ্রেগোরিস্ পাউডর্—জেমসেস্ পাউডার্—ডনোবান্স সলিয়ুশন্।—কণ্ডিস্ ফ্লুয়িড্ পর্ম্ম্যাঙ্গেনেট্ অব্ পটাশ থেকে তয়ের হয়। এক ঔন্স ডিষ্টিল্ড্ ওয়াটরে বা বৃষ্টির জলে ৮ গ্রেন্ পর্ম্ম্যাঙ্গেনেট্ অব্ পটাশ গুলিলে কণ্ডিস্ ফ্লুয়িড্ তয়ের হয়। কণ্ডিস্ ফ্লুয়িড্‌কে কণ্ডিস্ সলিয়ুশন্‌ও বলে। এই যে কণ্ডিস্ ফ্লুইড্ এরই এক ড্রাম ১০ ঔন্স জলের সঙ্গে মিশাইলে চমৎকার লাল রঙ্গের একটা আরক তয়ের হয়। এই লাল আরক দিয়া বুকের খোল ধুইয়া ফেলিবে।

বুকের খোলের ভিতর পূয জমিলে, রোগীকে সবল রাখিবার জন্যে যত রকম উপায় করিতে পার তা করিবে। দুধ, মাংসের কাথ, ব্রাণ্ডি, লৌহ-

ঘটিত ঔষধ (আয়র্ণ), হাইপোস্ফফাইট্ অব্ লাইম্ কড্‌লিবর্ অইল্, এ সবই দিবে। রোগীকে লৌহ-ঘটিত ঔষধ দেওয়া ভারি দরকার। লৌহ-ঘটিত ঔষধ খুব বেশী মাত্রায় দেওয়া চাই। নৈলে তেমন ফল পাওয়া যায় না। লৌহ ঘটিত ঔষধ বলিলে কি বুঝায়, এর আগে তা অনেকবার বলিছি। বেশী মাত্রায় লৌহ ঘটিত ঔষধ দেওয়া যেমন দরকার, জায়গা বদলানও তেমনি দরকার। তবে জায়গা বদলানর (স্থান পরিবর্ত্তনের) ব্যবস্থা গরিব রোগি-দের পক্ষে সোজা নয়।

কখন কখন বুকের খোল-ঢাকা প্লুরায় ঘা হয়। সেই ঘা পাঁজরের মাংস পর্য্যন্ত আসে, কিম্বা সেই ঘায়ে পাঁজরের হাড়ের কোন জায়গা খাইয়া যায়, আর বুকের ভিতর থেকে বাইরে পর্য্যন্ত একটী ছাঁদা বা ফুটো অর্থাৎ নালি ঘা হয়। এই ছাঁদা বা ফুটো দিয়া নিয়ত পূয পড়িতে থাকে। কাশিলেই পূয দমকে দমকে বেশী পড়ে। পুরাণ প্লুরিসিতে বহু দিন পর্য্যন্ত এই রকম করিয়া পূয পড়ে। আবার ফুস্ফো-ঢাকা প্লুরাও ছাঁদা হইয়া যাইতে পারে। আর সেই ছাঁদা বায়ু নলির সঙ্গে যোগ হইয়া যাইতে পারে। বায়ু নলি দিয়া পূয বাহির হইয়া গেলেও যদি ছাঁদা থাকিয়া যায়, তবে ঐ ছাঁদাটীকে

বায়ুনলির নালি-ঘা বলা যায়। ডাক্তরেরা এই নালি-ঘাকে ব্রংকিয়েল্ ফিস্‌চুলা বলেন। এই রকম করিয়া যে পূয উঠে, সচরাচর তা বড়ই দুর্গন্ধ।

পুরাণ প্লুরিসিতে বুকের খোলে পূব হইলে, রোগী প্রায়ই ক্ষয় কাশে কিম্বা ক্ষয়-জ্বরে মরে। ক্ষয় কাশকে ডাক্তরেরা থাইসিস্ বলেন। ক্ষয় জ্বরকে তাঁরা হেক্‌টিক্ ফীবর্ বলেন। থাইসিস্ আর হেক্‌টিক্ ফীবরের কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব।

ছেলেদের প্লুরিসি হইলে বুকের গড়ন খারাপ হইয়া যায়। কিন্তু তাতে তাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। বেশী বয়সে প্লুরিসি হইলে একটু হাঁপ থাকিয়া যায়। আর বারে বারে প্লুরিসি হইয়া যাদের প্লুরিসির ধাত (ধাতু) হইয়াছে সামান্য কারণেই তাদের প্লুরিসি হয়।

য়্যাস্পিরেটর্ দিয়া বুকের খোলের ভিতর থেকে জল বাহির করিবার কথা বলিবার সময়, বুকের খোলে পূয জমা হওয়ার (এম্পাইমার) কথা আর তার চিকিৎসা একবার ভাল করিয়া বলিব।

৪। **পেট-নাবা**——পেট-নাবার ভাল কথা অতিসার। ডাক্তরেরা পেট-নাবাকে ডায়ারীয়া বলেন। জ্বরে পেট নাবিলে আমাদের বৈদ্যরা সে

পেট নাবাকে জ্বরাতিসার বলেন। জ্বরাতিসারকে বৈদ্যেরা বড়ই ডরান। ২৪৬—২৪৮র পাতে স্বল্প-বিরাম জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) যে ১৮ রকম উপসর্গের নাম করিছি, পেট-নাবা তার মধ্যে একটা। এই জন্যে, সেখানে পেট নাবাকে জ্বরা-তিসার বলিতে হবে। এর আগে অনেক বার বলিছি যে, ঐ সব রোগ জ্বরের উপসর্গও হইতে পারে, আসল রোগও হইতে পারে। উপসর্গ হইলেও তাদের যে চিকিৎসা, আসল হইলেও সেই চিকিৎসা। আসল হইলে, কেবল সেই রোগটীরই চিকিৎসা করিলে রোগী ভাল হয়। উপসর্গ হইলে দুয়েরই চিকিৎসা সমান চাই। আসল রোগেরও চিকিৎসার যেমন দরকার, উপসর্গেরও চিকিৎসার তেমনি দরকার। দু দিক্‌ই এক বারে থ্যাকান চাই; নৈলে রোগীকে শীঘ্র ভাল করিতে পারিবে না।

অমুকের পেট নাবিতেছে বলিলে কি বুঝায়? সে বারে বারে পাতলা বাহ্যে যাইতেছে, এই বুঝায়। বাহ্যে আ -পাতলাও হইতে পারে, খুব পাতলাও হইতে পারে। বাহ্যে যত বেশী পাতলা হয়, রোগী তত শীঘ্র কাবু হইয়া পড়ে। এই জন্যে, পেট-নাবার কথা শুনিলে, রোগীর কি রকম বাহ্যে হইতেছে, আগে জিজ্ঞাসা করিবে। পেট নাবাকে ভেদও

বলে। ভেদ হইতেছে বলিলেও যা বুঝায়, পেট নাবিতেছে বলিলেও তাই বুঝায়। পেটের ব্যামো হইয়াছে বলিলে পেট-নাবাও বুঝায়, আমাশাও বুঝায়, রক্ত আমাশাও বুঝায়। পেট-নাবা, ভেদ, অতিসার, আর ডায়ারীয়া এ চারিই এক। এ চারিটী কথাই মনে করিয়া রাখা চাই। কেন না, কখন বা পেট নাবা বলিব, কখন বা ভেদ বলিব, কখন বা অতিসার বলিব, কখন বা ডায়ারীয়া বলিব। ডায়ারীয়া ডাক্তরি কথা। কিন্তু যাঁরা লেখা পড়া জানেন, তাঁদেরও মধ্যে এ কথাটা আজ্ কাল্ খুব চলিত হইয়াছে।

পেট নাবা, ভেদ, অর্থাৎ ডায়ারীয়া——পাঁচ রকম।

(১) অপাকের পেট নাবা। (২) পিত্ত ভেদ। (৩) আমাশা। (৪) জলবৎ ভেদ। (৫) শঙ্কার ভেদ। এখন এই পাঁচ রকম ডায়ারীয়ার কথা এক এক করিয়া বলিব।

(১) অপাকের পেট নাবা——শরৎকালে আর গ্রীষ্মকালের শেষে এই রকম পেট নাবা খুবই সাধারণ। ধরিতে গেলে, খুব গ্রীষ্মেরই দরুণ এ রকম পেটের ব্যামো হয়। কিন্তু আবার বেশী ফল ফুলরি, বিশেষ শসা, তরমুজ, খাইলে এ রকম পেটের ব্যামো হয়।

এর চিকিৎসা খুব সহজ। পূব এক মাত্রা ক্যাষ্টর অইল্ খাওয়াইয়া দুষ্ট অজীর্ণ জিনিস সব বাহির করিয়া দিবে। যদি পেট কামড়ান বেশী রকম থাকে, তবে ক্যাষ্টর অইলের সঙ্গে ১০। ১৫ ফোটা লডেনম্ (টিংচর ওপিযাই) দিবে।

(২) পিত্ত ভেদ—এতে কেবল পিত্ত বেচে যায়, অর্থাৎ কেবল পিত্ত বাহ্যে হয়। পিত্তের সঙ্গে মল থাকে না, তা নয়, তবে পিত্তের ভাগই বেশী। বৈদ্যরা একে পিত্তাতিসার বলেন। ডাক্তরেরা বিলিয়স্ ডাযারীয়া বলেন। আমাদের দেশে যে সব সাহেব বাস করেন তাঁদেরই পিত্ত ভেদ খুব বেশী হইয়া থাকে। আমাদের দেশের মত গরম দেশে যে পরিমাণ মাংস খাইলে শরীর সচ্ছন্দ থাকে, তার চেয়ে বেশী মাংস খাইলে পিত্ত ভেদ হয়। গরম দেশে বেশী মাংস খাইলে পিত্ত বৃদ্ধি হয়। এই পিত্ত অন্ত্রের মধ্যে আসিলে, আর কি, পিত্ত ভেদ হয়।

চিকিৎসা——পিত্ত ভেদ হঠাৎ বন্ধ না করিয়া দুই এক দিন হইতে দিলে, লিবরের (যকৃতের—মেটের) মধ্যে পিত্ত জমা সারিয়া যায়। পিত্ত ভেদের সঙ্গে পেটে যদি ব্যথা থাকে, তবে ১০ ফোটা লডেনমের সঙ্গে ১৫ গ্রেন কি ২০ গ্রেন বাইকার্বনেট অব্ সোডা দিবে। তার পর, ক্লোরীন

পথ্যের ধরাধর করিবে। মাছ মাংসের ঝোল ভাতে তরকারি দিয়া ভাত খাইতে বলিলে। এ ছাড়া, পাকা কলও খাইতে বলিবে। মদ ছুঁইতেও দিবে না।

(৩) আমাশা—আমাশাকে বৈদ্যেরা আমাতিসার বলেন। ডাক্তারেরা মিযুকস্ ডায়রিয়া বলেন। আমাশাকে আম-ভেদও বলা যায়। আমাশা হইলে রোগী বারে বারে বাহ্যে যায়। বাহ্যে বেশী হয় না—কেবল আম নির্গত হয়। বাহ্যের বেগ হইলে থাকা যায় না—তখনই বাহ্যে যাইতে হয়। আবার বাহ্যে বসিয়া বাহ্যে হয় না, কেবল একটু আম নির্গত হয়। বাহ্যে গিয়া অনেক ক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়। বারে বারে বেগ দিতে হয়। বেগ দিলেই আম নির্গত হয়। বাহ্যে যাইবার আগেও যে অসুখ,—বাহ্যের পরও সেই অসুখ—বরং বেশী বৈ কম নয়। আমাশার লক্ষণই এই। আমাশা বড় খল রোগ। আমাশার রোগীর কষ্টের সীমা নাই। কখন কখন সর্দ্দি-লাগার সঙ্গে সঙ্গেই কখন কখন তার পরই আমাশা হয়। খুব সামান্য শীত বাত ভোগ করিলেও অনেকের আমাশা হয়। যে কারণেই হোক, বেশী অত্যাচার হইলেই পেট নামে। অনেকবার পেট নামিলে, শেষে এই আমাশা দেখা দেয়। খুব কষ্ট অত্যাচার হইলেও

জোলাপ খোলার পর এই রকম আমাশা হয়। রক্ত-আমাশা হইবার আগে এই রকম আমাশা হইয়া থাকে। আমাশা বড়ই সাধারণ রোগ। আমার কখনও আমাশা হয় নাই—আমাশা কাকে বলে আমি জানি না—এ কথা বোধ করি কেউ বলিতে পারেন না। আজ্ রাত্রে বেশী খাইয়া বা খারাপ জিনিশ খাইয়া তোমার অপাক হইল। রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। ভোরে ২।৩ বার খুব পেট নাবিল। তারপর বারে বারে বাহ্যে যাইতে লাগিলে—কি বারেই আম নির্গত হইতে লাগিল। এই রকম করিয়াই আম কি আমাশা জন্মিল।

পেটের মধ্যে যে নাড়ি-ভুঁড়ি আছে, ডাক্তরেরা তাকে ইন্টেস্‌টিন্স বলেন। ভাল বাঙ্গালায় অন্ত্র বলে। অন্ত্র দু রকম। ছোট আর বড়। ছোট অন্ত্রকে ডাক্তরেরা স্মল্ ইন্টেস্‌টিন্ বলেন। বড় অন্ত্রকে লার্জ্ ইন্টেস্‌টিন্ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় বড় অন্ত্রকে বৃহদন্ত্র (বৃহৎ অন্ত্র) বলে। ছোট অন্ত্রকে ক্ষুদ্রান্ত্র (ক্ষুদ্র অন্ত্র) বলে। যা আহার কর, প্রথমে পেটে যায়। পেটে আধ-হজম হইতে তিন ঘণ্টা লাগে। পেটকে ডাক্তরেরা ষ্টমাক্ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় পাকস্থলীও বলে, জঠরও বলে। তার পর ছোট অন্ত্রের মধ্যে যায়। ছোট অন্ত্রের মধ্যে

য়ায় সব হজম হইয়া যায়। শেষে অবশিষ্ট যা কিছু থাকে, বড় অন্ত্রের মধ্যে যায়। বড় অন্ত্রের মধ্যে যা কিছু হজম হইবার, হইয়া গেলে, শেষ যা থাকে তাকেই মল বলে। বড় অন্ত্রের সব নীচে দিকে মল জমিয়া থাকে। তার পর সময় মত বাহির হইয়া যায়। যদি খুব বেশী করিয়া খাও, কিম্বা সহজে পরিপাক হয় না এমন কোন জিনিশ খাও, তবে ছোট অন্ত্রে দস্তুর মত হজম হইতে না পারিয়া, ছোট অন্ত্র ও বড় অন্ত্র এ দুয়েরই পীড়া উপস্থিত করে। যদি বল অন্ত্রের আবার পীড়া কি? পেটের ব্যামোতেই অন্ত্রের পীড়ার পরিচয়। ছোট অন্ত্র, বড় অন্ত্র দুই ই মাংসের নল। এই নলের বাহির পিঠ, ভিতর-পিঠ খুব সরু পর্দা দিয়া মোড়া। ছোট অন্ত্র বড় অন্ত্রের চেয়ে ঢের লম্বা। আবার বড় অন্ত্র ছোট অন্ত্রের চেয়ে ঢের মোটা। মাপিলে ছোট অন্ত্র ১৩ হাতেরও বেশী লম্বা হবে। বড় অন্ত্র ৪ হাতের বেশী নয়। নলের বাহির-পিঠ ভিতর-পিঠ যে খুব সরু পর্দা দিয়া মোড়া বলিলাম, সে পর্দা আবার এক রকম নয়। বাহির-পিঠ এক রকম পর্দা দিয়া মোড়া, আর ভিতর পিঠ আর এক রকম পর্দা দিয়া মোড়া। বুকের খোল আর ফুস্ফো যে রকম পর্দা দিয়া ঢাকা, ছোট অন্ত্র আর বড় অন্ত্রের বাহির পিঠও সেই রকম

পর্দ্দা দিয়া মোড়া। প্লুরিসির কথা বলিবার সময় বুকের খোল আর ফুস্কো-ঢাকা পর্দ্দার কথা বলিছি। প্লুরার (বুকের খোল আর ফুস্কো ঢাকা পর্দ্দার) আকার প্রকার যে রকম, ছোট আর বড় অন্ত্রের বাহির-পিঠ ঢাকা পর্দ্দার আকার প্রকারও ঠিক্ সেই রকম। কিন্তু ভিতর পিঠ যে পর্দ্দা দিয়া মোড়া, সে আর এক রকম পর্দ্দা। সে পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা মিয়ুকস্ মেম্ব্রেন্ বলেন। এই মিয়ুকস্ মেম্ব্রেন্ পর্দ্দাটী বড় কাযের। হজম বল, পরিপাক বল, সবই এরই-গুণে হয়। এই পর্দ্দার কোন ব্যত্যয় ঘটিলেই আর কি পেটের ব্যামো হয়। পেট-নাবা বল, আমাশা বল, রক্ত-আমাশা বল, সব এই পর্দ্দারই ব্যামো থেকে হয়। খুব বেশী খাইয়াই হোক্, সহজে যা পরিপাক হয় না তা খাইয়াই হোক্, আর যে কোন কারণেই হোক্, এই পর্দ্দার কোন রকম উদ্দীপনা হইলেই পেটের-ব্যামো হয়। পেটের ব্যামো বলিলে পেট-নাবাও বুঝায়, আমাশাও বুঝায়, রক্ত আমাশাও বুঝায়—এ কথা এর আগেই বলিছি। উদ্দীপনাকে ডাক্তরেরা ইরিটেশন্ বলেন। অনেকে বলিবেন উদ্দীপনার অর্থ যেমন বুঝিলাম, ইরিটেশনেরও অর্থ তেমনি বুঝিলাম। সে কথা মিথ্যা নয়। উদ্দীপনার সোজা কথা খুঁজিয়া পাইলাম না বলিয়াই উদ্দীপনা কথা ব্যবহার করি-

লাম। উদ্দীপনার সোজা কথা নাই, এমন নয়। তবে অস্ত্রের উদ্দীপনা বলিলে যা বুঝায়, সে সোজা কথায় তাই বুঝায় কি না বলিতে পারি না। ভাবিয়া লইলে তা বুঝাইতেও পারে। উদ্দীপনার সোজা কথা উস্কে দেওয়া, রাগাইয়া দেওয়া। মনে কর, তোমার গায়ের কোনও জায়গায় আল্‌পিন্, ছুঁই কি কাঁটা দিয়া বার কতক আঁচড় দিলে। আঁচড়ের জায়গায় অল্প জ্বালা জ্বালা কেমন এক রকম অসুখ বোধ করিতে লাগিলে। খানিক পরে সেই জায়গাটা একটু যেন রাঙা হইয়া উঠিল। রাঙা হইয়া উঠিল কেন? আঁচড়ের ঘা পাইয়া সে জায়গায় চুলের মত সরু শির গুলি যেন রাগিয়া উঠিল, আর তাদের ভিতর রক্ত বেগে আসিতে লাগিল। খানিক পরে, চুলের মত সেই সব সরু শিরের খোল একটু বড় হইল। আগের চেয়ে তাদের ভিতর বেশী রক্ত আসিতে লাগিল। আবার তাদের ভিতরকার রক্তের গতির তেজ আগের চেয়ে ঢের কম হইল। এতেই আঁচড়ের জায়গাটা লাল হইয়া উঠে। শেষে তাদের ভিতর রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া যায়—রক্ত সব জমা হয়। এই সব ঘটনা ডাক্তরেরা ইরিটেশনের (উদ্দীপনার) ফল বলেন। এই রকম করিয়া রক্ত জমিয়া থাকিলে আবার

তা থেকে প্রদাহ হয়। প্রদাহকে ডাক্তরেরা ইন্‌-ফ্ল্যামেশন্‌ বলেন। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। তবেই দেখ, সব প্রথম উদ্দীপনা (ইরি-টেশন্‌), আর সব শেষে প্রদাহ ইন্‌ফ্ল্যামেশন্‌)। তার পর বলি। গায়ের কোন জায়গায় আল্‌পিন্‌, ছুঁই, বা কাঁটার আঁচড় দিলে সে জায়গার যেমন উদ্দীপনা (ইরিটেশন্‌) হয বলিলাম, খুব বেশী খাইলে, কিম্বা হজম করা শক্ত এমন কোন জিনিশ খাইলে, অন্ত্রের ভিতর পিঠ ঢাকা পর্দ্দার (মিয়ুকস্‌ মেম্ব্রেণের) তেমনি উদ্দীপনা (ইরিটেশন্‌) হয়। ঐ পর্দ্দার অল্প স্বল্প উদ্দীপনা (ইরিটেশন্‌) হইলে, দু চারি বার পেট নাবিয়া গেলেই তা ক্ষান্ত হয়। হজম না হইয়া অন্ত্রের মধ্যে যা জমিয়া ছিল, তা বাহির হইয়া গেলেই উদ্দীপনা আপনিই সারিয়া যায়। উদ্দীপনা বেশী রকম হইলে, হজম না হইয়া অন্ত্রের মধ্যে যা জমিয়া থাকে, তা বাহির হইয়া গেলেও সে উদ্দীপনা থামে না। এর আগেই বলিছি, অন্ত্রের ভিতর-পিঠ-ঢাকা পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা মিয়ুকস্‌ মেম্ব্রেন্‌ বলেন। মিয়ুকস্‌ মেম্ব্রেন্‌কে ভাল বাঙ্গালায় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি বলে। শ্লেষ্মাকে ডাক্তরেরা মিয়ুকস্‌ বলেন। ঝিল্লিকে তাঁরা মেম্ব্রেন্‌ বলেন। ঐ রকম পাতলা পর্দ্দাকে ভাল বাঙ্গালায় ঝিল্লি বলা যায়।

মোটা-মুটি ধরিলে, আমাদের শরীরে দু রকম সরু পর্দ্দা (ঝিল্লি) আছে। এক রকমের নাম সিরস্ মেম্ব্রেন্। আর এক রকমের নাম মিয়ুকস্ মেম্ব্রেন্। প্লূরার কথা বলিবার সময় সিরস্ মেম্ব্রেণের কথা বলিছি। সিরস্ মেম্ব্রেন্ কোন্ কোন্ জায়গায় আছে, আর তার দরকারই বা কি, প্লূরার কথা বলিবার সময় সে সব কথাও বলিছি। যে সব যন্ত্র শরীরের ভিতরে থাকে অথচ তাদের মুখ বাইরে, সে সব যন্ত্রের ভিতর-পিঠ মিয়ুকস্ মেম্ব্রেন্ দিয়া মোড়া। সে সব যন্ত্র কি কি? সে একটী আধটী নয়,—অনেক যন্ত্র। তাদের কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। সে সব যন্ত্রের মধ্যে অন্ত্রই প্রধান। শরীরের মধ্যে আহার যাইবার দুওর, আর শরীর থেকে আহারের অসার ভাগ বাহির হইয়া যাইবার দুওর; এই দুটী দুওর দু মুড়োয়; আর এর মাঝ খানে গলার নলি, পেট (পাকস্থলী), ছোট অন্ত্র, আর বড় অন্ত্র। প্রথমে আহার মুখে লও, তার পর চিবাও, শেষে গিলিয়া ফেল। গিলিলে চিবন-আহার গলার নলি দিয়া পেটে গিয়া পড়ে। গলার নলিকে ডাক্তরেরা ইসফেগস্ বলেন। পেট (পাকস্থলী) থেকে ঐ আধ-হজম আহার ছোট অন্ত্রে যায়। ছোট অন্ত্রে প্রায় সব হজম হইয়া যায়। যা কিছু

হজম হইতে বাকী থাকে, তা বড় অন্ত্রে যায়। শেষে আহারের অসার ভাগ (মল) বড় অন্ত্র থেকে গুহ্যদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়। তবেই দেখ, মুখ থেকে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত সমস্তটা একটী পথ। পেটের (পাকস্থলীর) দুটী মুখ। (পেট—পাকস্থলী ঠিক্ যেন ছোট একটী ভিস্তি) গলার নলির সঙ্গে আর উপরকার মুখের সঙ্গে যোগ। ছোট অন্ত্রের সঙ্গে আর নীচেকার মুখের সঙ্গে যোগ। আবার বড় অন্ত্রের সঙ্গে আর ছোট অন্ত্রের সঙ্গে যোগ। তাতেই বলিতেছি ঠোঁট থেকে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত সব একন্যাতা। ঠোঁট যে মিয়ুকস্ মেম্‌ব্রেন্ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি) দিয়া ঢাকা, মুখের ভিতর, গলার নলির ভিতর, পেটের (পাকস্থলীর) ভিতর, ছোট অন্ত্রের ভিতর, আর বড় অন্ত্রের ভিতরও সেই মিয়ুকস্ মেম্ব্রেন্ দিয়া ঢাকা। নাকের ভিতর, গলার চুঙির ভিতর, ফুস্ফোর নলিগুলির ভিতরও সেই মিয়ুকস্ মেম্ব্রেন্ দিয়া ঢাকা। যে জায়গারই কেন মিয়ুকস্ মেম্‌ব্রেন্ হোক্ না, কোন কারণে তার উদ্দীপনা (ইরিটেশন্) হইলে, তার গা থেকে এক রকম জিনিশ বাহির হয়। সে জিনিশকে ডাক্তরেরা মিয়ুকস্ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় তাকে শ্লেষ্মা বলে। আমাদের শ্লেষ্মা, আর ডাক্তরদের মিয়ুকস্, দুই-ই এক, এ কথাটা

যেন মনে থাকে। জায়গা বিশেষে আবার সেই এক শ্লেষ্মারই আলাদা আলাদা নাম। যেমন, নাক দিয়া যে শ্লেষ্মা পড়ে, তাকে কফ বলে। মুখ দিয়া যে শ্লেষ্মা পড়ে, তাকে লাল (লালা) বলে। বাহ্যে করিবার সময় অন্ত্র দিয়া যে শ্লেষ্মা পড়ে, তাকে আম বলে। এই জন্যে যে পেটের-ব্যামোতে বাহ্যের সঙ্গে বারে বারে আম নির্গত হয়, তাকে আমাশা বলে। সেই আমের সঙ্গে যদি রক্ত থাকে, তবে সে পেটের ব্যামোকে রক্ত-আমাশা বলে। রক্ত-আমাশার কথা এর পরই বলিব।

চিকিৎসা——এই মাত্র বলিছি যে, আমাশা হইলে অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেম্‌ব্রেণের) উদ্দীপনা (ইরিটেশন্) হইয়াছে ঠিক্ করিবে। উদ্দীপনার কারণ যদি ঠিক্ করিতে পার, আর সেই কারণ দূর করিতে পার, তবেই আমাশার রোগী ভাল করিতে পারিবে। খুব বেশী খাইয়া, কিম্বা খারাপ জিনিশ খাইয়া যদি পেটের ব্যামো হইয়া থাকে, তবে খুব পেট-নাবিয়া গিয়াছে কি না, অর্থাৎ দুষ্ট মল ঢের বাহির হইয়া গিয়াছে কি না, আগে জানিবে। যদি বল, দুষ্ট মল তা কেমন করিয়া জানিব? তা জানা শক্ত নয়। অপাক, অজীর্ণ, অবচার বাহ্যেকেই দুষ্ট মল বলে। দুষ্ট মল বেশী বাহির না হইয়া

যদি আমাশা দেখা দেয়, তবে সেই দুষ্ট মল বাহির করিয়া দিবার জন্যে ক্যাষ্টর অইলের একটা জোলাপ দিবে। জোলাপ বেশ খুলিলে, তবে আমাশার চিকিৎসা করিবে। অনেক জায়গায় জোলাপ খোলার পর আমাশা আপনিই ভাল হইয়া যায়। আর কোনও অসুদ বিসুদ দিতে হয় না। দুষ্ট মল সব রেচে গেলে, অন্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লির উদ্দীপনা আপনিই সারিয়া যায়। ক্যাষ্টর অইল্ এক বারে আধ ছটাক (এক ঔন্স) খাইতে হয়। খুব গরম (মুখে যা সয়) দুদের সঙ্গে মিশাইয়া খাইলে ক্যাষ্টর অইল্ খাইতে কোনও কষ্ট হয় না। ওর গন্ধও বড় একটা জানিতে পারা যায় না। ওর আটা আটা ভাবও ঢের কমিয়া যায়।

মনে কর, আপনিই পেট নাবিয়া দুষ্ট মল সব রেচে গিয়াছে, কিম্বা ক্যাষ্টর অইলের জোলাপ দিয়া তার দুষ্ট মল রেচিয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তার আমাশা সারে নাই। এখন কি করিবে? এখন তাকে কি অসুদ দিবে? অসুদ দিয়া আর তদ্বির করিয়া তার আমাশা যদি শীঘ্র সারিয়া না দেও, তবে তার রক্ত-আমাশা হবে। শুদু আমাশার চেয়ে রক্ত-আমাশা ঢের শক্ত রোগ। শুদু আমাশার বাড়াবাড়ি না হইলে আর রক্ত-আমাশা হয় না।

এর আগেই বলিছি, যে কারণেই হোক্ অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেম্‌ব্রেণের) উদ্দীপনা (ইরিটেশন্) না ঘটিলে শুদু আমাশা বা রক্ত আমাশা হয় না। এই উদ্দীপনা দূর করিতে না পারিলে, হাজার অসুদ দেও, আমাশা কিছুতেই ভাল হয় না। এখন দেখ, এই উদ্দীপনার কোনও অসুদ আছে কি না? আছে—ভাল অসুদই আছে। দুষ্ট মল সব বেচে গেলে, রোগীকে ১৫ গ্রেন্ করিয়া বিস্মথ্ ৩। ৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে। বিস্মথ্ সব রকম পেটের-ব্যামোরই খুব ভাল অসুদ। বিস্মথ্ শুদু ধারক নয়; অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেম্‌ব্রেণের) উদ্দীপনাও (ইরিটেশন্) শান্তি করে। বিস্মথ্ ছাড়া রোগীকে আর একটী অসুদ দেওয়া চাই। সে অসুদটী কি? স্যালিসীন্। সিংকোনার ছাল থেকে যেমন কুইনাইন্ তয়ের হয়, উইলো বলিয়া এক রকম গাছ আছে, তার ছাল থেকে তেমনি স্যালিসীন্ তয়ের হয়। কুইনাইনের অনেক গুণ স্যালিসিনে আছে। এই জন্যে, জায়গা-বিশেষে কুইনাইনের বদলে স্যালিসীন্ ব্যবহার হয়। যদি কোন কারণে শ্লেষ্মা ঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেম্‌ব্রেণের) অবস্থা খারাপ হয়, তবে রোগীকে স্যালিসীন্ খাওয়াইলে তা শুধ্‌রে যায়। স্যালিসীনের এই একটী বিশেষ

গুণ। বিশেষ গুণই বল, আর বিশেষ ক্ষমতাই বল, স্যালিসীন্ ছাড়া আর কোন অস্তুদের এ গুণ আছে কি না বলিতে পারি না। যদি বল, শ্লেষ্মা-ঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেম্‌ব্রেণের) আবার খারাপ অবস্থা কি রকম। শরীরের মধ্যে যে সব যন্ত্র আছে, যে কোন কারণে হোক্, তাদের সহজ অবস্থার তফাত হইলে, তাদের খারাপ অবস্থা বলিতে পারা যায়। পেটের-ব্যামো যে রকমই কেন হোক্ না—পেট-নাবাই হোক্, শুদু আমাশাই হোক্, আর রক্ত-আমাশাই হোক্, অন্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেম্‌ব্রেণের) সহজ অবস্থার তফাত না হইলে আর এ সব রোগের সৃষ্টিই হইতে পারে না। পেটের ব্যামো হইয়াছে বলিলে, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির (মিয়ু-কস্ মেম্‌ব্রেণের) সহজ অবস্থার তফাত হইয়াছে আগে বুঝায়। না বুঝাইবে কেন? অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লিরই গুণে পরিপাক হয়। সেই শ্লেষ্মা ঝিল্লির সহজ অবস্থার তফাত না হইলে আর পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না। এ দিকে আবার পরি-পাকের ব্যাঘাত না ঘটিলে কোনও রকম পেটের ব্যামোই জন্মিতে পারে না। এই জন্যে, সব রকম পেটের-ব্যামোতেই অন্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লির অবস্থা আগে খারাপ হইয়াছে ঠিক্ করিবে। কাযেই, সে শ্লেষ্মা-

ঝিল্লির সহজ অবস্থা যত দিন না হয়, পেটের-ব্যামো এক বারে নির্দ্দোষ হইয়া সারে না। তাতেই বলিতেছি, পেটের ব্যামো যাতে সারে, সে অসুদ ত দেওয়া চাই-ই; অন্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লির যাতে আবার সহজ অবস্থা হয়, তারও উপায় করা চাই। অন্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লির সহজ অবস্থা করিবার যেমন উপায় স্যালিসীন্, তেমন উপায় আর নাই। স্যালিসীন্ শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল বৃদ্ধি করে। যদি বল, শ্লেষ্মা ঝিল্লির আবার বল কি? বল সকল যন্ত্রেরই আছে। বল না থাকিলে কোনও যন্ত্রেরই কায হইতে পারে না। সহজ বেলায় যে যন্ত্রের যে কায হয়, সেই যন্ত্রের সেই বল থাকার জন্যেই সে কায হয়। ব্যামো হইলে সে বলের তফাত হয়। কাযেই, সহজ বেলার মত সে যন্ত্রের কায হয় না। সহজ বেলায়, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল যখন ঠিক্ থাকে, তখন নিয়ম মত বেশ পরিপাক হয়। কিন্তু ব্যামো হইয়া সেই শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল কমিয়া গেলে তেমন পরিপাক আর হয় না। আবার অসুদ বিসুদ দিয়া সহজ বেলার মত অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল করিয়া দিলে, তবে সহজ বেলার মত পরিপাক হয়। তার পর বলি। অন্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লির সহজ অবস্থা করিবার যেমন উপায় স্যালিসীন্, তেমন উপায় আর নাই।

জন্য আমাশা ভাল করিবার জন্য বিস্মথ্ আর স্যালিসীন্ ছাড়া আর কোনও ঔষধ দিবার দরকার প্রায়ই হয় না। কিন্তু রোগীর যদি পথ্যের খুব বন্দোবস্ত না করে, তবে তোমার বিস্মথও কিছু করিতে পারিবে না—স্যালিসীনেও কিছু করিতে পারিবে না। আহারের দোষেই আমাশা হইয়াছে, পথ্যের ব্যবস্থা করিবার সময় এটা যেন মনে থাকে। যে ক দিন আমাশা নির্দোষ হইয়া না সারে, সে ক দিন রোগী খুব সাবধানে লঘু আহার করিবে। লঘু আহার কি? ভাত, ডাল, মাছ, তরকারি লঘু আহার নয়। যে আহার খুব সহজে পরিপাক হয়, অথচ গায়ে বল হয়, তাকেই লঘু আহার বলে। আর সেই আহারই রোগীর উপযুক্ত আহার। রোগীর আহার বলিলেই লঘু আহার বুঝায়। লঘু আর আর কি? সাগু, এ্যারারুট, যবের মণ্ড (বার্লি), মাংসের কাথ, এই চারি রকম লঘু আহারই চলিত। রোজ সকালে আর বৈকালে দশ গ্রেন করিয়া স্যালিসীন খাইলে, আর ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ১৫ গ্রেন্ করিয়া বিস্মথ্ খাইলে, আর আহারের ঐ রকম বন্দোবস্ত করিলে, তিন চারি দিনের মধ্যেই আমাশা সারিয়া যায়। বিস্মথ্ আর স্যালিসীনে যদি আমাশার [illegible] আর সারে, সারে। [illegible]

যাওয়ার ইচ্ছা না কমে, কি একেবারে না যায়, তবে টিংচর্ ওপিয়াই (লডেনম্) আর মিয়ুসিলেজ (গঁদ-ভিজের জল) গুহ্যদ্বারের মধ্যে পিচ্‌কিরি করিয়া দিবে। রোজ রাত্রে শুইবার সময় এক বার করিয়া এই অসুদ পিচ্‌কিরি করিয়া দিলেই হয়। এ ছাড়া যখন বেশী শূলনি হবে, তখনও পিচ্‌কিরি দিবে। পেটের কামড়, শূলনি, বেগ দেওয়া, আর বারে বারে বাহ্যে যাওয়া নিবারণের জন্যে, ১১৬র পাতে (২) দাগে যে অসুদ লিখিয়া দিইছি, এখানেও সেই অসুদ সেই রকম করিয়া তৈয়ার করিয়া, আর সেই রকম কাচের পিচ্‌কিরি করিয়া গুহ্যদ্বারের মধ্যে দিবে।

পেটের-ব্যামো হইলে—তা যে রকম পেটের ব্যামোই কেন হোক্ না—আহারের যেমন ধরাধর করা চাই, স্নানেরও তেমনি ধরাধর করা চাই। নৈলে ব্যামো বাড়ে বৈ কমে না। আমাদের দেশের পোনর আনা উনিশ গণ্ডা লোকের বিশ্বাস, স্নান না করিলে পেটের-ব্যামো সারে না। পেটের-ব্যামো হইলে, বলে পেট্ গরম হইয়াছে। পেট গরম হইয়াছে ভাবিয়া পেট ঠাণ্ডা করিবার জন্যে হিম জলে স্নান করে; চিনির শর্ব্বত, মিছরির শর্ব্বত খায়, তপ্ত ভাত ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া সেই ভাত সাঁজোদৈ বা ঘোল

দিয়া খায়। আমাদের দেশের লোকের পেটের-ব্যামোর চিকিৎসাই এই। চিকিৎসার ফলও মন্দ নয়। এ চিকিৎসায় ব্যামো বাড়ে বৈ কমে না। এতে ব্যামো বাড়িবে না ত আর কিসে বাড়িবে? অপাক না হইলে পেটের-ব্যামো হয় না, কিন্তু আমরা ভাবি পেট গরম হইয়া পেটের ব্যামো হয়! লঘু আহার না করিলে পেটের-ব্যামো সারে না। কিন্তু আমাদের ব্যবস্থায় দৈ দিয়া ঘোল দিয়া ভাত না খাইলে পেটের ব্যামো সারে না। আমাদের অনেক ব্যবস্থাই এই রকম। শর্দ্দি হইলে কফ ঝরিয়া পড়িবে বলিয়া ঠাণ্ডা জলে স্নান করি। এতে কম লাভ হয় না। সামান্য শর্দ্দির বদলে শক্ত-রোগ (কাশ) হয়। স্নানের ব্যবস্থায় পেটের-ব্যামোও ঠিক্ ঐ রকম হয়। সামান্য রকম পেট-নাবা থাকে ত বেশী পেট নাবে। শুদু আমাশা থাকে ত রক্ত আমাশা হয়। আমাদের বৈদ্যরা বলেন, অসুস্থ শরীরে স্নান করিলে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়। এর আগেই বলিছি যে, সেই এক শ্লেষ্মা-ঝিল্লি (মিয়ুকস্ মেম্ব্রেন) থেকে শ্লেষ্মার সৃষ্টি হয়। কিন্তু জায়গা-বিশেষে শ্লেষ্মার আলাদা আলাদা নাম। যেমন মুখ দিয়া যে শ্লেষ্মা পড়ে তাকে লাল (লালা) বলে। নাক দিয়া যে শ্লেষ্মা পড়ে, তাকে কফ্ বলে।

মলের সঙ্গে অন্ত্র দিয়া যে শ্লেষ্মা পড়ে, তাকে আম বলে। কাযেই, যাতে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়, তাতেই আমাশা বাড়ে। শুদ্ধু আমাশা বলিয়া নয়, তাতে পেটের-ব্যামো মাত্রেই বাড়ে। এই জন্যে শর্দ্দি, কাশি হইলে যেমন হিম বাত ভোগ, হিম জলে স্নান নিষেধ, পেটের-ব্যামোতেও ও সব তেমনি নিষেধ। শর্দ্দি, কাশি হইলে গরম কাপড়, গরম জামা গায়ে দিয়া যেমন গরমে থাকিতে হয়, পেটের-ব্যামো হইলে গরম কাপড়-চোপড় দিয়া পেটটা তেমনি গরমে রাখিলে ভাল হয়। হিম বাত ভোগ করিলে, যে কেবল কফই হয়, তা নয়; অনেক জায়গায় পেট নাবে, আমাশাও হয়। তবেই জানিয়া রাখ, কফ যেমন নাকের ভিতরকার শ্লেষ্মা-ঝিল্লির শর্দ্দির ফল, পেট-নাবা কিম্বা আমাশা তেমনি অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির শর্দ্দির ফল—পেটের ব্যামোর ব্যবস্থা করিবার সময় এ কথাটা যেন খুব মনে থাকে। তা হইলে হিম বাত ভোগ আর স্নান যে খুব নিষেধ, তা বলিয়া দিতে কখনও ভুল হবে না।

(৪) জলবৎ ভেদ——জলবৎ ভেদকে ডাক্তারেরা সিরম্ ডায়ারীয়া বলেন; ওয়াটরি ডায়ারীয়াও বলেন। উদরী-রোগে কখন কখন আপনা-হতেই জলবৎ ভেদ হয়। এ রকম জলবৎ ভেদে

অপকারের চেয়ে উপকার বেশী। অন্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেম্‌ব্রেণের) ভিতর দিয়া রক্ত থেকে জল এই রকম করিয়া বাহির হইয়া গেলে, উদরীর জল ক্রমে সব গায়ে শুষে যায়। কাযেই, জলবৎ ভেদ হইয়া উদরী-রোগই সারিয়া যায়। এই জন্যে, উদরী-রোগীর জলবৎ ভেদ হইলে, অসুদ দিয়া তা বন্ধ করিবে না। বরং সে ভেদ হঠাৎ যাতে বন্ধ না হয়, তা করিবে। মাঝে মাঝে খানিক খানিক গরম জল (বেশ গরম) চুমুক দিয়া খাইলে ভেদ হঠাৎ বন্ধ হয় না। কিন্তু জলবৎ ভেদ খুব বেশী হইলে, অসুদ দিয়া তা বন্ধ করা চাই। নৈলে অত ভেদ হইলে যে রোগী একবারে কাবু হইয়া পড়িবে। কোন কোন জোলাপে এই রকম জলবৎ ভেদ হয়। কম্পাউণ্ড জোলাপ পাউডর্, ইলেটিরিয়ম্, জয়পাল—এই সব জোলাপে জলবৎ ভেদ হয়। জলবৎ ভেদ হয়, এমন জোলাপ আরও অনেক আছে। এ সব এর পর ভাল করিয়া বলিব। যে সব রোগে ভারি ঘাম হয়, (যেমন ক্ষয়কাশ রোগে), সেই সব রোগে ঘামের বদলে এই রকম জলবৎ ভেদ হয়। ওলাউঠা রোগে যে ভয়ানক জলবৎ ভেদ হয়, তা আমাদের দেশের লোকের কারুই জানিতে বাকী নাই।

চিকিৎসা—তার পর চিকিৎসার কথা এখন

বলি। জলবৎ ভেদ যদি খুব বেশী হয়, তবে তা বন্ধ করিবার উপায় কি? উপায় আছে—বেশ সহজ উপায়ই আছে। নীচে যে অসুদটী লিখিয়া দিলাম, সেই অসুদটী নিয়ম করিয়া খাওয়াইলে খুব শীঘ্রই ভেদ বন্ধ হইয়া যায়।

গ্যালিক্ য়্যাসিড্	...	...	১ ড্রাম
ডাইল্যুট সলফিয়ুরিক্ য়্যাসিড্		...	১ ড্রাম
টিংচর ওপিয়াই (লডেনম্)	...	...	১ ড্রাম
য়্যাকুই-য়্যানিথাই (ডিল্ ওয়াটর)			৬ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও। যতবার বাহ্যে যাবে, ততবার এক দাগ করিয়া অসুদ খাবে। অসুদ ঢালিবার আগে শিশিটা বেশ করিয়া নাড়িয়া লইবে। কি বারে অসুদ নাড়িয়া খাইতে হবে। কেন না, জলে গ্যালিক্ য়্যাসিড্ গোলে না। স্নান আহারের যে রকম ব্যবস্থা এর আগে বলিছি, এখানেও ঠিক্ সেই রকম ব্যবস্থা করিবে।

(৫) শঙ্কার ভেদ—শঙ্কার ভেদকে ডাক্তরেরা সিম্প্যাথেটিক্ ডায়ারীয়া বলেন। গর্ভ হইলে স্ত্রীলোকদের প্রথমে বমি হয়। এই বমি সকাল বেলাই বেশী হয়। এই জন্যে এই বমিকে ডাক্তরেরা মর্ণিং সিক্‌নেস্ বলেন। ছেপ্ উঠা, গা ন্যাকার ন্যাকার করা, আর ন্যাকার হওয়া গর্ভের

প্রথম লক্ষণ। কোন কোন পোয়াতির ন্যাকার না হইয়া তার বদলে পেট নাবে। দাঁত উঠিবার সময় শিশুদের প্রায়ই পেট নাবে। ভয়, রাগ, শোক কি দুঃখ হইলেও কথন কথন পেট নাবে। অনেক জায়গায় দেখা যায়, ভয় হইবা মাত্র পেট নাবে। অনেকেই জানেন, পরীক্ষা দিতে গিয়া অনেক ছাত্র পেটের-ব্যামো করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসেন। এ রকম পেটের ব্যামো যে শুদ্ধ ভয়েতেই হয়, তা বলা বাহুল্য। যাদের স্বভাবই ঋজু, যারা অল্পতেই ভয় পায়, তাদেরই এই রকম পেটের-ব্যামো হয়। এই কয় রকম পেটের-ব্যামোকে শঙ্কার পেটের-ব্যামো বলে। আফিং-ঘটিত যে সে একটা অষুদ দিলেই এ রকম পেটের-ব্যামো সারিয়া যায়। আফিং-ঘটিত অষুদের মধ্যে পল্‌ব্ কৃটি কো কম ওপিও অর্থাৎ কম্পাউণ্ড চক্ পাউডর উইথ্ ওপি-য়ম্ সব চেয়ে ভাল। এই অষুদ ১৫ গ্রেন্ একবার কি দু বার খাইলেই পেটের-ব্যামো সারিয়া যায়।

পেট-নাবার কারণ এক নয় বলিয়া, চিকিৎসাও এক হইতে পারে না। এই জন্যে, গোড়া থেকে রোগের পরিচয় লইয়াই হোক্, আর রোগীর মল পরীক্ষা করিয়াই হোক্ রোগের আসল কারণ ঠিক্ করিয়া তবে পেট-নাবার অষুদ দিবে।

পেট নাবার যে ভাগ-বিলি বলিলাম, অনেক ডাক্তর তা পছন্দ করেন না। পছন্দ করুন আর না করুন, ভাগ-বিলি গুলি জানিয়া রাখা মন্দ নয়।

কারণ——এখন পেট নাবার কারন বলি। পেট-নাবার অনেক কারণ। খুব বেশী করিয়া খাওয়া কিম্বা খুব খারাপ জিনিশ খাওয়া, পেট-নাবার এই দুটীই সব চেয়ে সাধারণ কারণ। কাঁচা ফল ফুলরি খাইলে পেট নাবে। খুব বেশী করিয়া পাকা ফল খাইলেও পেট নাবে। সহজে যা হজম হয় না, তা খাইলে পেট নাবে। পচা জিনিষ খাইলে পেট নাবে। এই জন্যে, ওলাউঠার সময় টাট্‌কা জিনিশ খাওয়া এত দরকার। অনেক পক্ষি পাকা-লির মাংস খাইলে পেট নাবে। উপস করিয়া শরীর অবসন্ন হইলে তার পর পেট নাবিতে পারে। ময়লা জল খাইলে পেট নাবে। পচা জীব জন্তু কিম্বা পচা গাছ গাছালির ভাব নাকে গেলে পেট নাবিতে পারে। এই জন্যে, ওলাউঠার সময় বাড়ী, ঘর, দুওর, পরিষ্কার রাখা এত দরকার। খুব ভয়, রাগ, শোক, কি দুঃখ হইলে পেট নাবিতে পরে। এ কথা এই মাত্র বলিছি। হিম বাত ভোগ করিলেও পেট নাবিতে পারে। হিম বাত ভোগ বলিলে কি বুঝায়? শিশির ভোগ, বৃষ্টিতে ভেজা,

ভিজে সোঁতা মাটীতে শোওয়া,—এ সবই বুঝায়। ঘাম বন্ধ হইলে পেট নাবে। গর্ভ হইলে পেট নাবিতে পারে। দাঁত উঠিবার সময় ছেলেদের প্রায়ই পেট নাবে। যাতে বেশী বাহ্য হয়, এমন জোলাপ বারে বারে লইলে শেষে আপ্‌নিই পেট নাবে। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে পেট নাবে। পেটে ক্রমি থাকিলে পেট নাবে। গাউট্‌ কিম্বা রিয়ুম্যাটিজ্‌ম্‌ শরীরের বাইরে থেকে ভিতরে গেলে পেট নাবে। (গাউট্‌ আর রিয়ুম্যাটিজ্‌ম্‌ শরীরের বাইরে থেকে ভিতরে কেমন করিয়া যায়, সে সব কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব)। খুব রৌদ্র ভোগ করিলেও পেট নাবে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আমাদের দেশে ওলাউঠা আর পেটের-ব্যামোর যে বাড়াবাড়ি হইয়া থাকে, এ দেশের লোকের তা জানিতে কারুই বাকী নাই। শরতের (ভাদ্র আশ্বিনের) রৌদ্রেও পেট নাবে। এ ছাড়া, অনেক রোগেও পেট নাবে। ক্ষয়কাশ (থাইসিস্‌) রোগে পেট নাবে। টাইফয়িড্‌ ফীবরে পেট নাবে। লিবরে রক্ত জমিলে পেট নাবে। কিন্তু কোন বাড়ীতে কি কোন পাড়ায় যদি অনেকের পেট নাবে, তবে হয় সেখানকার হাওয়া খারাপ হইয়াছে; নয় সেখানে যে জল ব্যবহার করে, সে জল খারাপ হইয়াছে; নয় খারাপ

জিনিশ খাইয়া সেখানকার লোকের পেটের-ব্যামো হইয়াছে ঠিক্ করিবে। ওলাউঠা হইবার আগে প্রায়ই পেটের-ব্যামো হয়—পেট নাবে।

লক্ষণ।—এখন ডায়ারীয়ার লক্ষণ বলি। বারে বারে পাতলা বাহ্যে হওয়া ছাড়া, সচরাচর এক আধটু গা ন্যাকার ন্যাকার থাকে। জিব অপরিষ্কার কিম্বা ছাতা পড়া হয়; মুখে দুর্গন্ধ হয়। পেট ফাঁপে। বারে বারে বাহ্যে যাইতে ইচ্ছা করে। পেট কামড়ায়, অম্ল ঢেকুর উঠে। সহজ বাহ্যের মত বাহ্যে হয় না। হয়, মল খুব পাতলা হয়, নয়, জলবৎ আর আম (মিয়ুকস্) মিশন হয়; কিম্বা ফেণা ফেণা জলের মত হয়। গ্রীষ্মকালে তাত ফুটিলে যে ওলাউঠা হয়, তাতে পিত্তই বেশী নাবে পেটের ব্যথা খুব বেশী হয়, পায়ের গোছে খাল ধরে, রোগীর গা শীত শীত করে, আর সে ভারি অবসন্ন হইয়া পড়ে।

রোগীর গতিক ভাল কি মন্দ, কি দেখিয়া বুঝিবে?—শুদ্ধ পেটনাবায় সচরাচর কোন ভয়ই নাই। তবে খুব ছোট ছেলেদের পেটনাবা বড় সোজা নয়। খুব প্রাচীন, আর যাদের শরীর দুর্ব্বল আর ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাদেরও পেট নাবা সহজ নয়। আর যে ব্যামোতে শরীর অবসন্ন করে, সে

ব্যামোতে যদি পেট-নাবা উপসর্গ হয়, তবে তাতে বিপদ কম নয়।

এর আগেই বলিছি, পেট-নাবাকে ডাক্তরেরা ডায়ারিয়া বলেন। রক্ত-আমাশাকে তাঁরা ডিসেণ্টরি বলেন। ডায়ারীয়া আর ডিসেণ্টরিতে তফাত কি, এখন তাই বলিব।

ডায়ারীয়া আর ডিসেণ্টরির প্রভেদ——ডায়ারীয়াতে বাহ্যের সঙ্গে রক্ত পড়ে না। ডিসেণ্টরিতে মলের সঙ্গে আম আর রক্ত পড়ে। এ ছাড়া, ডিসেণ্টরিতে শূলনি, কোঁতানি, বারে বারে বাহ্যে যাইবার ইচ্ছা, আর রোগীর কষ্ট ঢের বেশী।

রোগীর পেট নাবিতেছে—সে পেটনাবা ওলাউঠার পেট-নাবা কি ডায়ারীয়ার পেট নাবা তা কেমন করিয়া জানিবে? তা জানা শক্ত নয়। ওলাউঠার পেট নাবায় দু এক বার ভেদ হইতেই রোগী একবারে নেতিয়ে পড়ে। ডায়ারিয়ার রোগীর অবস্থা সে রকম হয় না। তবে ওলাউঠা প্রথমে প্রায়ই সামান্য ডায়ারিয়ার আকারেই আরম্ভ হয়। অনেক দিনের মল বদ্ধ থাকিলে, বারে বারে বাহ্যে যাইবার ইচ্ছা আর শূলনি কোঁতানি নিবৃত্ত হয়; আর বারে বারে অল্প অল্প পাতলা বাহ্যে হয়। ডায়ারিয়া মনে করিয়া চিকিৎসক যদি ধারক

অস্তুদ দেন, তবেই রোগীর দফা এক রকম নিশ্চিন্ত এ রকম রোগীকে পিচ্‌কিরি দিয়া বাহ্যে করাইতে হয়। খুব শক্ত গুট্‌লে মল আটক্যে থাকিলে জোলাপে সে গুটলে বাহির হয় না আবার কখন কখন শুদ্ধ পিচকিরি দিয়াও তা বাহির করিতে পারা যায় না। কাযেই, হয় হাত দিয়া, নয় কোন যন্ত্র দিয়া সেই গুটলে বাহির করিতে হয়। যে যন্ত্র দিয়া গুট্‌লে মল বাহির করে, ডাক্তরেরা সে যন্ত্রকে স্কুপ্ বলেন। স্কুপ এক রকম চামচে বলিলেই হয়। কোষ্ঠবদ্ধের কথা বলিবার সময় এ সব বেশ করিয়া বলিব। তাতেই বলিতেছি, অনেক দিনের মল বদ্ধ থাকিলে—এই রকম শক্ত বড় গুট্‌লে আট্‌ক্যে গেলে বারে বারে যে পাতলা বাহ্যে হয়, বারে বারে বাহ্যের চেষ্টা হয়, আর শূলান কোঁতানি নানা রকম কষ্ট হয়, ডায়ারীয়া বলিয়া তাতে যেন ধারক দিও না দিলে কি সর্ব্বনাশ তা বুঝিতেই পারিতেছ। সব চিকিৎসকেরই যত্ন করিয়া এটা মনে রাখা উচিত

আংটির মত গোল যে এক খানি মাংস গুহ্যদ্বার বেড়িয়া আছে, সহজ বেলায় ঐ ছুওর তার বলে সর্ব্বদাই খুব কসে আটা থাকে। রোগী ইচ্ছা না করিলে তার ভিতর দিয়া মল নির্গত হইতে পারে না। খুব বাহ্যে-পীড়া হইলেও সেই মাংসের বলে

বাহ্যের বেগ সম্বরণ করিতে পারা যায়। ঘুমাইয়া থাকিলেও সেই মাংসের বলে মল নির্গত হইতে পারে না। কিন্তু সেই মাংসের বল কমিয়া গেলে, মল যেমন জমে, তেমনি বাহির হইয়া পড়ে। কাজেই, এক বারের জায়গায় পাঁচ বার বাহ্যে হয়। এই রকম বারে বারে বাহ্যে হওয়াকে ডায়ারিয়া মনে করিয়া ধারক অসুদ দিলে তাতে কোন ফলই হয় না। সেই মাংসের বল কমিয়া গেলে যে বলিলে, সে মাংসের বল কখন্ কমে? পক্ষাঘাত হইলে তার বল কমিয়া যায়। যে কারণেই হোক্, শরীরের বল খুব কমিয়া গেলে ঐ মাংসেরও বল কমিয়া যায়। পক্ষাঘাতের কথা বলিবার সময় এ সব বেশ করিয়া বলিব। সেই মাংসের বল কমার দরুণ যদি বারে বারে বাহ্যে হয়, তবে রোগীকে শুইয়া থাকিতে বলিবে। লৌহ ঘটিত অসুদ খাইতে দিবে। ঠাণ্ডা জল দিয়া সব গা মুছাইয়া দিবে, কিম্বা ঠাণ্ডা জলে স্নান করাইয়া দিবে। আর ভাল পুষ্টিকর আহার দিবে। এতেই তার রোগ সারিয়া যাবে।

চিকিৎসা——এখন ডায়ারিয়ার চিকিৎসার কথা বলি। পেট-নাবার কারণটী আগে খুঁজিয়া বাহির করিবে। নৈলে, চিকিৎসা করিয়া যশ পাইবে না। মল বন্ধের দরুণ বারে বারে ছিড়িক্ ছিড়িক্

করিয়া পাতলা বাহ্যে হইতেছে, ডায়ারিয়া হইয়াছে ভাবিয়া তুমি রোগীকে ধারক অষুদ দিলে! এতে রোগীও যেমন সুস্থ হয়, তুমিও তেমনি যশ পাও। সহজে পরিপাক হয় না, কি মোটেই পরিপাক হয় না, এমন কোন জিনিশ খাইয়া যদি পেটের-ব্যামো হইয়া থাকে, তবে জোলাপ দিয়া সেই দুষ্ট জিনিশ সব বাহির করিয়া দিবে। কোন্ জোলাপ দিবে? এখানে ক্যাষ্টর অইল্ জোলাপই সব চেয়ে ভাল। যদি পেটের কামড় কি আর কোন রকম ব্যথা থাকে, তবে ক্যাষ্টর্ অইলের সঙ্গে ১০। ১৫ ফোটা লডেনম্ (টিংচর্ ওপিয়াই) দিয়া খাওয়াইয়া দিবে। ছটাক খানেক বেশ গরম দুধের সঙ্গে আধ ছটাক ক্যাষ্টর্ আইল্ আর ১০। ১৫ ফোটা লডেনম্ মিশাইয়া খাইলে, ক্যাষ্টর্ অইল্ খাওয়ার যে একটা কষ্ট, তা মোটে জানিতে পারা যায় না। গরম দুধের সঙ্গে মিশাইলে ক্যাষ্টর্ অইলের আটা কমিয়া যায়, আর দুধের ভাবে ওর দুর্গন্ধও অনেক লুকোয়। পেট নাবার এ রকম কোন কারণ যদি না থাকে, তবে ১৫ গ্রেন্ বিস্মথ্ আর ১৬ গ্রেন্ পলব্ ক্রিটী কো কম্ ওপিও একত্র মিশাইয়া প্রতি দাস্তের পর খাইতে বলিবে। অনেক জায়গায় একটা পুরিয়ার বেশী দরকার হয় না। কখন কখন ২। ৩টা পুরিয়াও

দিতে হয়। শুদ্ধ আমাশা হইলে পথ্যের যে রকম ধরাধর করিতে বলিছি, এখানেও পথ্যের সেই রকম ধরাধর করিবে। পথ্যের ধরাধর না করিলে পেটের-ব্যামো সারে না—এ কথাটা রোগীরও যেমন মনে রাখা চাই, চিকিৎসকেরও তেমনি মনে রাখা চাই। অনেক জায়গায় গরম জলের পিচ্‌কিরি করিয়া মল-দুওরের ভিতর ধুয়াইয়া দিয়া তারপরই লডেনম্ (টিংচর্ ওপিয়াই) পিচ্‌কিরি করিয়া দিলে, পেট ধরিয়া যায়—পেটের-ব্যামো সারিয়া যায়। কত খানি লডেনম্ কি রকম করিয়া পিচ্‌কিরি করিতে হয়, ১১৬র পাতে তা লিখিয়া দিইছি। আফিঙের আরোক পিচ্‌পিরি করিয়া দিলেও যেমন উপকার হয়, আফিঙের বড়ি গুহ্যদ্বারের মধ্যে দিলেও তেমনি উপকার হয়। আফিঙের বড়ি এই রকম করিয়া তয়ের করে।—

আফিং	...	...	...	২ গ্রেন্
সাবান্	...	...	...	১০ গ্রেন্

একত্র মিশাইয়া একটী বড়ি তয়ের কর।

এই রকম হিসাব করিয়া যে কয়টা ইচ্ছা, সে কয়টা বড়ি তৈয়ের করিতে পার। আঙুল দিয়া এই বড়ি গুহ্যদ্বারের মধ্যে দিতে হয়। আঙুলে যত দূর আগাইল পাওয়া যায়, বড়ি তত দূর তুলিয়া

দিবে। মল-দ্বারের মধ্যে দিবার জন্যে আফিঙের এই বড়িকে ডাক্তারেরা সপজিটরি বলেন। মল-দ্বারের ভিতর যে গরম জল পিচ্‌কিরি করিয়া দিতে বলিলাম, তার সঙ্গে ১০। ১৫ গ্রেন্ ট্যানিক্ য়্যাসিড্ মিশাইয়া দিলে আরও বেশী উপকার হয়—পেটের ব্যামো আরও শীঘ্র সারে। কখন কখন অন্ত্রের (আঁতের) মধ্যে মল প'চিয়া পেট নাবে। এ রকম পেট নাবার যেমন অসুদ টাট্‌কা কয়লার গুঁড়ো, তেমন অসুদ আর নাই।

টাট্‌কা কয়লার গুঁড়ো	...	...	১ ঔন্স
মাত গুড়	...	... ...	১ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

চা চামচের এক চামচ করিয়া এই অসুদ রোজ ৩। ৪ বার খাইতে দিবে এ অসুদে দুর্গন্ধ ঢেকুর-উঠাও সারে। কয়লা টাট্‌কা তয়ের করিয়া লইবে। সাহেবদের দোকানে কয়লার এক রকম বিস্কুট্ তয়ের হয়। কয়লার বিস্কুট্ বড় দরকারি। তাতে অনেক ব্যামো ভাল হয়।

ছেলেদের পেট নাবা——ছেলেদের পেট-নাবার যেমন অসুদ বিস্মথ্, তেমন অসুদ আর আছে কি না, বলিতে পারি না। আমি ত বলি, নাই। ৪। ৫ গ্রেন্ বিস্মথ্ ঘন্টায় ঘন্টায় খাওয়াইলে শিশুর যে রকম

ডায়ারিয়াই (পেট-নাবাই) কেন হোক্ না, সদ্য ভাল হয়। পেট-নাবাও সারে—পেট-নাবার সঙ্গে যদি বমি থাকে, তবে তাও ভাল হয়; আবার শিশু চাঙ্গা হইয়াও উঠে। তবেই দেখ, খিন্মথের কত গুণ। এক অস্তুদে পেট-নাবা সারিল, বমি ভাল হইল, আবার শিশুও চাঙ্গা হইল। আর কি চাও ?

বছর তিনেক হইল একটী মেয়ের জ্বর আর পেটের ব্যামোর চিকিৎসা করিতে গিইছিলাম। মেয়েটীর বয়স দু বছরের বেশী নয়। মেয়ের বাপ বড় মানুষ। শিশুর চিকিৎসায় টাকা খরচ করিতে কম করেন নাই। সহরের (কলিকাতায়) ভাল মন্দ অনেক ডাক্তর তার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। কিন্তু তার পেটের-ব্যামোর কেউ কিছুই করিতে পারেন নাই। পেটের-ব্যামো একটু পুরাণ পড়িলে, ডাক্তরি চিকিৎসায় তা সারে না—ছেলে বুড়ো মেয়ের এই বিশ্বাস। ডাক্তরেরা নিজেই এ কথা বাড়ী বাড়ী বলিয়া বেড়ান। এই জন্যে, শিশুর মা বাপ বৈদ্যকে দিয়াও দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু ডাক্তরদের চেয়ে বৈদ্য বেশী যশ লইতে পারেন নাই। মেয়ের বাপের সঙ্গে আমার জানা শুনা ছিল। এই জন্যে শেষে তিনি আমাকেই ডাকিয়া

পাঠাইলেন। আপনাদের ডাক্তারি মতে ছোট ছেলের এ রকম পেট-নাবার যদি কোন ভাল অষুদ বিষুদ থাকে তা দিয়া মেয়েটীকে ভাল করিয়া দিন্। আমি ডাক্তারি চিকিৎসার আর কিছু বাকী রাখি নাই। এই টুকু মেয়ে, আপনাদের পেঁতের বোধ করি বার আনা অষুদ খাইয়াছে। এই বলিয়া প্রেস্কৃপ্‌শনের তাড়াটা তিনি আমার হাতে দিলেন। আমি দেখিলাম দেড় শ প্রেস্কৃপ্‌শনের কম নয়। এত প্রেস্কৃপশনে পেটের ব্যামোর যে কোন অষুদ বাদ গিয়াছে, তা বোধ হয় না। এই বলিয়া তাঁকে বলিলাম, আগে ছেলে কেমন বাহ্যে করে দেখি, তার পর প্রেস্কৃপ্‌শন্ দেখিব। তবে আপনাকে একটু অপেক্ষা করিতে হবে। বেলা এখনও আট্টা হয় নাই। প্রায় রোজই আট্টা বাজিয়া গেলে তার ঘুম ভাঙে। আবার যে ঘুম ভাঙে, সেই তাড়াতাড়ি গিয়া বাহ্যে বসে। বাহ্যে বসিতে তর সয় না। অমনি এক বারে পিচ্‌কিরি দিয়া বাহ্যে যায়। এই বলিয়া তিনি বাড়ীর মধ্যে গেলেন। খানিক পরে বাড়ীর মধ্যে থেকে আসিয়া বলিলেন মহাশয়, আজ সকালেই মেয়ের ঘুম ভাঙিয়াছে। এখনও কিন্তু বাহ্যে যায় নাই। বোধ করি রোজ যে সময়ে বাহ্যে যায়, সে সময় এখনও হয় নাই। যাই হোক

এখন আপনি বাড়ীর মধ্যে গিয়া একটু বসিলে আপনার সম্মুখেই সে এখনই বাহ্যে যাবে। এই কথা শুনিয়া আমি তাঁদের বাড়ীর মধ্যে গিয়া বসিলাম। খানিক পরেই শিশু বাহ্যে গেল। এক বারে যেন পিচ্‌কিরি দিয়া বাহ্যে গেল। যেখানে বাহ্যে করিল, সেখানে থেকে এমন ৫।৭ হাত তফাতে গড়াইয়া গেল। বাহ্যের আকার প্রকার দেখিয়া রাত্রে ছেলেকে কি আহার দেওয়া হইয়াছিল, তার বাপকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তার বাপ বলিলেন, মহাশয় ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ছেলেকে যদি এক গুণ আহার দেওয়া যায়, ত তার দশ গুণ বাহ্যে হয়। কাল রাত্রে বড় জোর তাকে দু ঝিনুক দুধ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কত খানি বাহ্যে গেল, আপনি ত তা বসিয়াই দেখিলেন। এত বাহ্যে কোথা থেকে আসে? এত বাহ্যে কোথা থেকে আসে, আপনাকে তা পরে বুঝাইয়া দিব। এখন আমাকে সেই প্রেস্কৃপ্‌শনের তাড়াটা দিন। প্রেস্কৃপ্‌শনের তাড়া খুলিতে প্রথমেই বিস্মথের প্রেস্কৃপ্‌শন্ খানি দেখিতে পাইলাম। দেড় শ প্রেস্কৃপ্‌শনের মধ্যে আমার কেবল এই খানার দরকার। আর একশ উনপঞ্চাশ খানি প্রেস্কৃপ্‌শন্ সিন্দুকে তুলিয়া রাখুন। যাঁরা চিকিৎসার হদ্দ মুদ্দ করিলাম বলিয়া

গিয়াছেন, তাঁদেরই অস্তুদে দেখুন্ মেয়েটীকে ভাল করিয়া দিই। এই বলিয়া এক খানি পেস্কৃপ্শন্ করিলাম। কি কি অস্তুদ দিইছিলাম নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

বিস্মথ ... ... ১ ড্রাম

এতে বারটী মোড়া তয়ের কর।

এক এক মোড়ায় ৫ গ্রেন্ করিয়া বিস্মথ্ থাকিবে। দু ঘণ্টা অন্তর এক এক মোড়া অস্তুদ খাওয়াইতে বলিলাম। পেটের ব্যামো বেশ সারিয়া না গেলে আর অস্তুদ খাওয়ান বন্ধ করিবেন না। এই অস্তুদেই পেটের-ব্যামো সারিবে। আর কোনও অস্তুদের দরকার হবে না। তবে পথ্যের খুব ধরা ধর না করিলে ঘণ্টায় অমন পাঁচ মোড়া বিস্মথ্ খাওয়াইলেও কোনও ফল হবেনা। অগ্নি যে এক বারে নাই, আর যা খায়, পেটের মধ্যে ফুটিয়া তা দশ গুণ হয়, আগে যাঁরা চিকিৎসা করিয়া গিয়াছেন, তাঁদের সেটা মোটে খেয়ালই হয় নাই। আমার এই কথা শুনিয়া মেয়ের বাপ বলিলেন, শিশু যা খায় পেটে গিয়া দশ গুণ হয়, এ কথা আমি মাথায় রাখি। এর প্রতিকার না করিলে শুদু খারক অস্তুদ খাইয়া কি হবে? আর সেই জন্যেই ত অস্তুদ দিয়াও কেউ কিছু করিতে পারেন নাই। দুধ

একবারে বারণ করিয়া দিলাম। মাংসের ক্বাথ লোওয়া পোড়া করিয়া দিতে বলিলাম। খুব লাল ডগ্‌ডগে করিয়া লোওয়া পোড়াইয়া মাংসের ক্বাথে ডুবাইয়া দিবে। এই যে মাংসের ক্বাথ, একেই লোওয়া-পোড়া মংসের ক্বাথ বলে। এই মাংসের ক্বাথ পেটে গিয়া অমন করিয়া ফুটিয়া এক ছটাকের জায়গায় দশ ছটাক হয় না। তার পর, যে ছেলের পেটের-ব্যামো সারিবে না বলিয়া এত ডাক্তর, বৈদ্য জবাব দিইছিলেন, শুদ্ধ বিস্মথ্ আর দাগ-করা এই ক্বাথ খাইয়া তিন দিনের মধ্যে সেই ছেলের তেমন পেটের-ব্যামো সারিয়া গেল। বিস্মথ্ দিয়া যদি পেটের-ব্যামো সদ্য ভাল করিতে চাও, তবে বেশী করিয়া বিস্মথ্ দিতে ডরিও না। আগেকার ডাক্তর মহাশয়েরা বিস্মথ্ দিয়াও যে মেয়েটীর পেটের-ব্যামো ভাল করিতে পারেন নাই, তার কারণ কি? কারণ আর কিছুই না। তাঁরা বিস্মথ্ এক এক বারে খুবই কম দিইছিলেন। কোথায় দু বছরের শিশুকে এক এক বারে ৫ গ্রেন্ করিয়া বিস্মমথ্ দিবেন, তা না দিয়া তাঁরা এক এক বারে সিকি গ্রেন্, আধ গ্রেনের বেশী দেন নাই। এতে পেটের-ব্যামো ভাল না হইলে অসুদের দোষ, না চিকিৎসকের দোষ? জোয়ান

রোগীর পেট নাবিলে ১৫ গ্রেন্ বিস্মথ্ আর ১৫ গ্রেন্ পল্‌ব্ ক্রিটি কো কম্ ওপিও একত্র মিশাইয়া দেওয়া আমার এক বারে নিয়ম। দরকার লইলে ২০। ২৫। ৩০ গ্রেন্ বিস্মথও দিই। প্রথমে কম্ বিস্‌মথ দিয়া দেখিবে; যদি তাতে বিশেষ ফল না পাও, তবে বেশী করিয়া দিবে।

ছেলেদের ডায়ারীয়ার (পেট-নাবার) আর একটী ভাল অসুদ আছে। সে অসুদটির কথা এখনও বলি নাই। সে অসুদটী কি? একের নম্বর ব্রাণ্ডি। ব্রাণ্ডিতে পেট নাবাও সারে, আবার শিশু চাঙ্গা হইয়াও উঠে। ব্রাণ্ডির এ বড় গুণ। সব চিকিৎসকেরই এটী মনে করিয়া রাখা উচিত। এক বছরের ছেলেকে এক এক বারে ৪। ৫ ফোটা ব্রাণ্ডি দিতে পার। ঠাণ্ডা জলের সঙ্গেও দিতে পার—ডিল্ ওয়াটরের সঙ্গেও দিতে পার। পেট-নাবার সঙ্গে বমি বা অ'ক থাকিলেও ব্রাণ্ডিতে তা সারে।

জ্বর-অতিসার——এর আগেই বলিছি যে, জ্বরের সঙ্গে অতিসার (পেট-নাবা) থাকিলে, বৈদ্যরা তাকে জ্বর-অতিসার বলেন। জ্বর-অতিসারকে বৈদ্যরা বড়ই ভয় করেন। গৃহস্থেরাও জ্বর-অতিসারের নামে ভয় পান। তা ভয় পাইবার কথাই বটে।

কেন না, এক জ্বরের তাড়নাতেই রোগী কাবু হইয়া পড়ে। তার উপর বারে বারে পেট নাবিলে কি রোগী জীয়ন্ত থাকে? কাযেই, জ্বর-অতিসারকে খুবই ভয় করিতে হয়। সবিরাম জ্বরেও (ইণ্টর্মিটেণ্ট ফাবরেও) পেট নাবে। স্বল্পবিরাম-জ্বরেও (রিমিটেণ্ট ফাবরেও) পেট নাবে। সবিরাম-জ্বরে জ্বর ত্যাগ হইলে—জ্বর ছাড়িয়া গেলে পেট নাবাও বন্ধ হইয়া যায়। আবার জ্বর আসিলে পেট নাবিতে আরম্ভ হয়। স্বল্পবিরাম-জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফাবরে) জ্বর যখন কম থাকে, পেট নাবাও তখন কম থাকে। তার পর, জ্বরের প্রকোপ হইলে আবার পেট নাবিতে আরম্ভ হয়। জ্বর-অতিসারের লক্ষণই এই। জ্বরও যেমন বাড়ে, পেট-নাবাও তেমনি বাড়ে। তবেই দেখ, জ্বর আসা বন্ধ হইলে পেট-নাবা আপনিই ভাল হইয়া যায়। কখন কখন জ্বর ভাল হইয়া গেলেও পেটের দোষ থাকিয়া যায়। এই জন্যে, জ্বর বন্ধ করার অসুদ আর ধারক অসুদ এক সঙ্গে দেওয়াই উচিত। ধারক অসুদ অনেক রকম। ১১৮র পাতে যে কুইনাইন্ মিক্শ্চর্ লেখা আছে, সবিরাম-জ্বরে (ইন্টর্মিটেণ্ট ফীবরে) জ্বর ত্যাগ হইলে—জ্বর ছাড়িলে, আর স্বল্পবিরাম জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে) জ্বর কমিলে সেই মিক্শ্চর্ সেই নিয়মে অর্থাৎ তিন

ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। তাতেই জ্বরও বন্ধ হবে, পেটও ধরিয়া যাবে।

মনে কর, গিয়া দেখিলে রোগীর জ্বর আসিয়াছে, আর বারে বারে তার পেট নাবিতেছে। এখন কি করিবে? তার জ্বর ছাড়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে, না জ্বরের অসুদের (ফীবর মিক্‌শ্চরের) সঙ্গে ধারক অসুদ দিবে? দেরি না করিয়া জ্বরের অসুদেরই সঙ্গে ধারক অসুদ দেওয়া ভাল। কেন না, জ্বর ছাড়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে চাই কি, পেট নেবে নেবে রোগী এক বারে নেতিয়ে পড়িতে পারে। এ অবস্থায় জ্বর ছাড়িবার সময় নাড়ী ছাড়িয়া যাইবারই বা আটক কি? আর এ রকম দুর্ঘটনা অনেক জায়-গায় ঘটে। এই জন্যে ৬২র পাতে যে ফীবর্ মিকশ্চর্ লিখিয়া দিইছি, প্রথম অসুদটী অর্থাৎ ডাই-লিয়ুট হাইড্রোক্লোরিক্ য়্যাসিড বাদ দিয়া সেই ফীবর্ মিক্‌শ্চর্ নিয়ম মত খাওয়াইবে। তা ছাড়া, ১৫ গ্রেন্ বিস্মথ্ আর ১৫ গ্রেন্ পলব্ ক্রিটি কো কম্ ওপিও ফি দাস্তের পর দিবে। ফীবর্ মিক্‌শ্চরে জ্বরের কষ্ট কমিবে, আর ধারক অসুদে পেট-নাবা বন্ধ হবে। যদি বল, ফীবর্ মিক্‌শ্চর্ থেকে ডাই-লিয়ুট হাইড্রোক্লোরিক্ য়্যাসিড্ বাদ দিবার দরকার কি। দরকার একটু আধটু নয়। ডাইলিয়ুট হাই-

ড্রোক্লোরিক্ য়্যাসিডে যে পেট নরম করে। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে ত বাহ্যে হয়। কাজেই, যে রোগীর আপনিই পেট নাবিতেছে, তাকে ডাইলিয়ুট হাইড্রোক্লোরিক্ য়্যাসিড্ কেমন করিয়া দেওয়া যায়?

গ্রহণী (গিরিণি)——পেটের-ব্যামো পুরণ হইলে তা পেট-নাবাই হোক্, শুদ্ধ আমাশাই হোক্ আর রক্ত-আমাশাই হোক্, তাকে বৈদ্যরা গ্রহণী বলেন। সচরাচর লোকে তাকে গিরিণি বলে। পেটের-ব্যামো পুরণ হইলে প্রায়ই নির্দ্দোষ হইয়া সারে না। অনেক যত্ন, অনেক তদ্বির, অনেক চেষ্টা করিলে তবে ব্যামো অমনি যাপ্য হইয়া থাকে। অত্যাচার করিলে আবার যে ব্যামো সেই। নূতন পেটের-ব্যামোর চেয়ে পুরণ পেটের-ব্যামোতে লোক বেশী মরে। এই জন্যে, পেটের-ব্যামো নূতন থাকিতে থাকিতে, বিশেষ তদ্বির করিয়া তা ভাল করা এত দরকার; আর এই জন্যেই পেটের-ব্যামো পুরণ হইতে দেওয়া এত দোষ। গ্রহণী (গিরিণি) রোগের কি ভাল অষুদ নাই? ভাল অষুদ আছে। খুব ভাল অষুদই আছে। ভাল অষুদ আর কি? তুতে। অষুদটী যেমন ভাল, আবার তেমনি সুলভ। এক পয়সার তুতেয় এক শ জনের গ্রহণী (গিরিণি) ভাল হয়। এর চেয়ে সুবিধা আর

কি হইতে পারে ? তুতের সঙ্গে আরও দু একটা অস্তুদ যোগ করিয়া দিতে হয়। ৩৯৬র পাতে বলিছি, কোন্ রোগের যদি দু তিনটী ভাল অস্তুদ জানা থাকে, আর সে কয়টী অস্তুদ একত্র দিবার কোন বাধা না থাকে, তবে তা একত্র দিলে যেমন উপকার হয়, শুদু একটা অস্তুদে তেমন উপকার হয় না। গ্রহণী (গিরিণি) রোগীকে তুতের সঙ্গে আমি যে যে অস্তুদ দিয়া থাকি, নীচে তা লিখিয়া দিলাম। তুতেকে ডাক্তরেরা সল্‌ফেট অব্ কপর্ বলেন।

তুতে (সল্‌ফেট্ অব্ কপর)	...	...	৩ গ্রেন্
ডোবর্স পাউডর (পল্‌ব্ ইপেকা কো)		...	১ ড্রাম
পলব য়্যাকেশিয়া (বাবলার আটার গুঁড়)			১ ড্রাম

একত্র মিশাইয়া এতে ১২টা পুরিয়া তয়ের কর। রোজ তিন বেলা ৩টা পুরিয়া খাইতে দিবে।

এর আগেই বলিছি যে, অন্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেম্ব্রেণের) দোষ না ঘটিলে পেটের-ব্যামো হয় না। সেই দোষ শুধ্‌রে দিতে না পারিলে পেটের-ব্যামো নির্দ্দোষ হইয়া সারে না। আবার স্যালিসান্, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির দোষ শুধ্‌রে দিবার খুব একটী ভাল অস্তুদ, তাও এর আগে বলিছি। এই জন্যে, গ্রহণী (গিরিণি) রোগীকে রোজ সকালে দশ গ্রেন্ করিয়া স্যালিসীন্ দিবে। এ ছাড়া, রোজ সকালে এক বার করিয়া ঠাণ্ডা জলের পিচকিরি

দিলে আরও উপকার হয়—অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল আরও শীঘ্র হয়। আধ সের জলের বেশী পিচ্‌-কিরি করিবার দরকার নাই। পিচ্‌কিরির জল যত ঠাণ্ডা আর পরিষ্কার হইবে, ততই ভাল। গুহ্যদ্বার দিয়া অন্ত্রের মধ্যে ঠাণ্ডা জল পিচ্‌কিরি করিয়া দেওয়া খুব সহজ। তাতে রোগীর কোন কষ্টই নাই। জলই হোক্, আর জোলাপের অসুদই হোক্, অন্ত্রের মধ্যে পিচ্‌কিরি করিয়া দিবার জন্যে ডাক্তরেরা রবারের নল লাগান পিতলের এক রকম পিচ্‌কিরি সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন। সে পিচ্‌কিরির আবার একটী করিয়া বাক্স আছে। পিচ্‌কিরির এই বাক্স ডিস্পেন্সরিতে বিক্রি হয়। ডাক্তরেরা এই বাক্সকে ইনীমা বক্স অর্থাৎ পিচ্‌-কিরির বাক্স বলেন। এর দামও কিছু বেশী নয়। বাজারে এ বাক্স তিন টাকা চৌদ্দশিকায়, কিনিতে মিলে। তবে সাহেবদের দোকানে দাম কিছু বেশী লয়। এ পিচ্‌কিরি কিনিবার যাঁদের সুবিধা না হইবে তাঁরা বাজার থেকে দস্তার পিচ্‌কিরি কিনিয়া লইবেন। দস্তার পিচ্‌কিরি ছোট লইলে চলিবে না। আধ সের জল ধরে, এমন হওয়া চাই। তার পর হাঁটু দুটী মুড়িয়া রোগীকে বাঁ কাতে শুইতে বলিবে। তার পর ঠাণ্ডা জলের পিচ্‌কিরি দিবে।

পিচ্‌কিরির আগায় নারিকেল-তেল বা স্যুইট্ অইল্ (অলিব অইল্) মাখাইয়া তবে গুহ্যদ্বারের মধ্যে দিবে। বাক্সয় করিয়া পিচ্‌কিরি (ইনীমা বক্স) যদি ব্যবহার কর, তবে রবারের নলের আগায় লাগান হাড়ের নলটীতে তেল মাখাইবে। পিচ্‌কিরির জলটা পেটে খানিকক্ষণ থাকিলে ভাল হয়। এই জন্যে, পিচ্‌কিরি দিবার সময় কিম্বা পিচ্‌কিরি দেওয়া হইলে পর রোগীকে বেগ দিতে বারণ করিবে। বেগ আসিলেও তা সম্বরণ করিতে বলিবে। নইলে পিচ্‌কিরির জল সব বাহির হইয়া আসিবে। অনেক জায়গায় ন্যাক্‌ড়ার পুটুলি দিয়া গুহ্যদ্বার টিপিয়া রাখিতে হয়। ছেলেদের বেলাই এই রকম করার বেশী দরকার হয়। আমি বোধ করি সব জায়গাতেই এই রকম করা ভাল। তা হইলে পিচ্‌কিরির জল যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ রাখিতে পার। তার পর যখন দেখিবে যে, রোগী পিচ্‌কিরির জল আর রাখিতে পারে না, তখন তোমার ন্যাক্‌ড়ার পুটুলি সরাইয়া লইবে। রক্ত-আমাশার চিকিৎসার কথা বলিবার সময় এ সব আর একবার ভাল করিয়া বলিব।

শুধু যে কেবল জোয়ান আর বুড়োদেরই গ্রহণী (সংগ্রহণী) রোগের অসুদ, তা নয়। ছোট ছোট

ছেলেদেরও পুরণ পেটের-ব্যামো এতে যেমন সারে, এমন আর কোনও অসুদেই নয়। এক বছরের ছেলেকে এক এক বারে ১গ্রেনের ১২ ভাগের ১ ভাগ ($\frac{1}{12}$ গ্রেন্) তুতে দেওয়া যায়। এখানে তুতের সঙ্গে ডোবর্স পাউডর না দিয়া, শুদ্ধ পল্ব য়্যাকেশিয়া দিবে। পল্ব য়্যাকেশিয়া এক এক বারে আধ গ্রেন্ করিয়া দিবে। জোয়ান আর বুড়োদের অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির দোষ শুধ্‌রে দিবার জন্যে স্যালিসীন্ যেমন দরকার, ছেলেদের বেলায়ও তেমনি দরকার। এক বছরের ছেলেকে রোজ সকালে আর সন্ধ্যায় আধ গ্রেন্($\frac{1}{2}$) করিয়া স্যালিসীন্ দিবে। এ ছাড়া, রোজ সকালে কাচের ছোট একটা পিচ্‌কিরি করিয়া গুহ্য-দ্বার দিয়া তার অন্ত্রের মধ্যে ঠাণ্ডা জল পিচ্‌কিরি করিয়া দিবে। পিচ্‌কিরি করিলে ছেলের কোনও কষ্ট হয় না। পেটের ব্যামো পুরাণ হইলে অন্ত্রের বল ক্রমে খুবই কমিয়া আসে—অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেম্‌ব্রেণের) আঁইট থাকে না, ঢিলা হইয়া পড়ে। অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লি এই রকম ঢিলা হইয়া পড়িলে, বাহ্যে করিবার সময় হারিশ বাহির হয়। বাহ্যে করিবার সময় অমুকের হারিশ বাহির হয় বলিলে কি বুঝায়? অনেক দিনের পেটের-ব্যামোতে তার অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল কমিয়া গিয়াছে—সহজে

বেলার মত তাতে আঁইট নাই। এই জন্যে, বাহ্য করিবার সময়—বেগ দিক্ আর নাই দিক্—সেই ঢিলা শ্লেষ্মা-ঝিল্লি নামিয়া পড়ে। একেই লোক "হারিশ বেরণ" বলে। রোজ নিয়ম করিয়া খুব ঠাণ্ডা জলের পিচ্‌কিরি লইতে পারিলে শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল শীঘ্রই হয়। বল হইলেই আঁইট হয়। আঁইট হইলে বাহ্য করিবার সময় শ্লেষ্মা-ঝিল্লি আর নামিয়া আসে না। কাজেই, আর হারিশ বাহির হয় না। তবেই দেখ, ঠাণ্ডা জলের পিচ্‌কিরিতে কত উপকার! এই জলে যদি কোন ক'ষো (কষায়) অষুদ মিশাইয়া দেওয়া যায়, তবে আরও উপকার হয়। ক'ষো অষুদ কাকে বলে? যে জিনিষ গায়ে লাগিলে, চামড়া কষিয়া ধরে, জিবে দিলে ক'ষো লাগে, আর জিব যেন কষিয়া ধরে, তাকেই ক'ষো বলে। হর্তুকি (হরিতকি), বাবলার ছাল, বকুলের ছাল, পেয়ারার ছাল, ট্যানিক্ য়্যাসিড্, কট্‌কিরি—এ সব ক'ষো। টনিক্ য়্যাসিড্ ভারি কষা। গাছড়া কষা অষুদ মাত্রেই ট্যানিক্ য়্যাসিড্ আছে। যে সব গাছড়ায় ট্যানিক্ য়্যাসিড্ নাই, সে সব গাছড়া কষা নয়। এই জন্যে, কোন গাছড়ায় ট্যানিক্ য়্যাসিড্ আছে, কি না, মুখে দিয়া চাকিয়া তা বলিতে পারা যায়। এ একটা বেশ সঙ্কেত। ট্যানিক্ য়্যাসিডই

হোক্, আর ফট্‌কিরির গুঁড়োই হোক্, ঠাণ্ডা জলে দিয়া সেই জলের পিচ্‌কিরি করিবে। কত খানি জলে কতটুকু ট্যানিক্ য্যাসিড্, আর কত টুকুই বা ফট্‌কিরির গুঁড়ো দিতে হয়, তার কিছু এমন বিশেষ নিয়ম ধরা নাই। জল যদি খুব কষা করিতে চাও, তবে ফট্‌কিরি আর ট্যানিক্ য্যাসিড্ দুই-ই জলে দিতে পার। আবার কষা গাছড়া অসুদের পাচন (ডিকক্‌শন্) তয়ের করিয়া তার সঙ্গে ফট্‌কিরির গুঁড়ো মিশাইয়া দিলে তাও খুব কষা হয়। তিন পোয়া জলে চারি ড্রাম্ (এক কাঁচ্চা) ফট্‌কিরির গুঁড়ো কিম্বা ট্যানিক্ য্যাসিড্ দিবে। আর গাছড়া অসুদের তিন পোয়া পাচনে চারি ড্রাম্ ফট্‌কিরির গুঁড়ো দিবে। পিচ্‌কিরি করিয়া এই কষা জল বা পাচন গুহ্যদ্বার দিয়া অন্ত্রের মধ্যে রোজ সকালে একবার করিয়া দিলে অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির আর তেমন ঢিলা থাকে না—বেশ আঁইট্ হয়। এতে পেটের ব্যামোরও যেমন উপকার হয়, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লিরও তেমনি বল আর আঁইট্ হয়। পুরাণ পেটের ব্যামোর পক্ষে এই রকম কষ জলের পিচ্‌কিরি ভারি অসুদ।

পেটের ব্যামো যে রকমই কেন হোক্ না, পুরাণ হইলে সারিতে চায় না। এ কথাটা চিকিৎ-

সকলের জানিয়া রাখা যেমন দরকার, রোগীদেরও জানিয়া রাখা তেমনি দরকার। পুরণ পেটের-ব্যামো অনেক কষ্টে—অনেক যত্নে সারে জানা থাকিলে রোগীও সাবধান হয়. চিকিৎসকও সাবধান হন। পেটের-ব্যামো যাতে পুরণ না হইতে পায়, রোগীও তার চেষ্টা পায়—চিকিৎসকও তার চেষ্টা পান।

তার পর বলি। আঁতুড় ঘরে পোয়াতিদের যে পেটের-ব্যামো হয়, ভাল বাঙ্গালায় সে পেটের-ব্যামোকে সূতিকাতিসার বলে। ডাক্তরেরা পিয়র্পিরাল্ ডায়ারীয়া বলেন। যে রোগই কেন হোক্ না, পুরণ হইলে শীঘ্র সারিতে চায় না। এ কথাটী আঁতুড়ে-পোয়াতির পক্ষে যেমন খাটে, এমন আর কারই নয়। আঁতুড়-ঘরে পোয়াতিদের যে সব ব্যামো হয়, পুরণ পড়িলে তাদের সূতিকা-পীড়া বলে। সূতিকা পীড়া মাত্রেই খুব শক্ত। সূতিকা-পীড়ায় আমাদের দেশে বছর বছর যে কত পোয়াতি মারা যায়, তা বলা যায় না। সূতিকা-পীড়ার নাম শুনিলেই লোকে ভয় পায়। প্রসবের পর পেটের ব্যামো হইলে, আর সেই পেটের ব্যামো পুরণ পড়িলে, শেষে পোয়াতিকে বাঁচানই কঠিন হইয়া পড়ে।

অনেক দিন হইল একটী মেয়ের চিকিৎসা করিছিলাম। প্রসবের পর, দিন পাঁচ ছয় গৌণে তার পেটের ব্যামো হয়। সামান্য পেটের-ব্যামো বলিয়া তেমন অস্থদ বিস্থদও খায় নাই, খাওয়া দাওয়ারও তেমন ধরাধর করে নাই। শেষে পেটের-ব্যামোটী বেশ পাকিয়া দাঁড়াইল। তখন চিকিৎসার ধুমধাম পড়িয়া গেল। অস্থদ খইতে আর ডাক্তর দেখাইতে সে আর বাকী রাখে নাই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দিনমানে বরং একটু ভাল থাকে, রাত্রে ১০। ১২ বার বাহ্যে যায়। রাত্রে বারে বারে বাহ্যে যাওয়ার দুটী দোষ। বারে বারে বাহ্যে যাওয়ার যে অসুবিধা, আর শরীর তাতে যে রকম দুর্ব্বল হয়, তা ত হয়ই; তা ছাড়া ঘুমের বড়ই ব্যাঘাত হয়। কাজেই সে দিন দিন ভারি কমজুর আর কাহিল হইতে লাগিল। শেষে তার চিকিৎসার জন্যে আমাকে ডাকিল। গ্রহণী (পিত্তি) রোগে আমি সেই এক রকম অস্থদই দিয়া থাকি; এখানেও সেই অস্থদ দিলাম। অস্থদ আর কিছু নয়, [illegible] মধ্যে ৫ গ্রেন করিয়া ১০ গ্রেন ম্যাগ্নেশিয়া আর চুনে ঘটিত সেই পুরিয়া তিন বেলা তিনটে। এছাড়া রোজ রাত্রে শুইবার আগে [illegible] (আফিঙের আরোকের) পিচকারির

আফিঙের আরোক (লডেনম্‌) কিসের সঙ্গে কেমন করিয়া পিচ্‌কিরি করিতে হয়, ১১৬র পাতে তা লেখা আছে। এই নিয়মে চিকিৎসা করিলে তিন হপ্তার মধ্যেই মেম সাহেবের তেমন যে পেটের-ব্যামো, তাও নির্দ্দোষ সারিয়া গেল।

এর আগেই বলিছি, পেটের-ব্যামো যে রকমই কেন হোক্‌ না, পুরণ হইলে তাকে গ্রহণী (গিরিণি) বলে। আবার গ্রহণীর (গিরিণির) যেমন অমৃত ভূতে ঘটিত ঐ পুরিয়া, স্যালিসীন্‌, আর লডেনমের (আফিংঙের আরোকের) ঐ পিচ্‌কিরি, তেমন অমৃত আর নাই।

তার পর, আর এক রকম পেটের-ব্যামোর কথা বলি। যাদের অম্বলের (অম্লের) ব্যামো আছে, তাদেরই সে রকম পেটের-ব্যামো হইয়া থাকে। অম্বলের ব্যামোকে বৈদ্যরা অম্লপিত্ত বলেন। ডাক্তরেরা য়্যাসিডিটি বলেন। অম্বলের ব্যামোই বল, অম্লপিত্তই বল, আর য়্যাসিডিটিই বল, অর্থ এক। যাদের অম্বলের ব্যামো আছে, মাঝে মাঝে তাদের দম্‌কা-ভেদ হয়। আমাদের দেশে মেয়েদেরই অম্বলের ব্যামো বেশী হয়, দম্‌কা-ভেদও তাদেরই বেশী হয়। যদি বল মেয়েদের অম্বলের ব্যামো বেশী হওয়ার কারণ কি? কারণ তোমাকে এক কথায় বলিয়া

দিতেছি। পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা খাওয়া দাওয়ার বেশী অনিয়ম করিয়া থাকে। মেয়েরা ভাল মন্দ খাদ্য সামগ্রীর বিচার করে না। খাদ্য দ্রব্যের দোষ গুণও ধরে না। হাব্‌জা গোব্‌জা যা জুটাইতে পারে, তাই পেট পুরিয়া খায়। এতে আমাদের দেশের মেয়েদের অম্বলের ব্যামো বেশী হবে আশ্চর্য্য কি? অপাক, অজীর্ণ থেকেই অম্বলের ব্যামো হয়। কোন খানে কিছু নাই, হঠাৎ ভেদ হওয়াকে দম্‌কা-ভেদ বলে। দম্‌কা ভেদ একবার হইয়াই বন্ধ হইতে পারে। আবার চাই কি, দু বারও হইতে পারে, তিন বারও হইতে পারে, বেশী বারও হইতে পারে। ওলাউঠার সময় এ রকম ভেদ হইলে রোগীরও মনে ভয় হয়, তার বাড়ীর লোকেরও মনে ভয় হয়। এ রকম দম্‌কা-ভেদের কি কোন অষুদ আছে? আছে। ভাল অষুদই আছে। পল্‌ব ক্রুটি কো কম্‌ ওপিও আর বিস্মথ্‌—এ রকম দম্‌কা-ভেদের যেমন অষুদ, তেমন অষুদ আর নাই। শুদু দম্‌কা-ভেদ কেন, সব রকম পেট নাবারই এ অতি চমৎকার অষুদ। এ কথা এর আগেই বলিছি।

পল্‌ব ক্রুটী কো কম ওপিও　　১৫ গ্রেন্‌
বিস্মথ্‌　...　...　...　১৫ গ্রেন্‌

একত্র মিশাইয়া একটা পুরিয়া তয়ের কর।

এই রকম হিসাব করিয়া যতগুলি ইচ্ছা, ততগুলি পুরিয়া তয়ের করিয়া রাখিতে পার। যত বার দম্‌কা ভেদ হইবে, তত বার এক একটী পুরিয়া খাইবে। অনেক জায়গায় একটী পুরিয়ার বেশী খাইতে হয় না। কখন কখন তিন চারিটী পুরিয়ারও দরকার হয়। যাই হোক্, যত ক্ষণ ভেদ বন্ধ না হবে, তত ক্ষণ ঐ পুরিয়া খাইবে। দরকার হইলে অসুদের মাত্রাও বাড়াইয়া দিতে পার। অর্থাৎ ১৫ গ্রেনের বদলে তুই অসুদই ২০ গ্রেন্ করিয়া খাওয়াইতে পার। যাদের অম্বলের ব্যামো আছে, মাঝে মাঝে দম্‌কা ভেদ হয়, আর এই অসুদ খাওয়া যাদের এক রকম অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, তাদের অসুদের মাত্রা বাড়াইবার কখন কখন দরকার হয়। ১৫ গ্রেনের পুরিয়া দু বার খাওয়াইয়াও যদি তেমন ফল না পাও, তবে দুই অসুদই ২০ গ্রেন্ করিয়া দিবে। ২০ গ্রেনের একটা পুরিয়াতেই বেশ উপকার হয়। দরকার হইলে ১৫ গ্রেনের দুটো পুরিয়া এক বারে খাওয়াইয়া দিতে পার। দম্‌কা-ভেদ একটু কাড়াবাড়ি রকম হইলে আমি প্রায়ই দু'টা পুরিয়া এক বারে খাইতে দিয়া থাকি।

দম্‌কা-ভেদ বন্ধ করিবার ত বেশ অসুদই জানা থাকিল। কিন্তু দম্‌কা ভেদ আর না হয়, তার

উপায় কি? তারও উপায় আছে। বেশ উপায়ই আছে। আগে ঠিক্ কর, দম্‌কা-ভেদ কেন হয়। তারপর তার উপায় সহজেই করিতে পারিবে। অপাক, অজীর্ণ থেকে অম্বল (অম্ল) হয়। তার পর সেই অম্বলেই পেট নাবায়—সেই অম্বল থেকেই দম্‌কা ভেদ হয়। এর আগেই বলিছি, যে কারণেই হোক্ অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির উদ্দীপনা হইলেই পেটের ব্যামো হয়। এখানে অম্বলই সেই শ্লেষ্মা-ঝিল্লির উদ্দীপনার কারণ জানিবে। কাজেই, যে অষুদে অপাক, অজীর্ণ সারে, সেই অষুদে দম্‌কা-ভেদও বারণ হয়। সে অষুদটী নীচে লিখিয়া দিলাম।

স্যালিসীন্	...	...	৫ গ্রেন্
বাইকার্ব্বণেট অব সোডা	...	...	৫ গ্রেন্
পল্‌ব ইপেকা (ইপেকা-পাউডর)		...	⅙ গ্রেন্
			(১ গ্রেনের ৬ ভাগের ১ ভাগ)
পেপ্‌সিন্	...	...	৩ গ্রেন্

একত্র মিশাইয়া একটী পুরিয়া তয়ের কর।

এই রকম হিসাব করিয়া যত গুলি ইচ্ছা তত গুলি পুরিয়া তয়ের করিতে পার। এই পুরিয়া রোজ তিন বেলা তিনটে খাইতে দিবে। এই নিয়মে কিছু দিন এই পুরিয়া খাইলে আর খাওয়া দাওয়ার (পথ্যের) ধরাধর করিলে অপাক, অজীর্ণ ক্রমে বেশ সারিয়া যায়। অপাক অজীর্ণ গেলে, অগ্নি হইলে

আর কি অম্বল থাকিতে পারে; না হইতে পারে? কাজেই দম্কা-ভেদও আর হইতে পারে না। দম্কা-ভেদের কারণ দূর হইলে আর দম্কা-ভেদ কোথা থেকে হবে? পেটে আর আঁতড়িতে (অন্ত্রে) অম্বল (অম্ল) জমিয়াই না দম্কা-ভেদ হয়। স্যালিসীনের ঐ পুরিয়া অম্বলের (অম্লের) ব্যামোর যেমন অমৃত, তেমন অমৃত আর আছে কি না, জানি না। স্যালিসীনে পেটের (পাকস্থলীর) আর অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেম্ব্রেণের) বল বৃদ্ধি করে। বাইকার্ব্বণেট্ অব্ সোডায় অম্বল (অম্ল) নষ্ট করে। সোডা দু রকম। বাইকার্ব্বণেট্ আর কার্ব্বণেট্। বাইকার্ব্বণেট্ অব্ সোডার চেয়ে কার্ব্বণেট অব সোডা বেশী ক্ষার। এই জন্যে, পেটের আর আঁতের (অন্ত্রের) অম্বল (অম্ল) নষ্ট করিবার জন্যে বাইকার্ব্বণেট্ অব্ সোডা খাইতে দেওয়াই ভাল। কার্ব্বণেট্ অব সোডা বেশী ক্ষার বলিয়া, অনেক দিন খাইলে পেটের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেম্ব্রেণের) অবস্থা কিছু খারাপ হইতে পারে। খুব অল্প মাত্রায় ইপেকা যকৃতের দোষ শুধ্রে দেয়। কমই হোক্, আর বেশীই হোক্, যকৃতের (লিবর) দোষ না হইলে অপাক্, অজীর্ণ, অম্বলের (অম্লের) ব্যামো এ সব হইতে পারে না। পেপ্সিনে অগ্নি বৃদ্ধি হয়,

পরিপাক করিবার শক্তি বাড়ে। হজমের ভাল কথা পরিপাক।

আমরা যা খাই তা দু জায়গায় পরিপাক (হজম) হয়। পেটে (পাকস্থলীতে) আর আঁতড়িতে (অন্ত্রে) পেটের (পাকস্থলীর) ভিতর-পিঠ যে একটী সরু পর্দ্দা দিয়া ঢাকা, ডাক্তরেরা তাকে মিয়ুকস্ মেম্‌ব্রেণ বলেন। ভাল বাঙ্গালার শ্লেষ্মা-ঝিল্লি বলে। শ্লেষ্মা-ঝিল্লির কথা এর আগেই বলিছি। কিছু খাইলে বা খাইবার সময় হইলে পেটের (পাকস্থলীর) এই শ্লেষ্মা-ঝিল্লির গা দিয়া এক রকম রস বাহির হয়। এই রসকে ভাল বাঙ্গালায় পাচক-রস বলে। পাচকের অর্থ যে পাক করে। এই রসে আহার পাক করে বলিয়া একে পাচক-রস বলে। ডাক্তরেরা গ্যাষ্ট্রিক্ জুস্ বলেন। পাচক-রসই বল, আর গ্যাষ্ট্রিক্-জুস্‌ই বল, অর্থ এক। পাচক-রসে একটী জিনিষ আছে; সেই জিনিষের বলেই আহার পরিপাক হয়। সেই জিনিষটাকে ডাক্তরেরা পেপ্‌সীন্ বলেন। পাচক-রসে (গ্যাষ্ট্রিক্-জুসে) সেই জিনিষটী (পেপ্‌সীন্) যত দিন ঠিক্ থাকে তত দিন পরিপাকের কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। পরিপাক করিবার শক্তি কমিয়া গেলে পাচক-রসে পেপ্‌সীন্ যেমন থাকা উচিত, তা নাই, ঠিক্ করিবে।

এ অবস্থায় রোগীকে পেপ্‌সীন্ খাইতে দিলে তার পরিপাক করিবার শক্তি বাড়ে। এই জন্যেই বলিতেছি যে, স্যালিসীনের ঐ পুরিয়া অপাক, অজীর্ণ আর অম্বলের (অম্লের) ব্যামোর যেমন অষুদ তেমন আর নাই।

অম্বল (অম্ল) থেকে যে কেবল দম্‌কা ভেদ হয় তা নয়। অম্বল (অম্ল) থেকে শূল-ব্যথাও হয়। এই শূলকে বৈদ্যরা অম্ল-শূল বলেন। অম্ল-শূল খুব সাধারণ রোগ। যাদের অম্বলের ব্যামো আছে, মাঝে মাঝে তাদের পেটে যে এক রকম ব্যথা ধরে, সেই ব্যথাকেই অম্ল-শূল বলে। শূল-ব্যথায় রোগীর ক্লেশের সীমা থাকে না। ব্যথার যন্ত্রণায় রোগী অনেক জায়গায় আত্মহত্যা করে। অমুকের শূল-ব্যথা ছিল, সে যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া, গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে—পাড়া গাঁয়ে এ রকম ঘটনা সাধারণ। শূল-ব্যথা একবার হইলে আর সারে না—আমাদের দেশের ছেলে বুড়ো মেয়ের এই বিশ্বাস। এ রকম বিশ্বাস, নিতান্ত ভুলও নয়। কেন না, বহুদিনে যে রোগের সৃষ্টি হয়, সহজে সে রোগ সারিতে চায় না। যাই হোক্, রোগী যদি খুব সাবধান হয়, আর খাওয়া দাওয়ার খুব ধরাধর করে, তবে যে শূল-ব্যথা সারে না বলিতেছি, তাও

ভাল হয়। শূল-ব্যথার যে যাতনা, সে যাতনা দূর করিবার কি কোন অসুদ আছে? আছে। খুব ভাল অসুদই আছে। শূল-ব্যথায় আমি যে অসুদ দিয়া থাকি, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

মিয়ুরিয়েট্ অব্ মর্‌ফিয়া	... ...	১ গ্রেন্
স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম	... ...	২ ড্রাম
টিংচর জিঞ্জর (আদার আরোক)	...	৬ ড্রাম্
ম্যাকুই ম্যানিথাই (ডিল ওয়াটর)	...	৬ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও। যতক্ষণ ব্যথা না সারিবে, ২ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ খাইবে। অনেক জায়গায় এক দাগের বেশী খাইতে হয় না। ব্যথার সূত্র হইতেই যদি অসুদ খায়, তবে একবার অসুদ খাইলেই আগুনে যেন জল পড়ে এম্‌নি হয়। কখন কখন দু দাগ অসুদ না খাইলে ব্যথাটী নিঃশেষ হইয়া সারে না—তিন দাগ অসুদ প্রায়ই খাইতে হয় না। ফল কথা, শূল-ব্যথার এমন অসুদ আর নাই। যার শূল-ব্যথা আছে, এ অসুদটী তার শিওরে করিয়া রাখা উচিত। কোন খানে যাইতে হইলে, অসুদটী তার সঙ্গে করিয়া লয়ে যাওয়া উচিত। যে রোগই কেন হোক্ না, বারে বারে হইলে তার হাত এড়ান ভার। এই জন্যেই বলিতেছি, শূল-ব্যথা মোটে ধরিতেই দিবে না।

ব্যথার যে সূত্র হবে, সেই এক দাগ অসুদ খাবে। পেটটা অল্প ব্যথা ব্যথা করিতেছে, বোধ করি আজ্ যেন ব্যথাটা ধরিবে, আর খানিকক্ষণ দেখি তার পর অসুদ খাইব। শূল-ব্যথার হাত যিনি এড়াইতে চান্, রোগকে তাঁর এ রকম আস্কারা দিলে চলিবে না। ব্যথা একবার জোর করে ধরিলে, অসুদ খাইয়া তত শীঘ্র ফল পাওয়া যায় না। এই জন্যেই বারে বারে বলিতেছি যে, ব্যথা মোটেই ধরিতে দিবে না। অম্বল (অম্ল) রোগে পথ্যের যে রকম ধরাধর করিতে বলিছি, এখানেও খাওয়া দাওয়ার সেই রকম ধরাধর করিবে। আর শূল-ব্যথার এই অসুদটী সর্ব্বদা কাছে রাখিবে। তা হইলেই তুমি শূল-ব্যথার হাত এড়াইলে। অম্বলের (অম্লের) ব্যামোতে স্যালিসীনের যে পুরিয়া দিতে বলিছি, এখানেও রোগীকে সেই পুরিয়া দিবে।

প্রথম ভাগে ৫৪র পাতে মাথা-ধরার—মাথার কামড়ের যে অসুদ লিখিয়া দিইছি, খুঁতিয়ে দেখ ত শূল-ব্যথারও ঠিক্ সেই অসুদটী লিখিয়া দিলাম। তফাত এই, মাথা কামড়ানর অসুদে টিংচর জিঞ্জর নাই, শূল-ব্যথার অসুদে টিংচর জিঞ্জর আছে। অম্বল (অম্ল) শূলের টিংচর্ জিঞ্জর্ একটী ভাল অসুদ। এই জন্য, অম্বল-শূলের অসুদ ব্যবস্থা করিবার সময়,

মর্‌ফিয়ার সঙ্গে টিংচর জিঞ্জর দিতে যেন কখনও ভুলিও না।

এই মর্‌ফিয়া মিক্শ্চর যে কত রকম যন্ত্রণার অষুদ, তা বলিতে পারি না। শূল-ব্যাথার যে ব্রহ্মাস্ত্র তা ত এই মাত্র বলিলাম। মাথার কামড় আর শূলনিরও যে ব্রহ্মাস্ত্র, তা ৫৪র পাতে বলিছি। আর আর যন্ত্রাণর কথা দূরে থাক, ফোড়া, পাচড়া ঘায়েরও যন্ত্রণা এতে সারে। অনেক দিন হইল একটী ভদ্র লোকের ছেলের জ্বর হইছিল। ছেলেটার বয়স ১৪। ১৫ বছরের কম নয়। জ্বরের আর আর যাতনা ত তার ছিলই, বেশীর ভাগ সে দুই পায়ের কামড়ে এক বারে অস্থির হইয়া পড়িল। দুই পায়ের ডিম যেন কুকুরে চিবাইতে লাগিল। ছেলের বাপ, জ্বর চিকিৎসার প্রথম ভাগ পড়িছি-লেন। জ্বরের সময় মাথার কামড় আর শূলনির যে অষুদ মর্‌ফিয়া, তা তিনি বেশই জানিতেন। কিন্তু মরফিয়া যে আবার পায়ের কামড়েরও তেমনি ভাল অষুদ, তা তিনি জানিতেন না। বইতেও তা কিছু খুলিয়া লেখা নাই। এই জন্যে, ছেলের পায়ের কামড়ের কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই। কিছু দিন পরে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। জ্বরের সময় কখন কখন রোগী পায়ের কামড়ে যে এক বারে ভারি অস্থির হইয়া

পড়ে, জ্বর চিকিৎসার প্রথম ভাগে তার চিকিৎসার কথা কিছু লেখা নাই। পায়ের কামড়ের একটা অসুদ তাতে লেখা থাকিলে ভাল হইত। তাঁর এই কথায় আমার চৈতন্য হইল। সেই এক মরুফিয়া মিক্শ্চরই যে সব রকম কামড় আর শূলনির অতি চমৎকার অসুদ, ভুল ক্রমে সেটী লিখিয়া দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয় ভাগে আপনি এ ভুলটী শুধ্‌রে দিবেন, এই বলিয়া তিনি বিদায় হইলেন। তাতেই বলিতেছি, মাথার কামড় আর শূলনিই হোক্, চকের কামড় আর শূলনিই হোক্, হাতের কামড় আর শূলনিই হোক্, পায়ের ডিমের কামড় আর শূলনিই হোক্, পায়ের গাঁইটের কামড় আর শূলনিই হোক্— সেই মরুফিয়া মিক্শ্চরই এ সব রকম কামড় আর শূলনির এক মাত্র অসুদ জানিবে। এ কথাটা যেন কখনও ভুলিওনা।

পথ্য——অপাকেই হোক্, অজীর্ণই হোক্, অম্বলের ব্যামোই হোক্, পেট-নাবাই হোক্, শুদু আমাশাই হোক্, আর রক্ত-আমাশাই হোক্, রোগী যদি খাওয়া দাওয়ার খুব ধরাধর না করে, তবে কোন অসুদেই তার কিছু করিতে পারে না। স্যালিসীনের পুরিয়া রোজ তিনবার করিয়া খায়, কিন্তু পান্ত ভাত, বাসি ডাইল, বাসি তরকারি

খাইতে ছাড়ে না। এতে তার গলা-জ্বালা, বুক-জ্বালা, অম্বল ঢেকুর উঠা, পেট-ফাঁপা, দম্‌কা-ভেদ সারিতে পারে কি না, একবার ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। যে সব অত্যাচার সুস্থ শরীরেও সয় না, সে সব অত্যাচারে কি কখনও ব্যামো সারে? কখনই না। পাঁচ গ্রেন্ সোডায় যে অম্বল (অম্ল) নষ্ট করে, পান্ত ভাত খাইলে তার শত গুণ অম্বল (অম্ল) সৃষ্টি হয়। কাযেই তার ব্যামো ভাল করা অসুদের সাধ্য নয়। এর আগেই বলিছি, রোগী যদি পথ্যের খুব ধরাধর না করে, তবে তোমার বিস্‌মথেও কিছু করিতে পারে না— স্যালিসীনেও কিছু করিতে পারে না। আহারের দোষেই পেটের-ব্যামো হয়— তা যে রকম পেটের-ব্যামোই কেন হোক্ না। এই জন্যে, অসুদের ব্যবস্থা করিয়া রোগীকে বলিয়া দিবে যে, পেটের-ব্যামো যদি ভাল করিতে চাও তবে শুদ্ধু অসুদের উপর নির্ভর করিয়া থাকিও না। খাওয়া দাওয়ার যত দূর ধরাধর করিতে পার, করিবে। নৈলে খরচ পত্র করিয়া অসুদ খাওয়া তোমার বৃথা হবে। শুদ্ধু আমাশার চিকিৎসার কথা বলিবার সময় পথ্যের যে ব্যবস্থা করিছি, এখানেও ঠিক্ সেই ব্যবস্থা করিবে। লঘু আহার থেকে ক্রমে ক্রমে সয়ে সয়ে তবে অন্ন পথ্য দিবে। পরিপাক

করিবার শক্তি সহজ হইলে তবে নিয়ম মত দু বেলা ভাত খাইতে দিবে। কত খাইলাম, বা কত বার খাইলাম, এর হিসাব না রাখিয়া, যা খাই তা হজম হয় কি না; তারই হিসাব রাখা দরকার। যদি বল: হজম হয় কি না, তা কেমন করিয়া বুঝিব। তা বুঝা শক্ত নয়। ছেলে মানুষেও তা বুঝিতে পারে; —যার একটু জ্ঞান হইয়াছে সেই বুঝিতে পারে। যা খাও, তা ভাল হজম না হইলে পেট ভার হয়, পেট ভাট্ ভুট্ করে, পেট ফাঁপে, পেট কামড়ায়; খয়ে ঢেকুর উঠে, অম্বল (টক্) ঢেকুর উঠে, খিদে হয় না, খাইতে ইচ্ছা হয় না, বাহ্যে সহজ হয় না— বাহ্যে পরিষ্কার হয় না। হয় পেটের-ব্যামোর মত বাহ্যে হয়, নয় মল একবারে আঁটিয়া যায়। মলে ভারি দুর্গন্ধ হয়, আর সহজ মানুষের মল যেমন হল্‌দে, তেমন হল্‌দে হয় না—মলের রং হয় শাদা হয়, নয় মেটে হয়, নয় কাল হয়। এ ছাড়া, যা খাও, তা ভাল হজম না হইলে শরীরের বল ক্রমে কমিয়া যায়—শরীরের রক্তও কমিয়া যায়—আর গায়ের রং ফ্যাকাশে হইয়া যায়। তা হবেই ত। শরীরের শক্তি বল, রক্ত বল, বর্ণ বল, সব আহারের গুণেই হয়। পরিপাক না হইলে আহারের কোনও গুণই হইতে পারে না। পরিপাক হইলে পাক

তাতেও গায়ে বল হয়। পরিপাক না হইলে ক্ষীর, ছানা, ননিতেও গায়ে বল হয় না। যা খাও, বেশ পরিপাক হইলে, তবে তা থেকে রক্ত হয়। চামড়া, চর্ব্বি, মাস (মাংস), হাড়—শরীরে যা যা আছে, সকলেরই মূল রক্ত। আবার এ দিকে সেই রক্তের মূল আহার। আহার করিলেই যে, তা থেকে রক্ত হয়, গায়ে বল হয়, তা নয়। আহার পরিপাক হইলে তবে তা থেকে রক্ত হয়, গায়ে বল হয়। এই জন্যে, এখানে অপাক, অজীর্ণ, আর পেটের-ব্যামোর কথা এত করিয়া বলিলাম। পথ্যের ধরাধর করিতেও সেই জন্যে এত করিয়া বলিলাম। বলিতে গেলে, পোষর আমা রোগ অপাক, অজীর্ণ থেকেই হয়। এর পর এ সব কথা ভাল করিয়া বলিব। অপাক অজীর্ণ, অম্বলের ব্যামো, পেটের ব্যামো এ সব রোগে সব রোগীর পক্ষে এক রকম পথ্য কখনই ব্যবস্থা হইতে পারে না। কেন না, এক জনের পক্ষে যা সুপথ্য, আর এক জনের পক্ষে তা কুপথ্য হইতে পারে। দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। কারু কারু রুটি সয় না, লুচি বেশ সহ্য হয়। আবার কারু কারু লুচি মোটেই সহ্য হয় না; রুটি খাইলে ভাল থাকে। সাগু খাইলে কারু কারু পেট ভার হয়, য়্যারারুট খাইলে থাকে ভাল। আবার কারু কারু

সাগু য়্যারারুট ছুঁয়েতেই পেট গরম হয়, অন্যের খেও খাইলে তারা থাকে ভাল। এই জন্যেই বলিতেছি, যার যে আহার বেশ পরিপাক হয়, বেশ সহ্য হয়, সেই আহারই তার ঠিক পথ্য। বৈদ্য কি ডাক্তার আগে থাকিতে তা বলিয়া দিতে পারেন না। রোগীকে তা পরীক্ষা করিয়া ঠিক করিয়া লইতে হয়। লঘু বলিয়া চিকিৎসক যে আহার ব্যবস্থা করিবেন, রোগীর তা ভাল পরিপাক না হইলে, তার পক্ষে সে আহার লঘু না বলিয়া গুরুই বলিতে হইবে। এই জন্যে, পথ্যের বেলা চিকিৎসক আর রোগী দু জনেরই বিশেষ বিবেচনার দরকার। ফল কথা, পরিপাক লইয়াই কথা। রোগী যা সহজে পরিপাক করিতে পারে, তার পক্ষে তাই সুপথ্য আর লঘু আহার।

দ্বিতীয় ভাগ সারা।

